মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web : www.at-tahreek.com

২৪ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

জানুয়ারী ২০২১

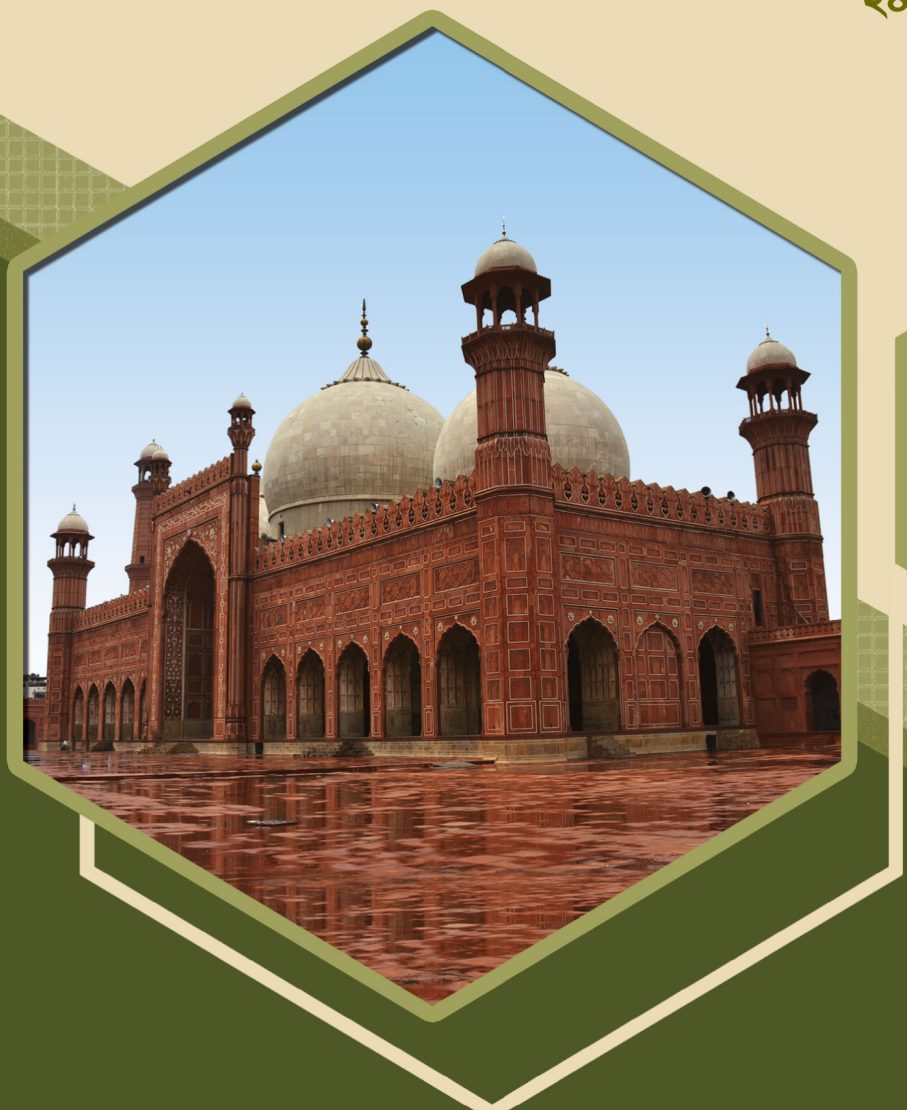

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘লোকদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, ...যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং যে ব্যক্তি ভাস্কর্য নির্মাণ করে’

(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০৪৯৭; ছহীহাহ হা/২৮১)।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية دينية علمية و أدبية
جلد : ٢٤، عدد : ٤، جُمادى الأولى وجُمادى الآخرة ١٤٤٢هـ/ يناير ٢٠٢١م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : বাদশাহী মসজিদ, পাকিস্তান। পাকিস্তান ও দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মসজিদটি ১৬৭৩ সালে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক নির্মিত হয়। এখানে ১ লক্ষ ১০ হাযার মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারেন।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

ST মেসার্স সুমন ট্রেডার্স

প্রোঃ মোঃ জনাব আলী

M ০১৭১৫-৬৫১৭৫৭
G ০১৯১৯-৯৩৫৯৮৪
S ০১৭১১-৯৩৫৯৮৪

এখানে খেজুর, কিসমিস, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেসতা বাদাম দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা, এলাচ, ধইনা, মহরী, কালোজিরা, মেথি আমলা, তেজপাতা প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দোকান নং ৩৯-৪০, আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৪তম বর্ষ	৪র্থ সংখ্যা
জুমাঃ উলাঃ-জুমাঃ আখেরাহ	১৪৪২ হিঃ
পৌষ-মাঘ	১৪২৭ বাং
জানুয়ারী	২০২১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দরসে কুরআন :
♦ ইসলামে বাক স্বাধীনতা ০৪
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ প্রবন্ধ :
♦ হকের পথে বাধা : মুমিনের করণীয় ০৮
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
♦ ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান *(২য় কিস্তি)* ১৪
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◈ অর্থনীতির পাতা :
♦ উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে যাকাত-এর ভূমিকা ১৯
-বিকাশ কান্তি দে

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ :
♦ ভাস্কর্যে নয়, হৃদয়ে ধারণ করুন! ২৩
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
♦ মূর্তি, ভাস্কর্য ও সমকালীন প্রসঙ্গ ২৫
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◈ সরেযমীন প্রতিবেদন :
♦ 'আহলেহাদীছের আস্তানা, সালথা থানায় থাকবে না' মুসলিম দেশে এ কেমন শ্লোগান! ২৭
-মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ

◈ হকের দিশা পেলাম যেভাবে :
♦ ও চটি বই পড়ে পাগল হয়ে গেছে... ২৮

◈ ইতিহাসের পাতা থেকে :
♦ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর জীবনী থেকে কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা ৩১
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

◈ অমরবাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৬

◈ চিকিৎসা জগৎ : ৩৭
♦ শীতে শরীরের ব্যথা থেকে মুক্তির উপায়

◈ ক্ষেত-খামার : ৩৮
♦ পানির উপর সবজি চাষ পদ্ধতি
♦ ভূতিয়ার বিলে পানির উপরে কৃষকদের মৌসুমী সবজি চাষ

◈ কবিতা : ৩৯
♦ দ্বীনের হেফাযত ♦ কে বলে নিরাকার?
♦ মুক্তির পথ

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪০

◈ মুসলিম জাহান ৪২

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৩

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

চেতনার সংঘর্ষ

তাওহীদের সাথে শিরকের সম্পর্ক যেমন ওযূর সাথে বায়ু নিঃসরণের সম্পর্ক। তাওহীদ থাকলে শিরক থাকবেনা, শিরক থাকলে তাওহীদ থাকবেনা। দু'টির মাঝে আপোষের কোন সুযোগ নেই। তাওহীদের চেতনা হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা। আর শিরকের চেতনা হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সাথে সৃষ্টির দাসত্ব করা। যেখানে শরীক হয় মুখ্য এবং আল্লাহ হন গৌণ। যেমন মক্কার মুশরিকরা কা'বাগৃহ ত্বাওয়াফ করার সময় বলত, *লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা, ইল্লা শারীকান হুয়া লাক; তামলিকুহু ওয়া মা মালাক'* (আমি হাযির; তোমার কোন শরীক নেই, কেবল ঐ শরীক ব্যতীত যা তোমার জন্য রয়েছে। তুমি যার মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক') *(মুসলিম হা/১১৮৫)*। নিজ বংশীয় এই শরীক পূজারী কুরায়েশদের সাথেই রাসূল (ছাঃ)-এর আজীবন যুদ্ধ করতে হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও' *(নাহল ১৬/৩৬)*। ত্বাগূত অর্থ মূর্তি, শয়তান ইত্যাদি। বস্তুতঃ সকল শক্তি ও সকল সম্মান কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত *(বাক্বারাহ ২/১৬৫; ইউনুস ১০/৬৫)*। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি স্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তিনিই রূযীদাতা, তিনিই পালনকর্তা, তিনি বিধানদাতা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তিনি ব্যতীত অন্য কেউই আমাদের শর্তহীন আনুগত্য ও উপাসনা পাবার যোগ্য নয়। তিনি ব্যতীত অন্য কারু নিকটে মানুষের উন্নত মস্তক অবনত হবেনা।

এক্ষণে সম্মানের উদ্দেশ্যে ছবি-মূর্তি, ভাস্কর্য-প্রতিকৃতি, বেদী-মিনার, শিখা-প্রদীপ এমনকি একটি বাঁশকেও যদি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, তবে সেটাই হবে পূজা। একইভাবে সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির উদ্দেশ্যে যদি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেটাও পূজা। কোন বৃক্ষ-নদী, পাহাড়-পর্বত বা স্থানকে সম্মান প্রদর্শন করাটাও পূজা। মানুষের উন্নত মস্তক কেবল আল্লাহ্র কাছে নত হবে। তাঁর কাছেই সবকিছু চাওয়া-পাওয়া থাকবে। এটাই হ'ল 'তাওহীদ'। এর বিপরীত হ'ল শিরক। এই পার্থক্য যেকোন মুসলিম এমনকি হিন্দুনেতারাও বুঝেন। যেমন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বলেন, 'রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধাম', 'ভক্তেরা সব লুটায়ে শির করিছে প্রণাম'। 'পথ ভাবে আমি দেব', রথ ভাবে আমি', 'মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী'। তিনি অন্যত্র বলেন, 'মুগ্ধ ওরে স্বপ্নঘোরে' 'যদি প্রাণের আসন-কোণে' 'ধুলায় গড়া দেবতারে' 'লুকিয়ে রাখিস আপন মনে', 'চিরদিনের প্রভু তবে, তোদের প্রাণে বিফল হবে', 'বাইরে সে যে দাঁড়িয়ে রবে, কত-না যুগ-যুগান্তরে'। একইভাবে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও আনুষ্ঠানিকতার তীব্র বিরোধিতা করে একটি একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর সমমনাদের মধ্যে এইচ.এল.ভি ডিরোজিও ও তার বিপ্লবী শিষ্যবৃন্দ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার অনুসারীগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তার পিতা-মাতার ১৪ সন্তানের কনিষ্ঠতম।

অতএব সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে কেবলমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর বিধান মেনে চলাই সৃষ্টিসেরা মানুষের একমাত্র কর্তব্য। নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূল মানবজাতিকে এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন এবং সাথে সাথে তারা শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। কিন্তু মানুষ শয়তানী ধোঁকায় পড়ে বিভিন্ন ধর্মনেতা ও সমাজনেতার মূর্তি বা ভাস্কর্য তৈরী করে সেখানে ভক্তি নিবেদন করে এসেছে। এর বিরোধিতা করলে নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তার কওমের নেতারা বলেছিল, নূহ নেতৃত্বের অভিলাষী *(মুমিনূন ২৩/২৪-২৫)*। নেতারা তাদের জনগণকে বলেছিল, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করোনা এবং পরিত্যাগ করোনা ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক্ব ও নাসরকে' *(নূহ ৭১/২৩)*। এই পাঁচটি মূর্তি ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন মৃত ব্যক্তির। আল্লাহ বলেন, 'তাদের পাপরাশির কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে (কবরের) আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে। সেদিন তারা আল্লাহ্র মুকাবিলায় কাউকে তাদের সাহায্যকারী পায়নি' *(নূহ ৭১/২৫)*।

মহাপ্লাবনে ধ্বংসের পর নূহ (আঃ)-এর কিশতীতে উদ্ধার পাওয়া অল্প সংখ্যক মুমিন নর-নারীর উত্তরসূরীরাই হ'ল বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত মানুষ *(ছাফফাত ৩৭/৭৭; ইসরা ১৭/৩)*। এজন্য আদি পিতা আদমের পর নূহ (আঃ)-কে মানবজাতির 'দ্বিতীয় পিতা' বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সন্তানদের মধ্যে পূর্বের ন্যায় আবার শিরকের পাপ মাথা চাড়া দেয়। নূহের যুগের ন্যায় পরবর্তী যুগেও জ্ঞানান্ধ ধর্মনেতা ও সমাজনেতারাই মূর্তি-ভাস্কর্যের শিরকের পক্ষে তাওহীদপন্থী জনগণকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেছে।

সম্প্রতি ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দেওয়ার পর সরকারের মুখপাত্র হিসাবে পরিচিত মন্ত্রী সবাইকে বললেন, 'দেশে একদিকে সাম্প্রদায়িকতা, আরেকদিকে অসাম্প্রদায়িকতার দু'টি ধারা চলছে। একদিকে ৪৭-এর চেতনা, অন্যদিকে ৭১-এর চেতনা। বিজয়ের এই দিনে আমাদের শপথ হবে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির যে বিষবৃক্ষ ডালপালা বিস্তার করেছে; সেই বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা'। তার আগের দিন জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলা হ'ল, ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার করবেন না'। উপরোক্ত ভাষণগুলিতে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে, নেতারাই দেশকে বিভক্ত করতে চাচ্ছেন ও সহিংসতায় উসকে দিচ্ছেন। এই 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' নীতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অদূরদর্শী নীতি। এই চিন্তা থাকলে কোন নেতা কখনোই জাতীয় নেতা হ'তে পারেন না। কখনো দেশ ঐক্যবদ্ধ হবেনা এবং সেখানে নিরপেক্ষ শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবেনা। '৫/৭টি মসজিদ-মাদ্রাসার মিলন মোহনায়, দু'টি মসজিদের অবকাঠামো ভেঙ্গে পদ্মা সেতুর ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ঢাকা কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারে ধোলাইপাড় মোড়ে ভাস্কর্য স্থাপনের ফলে স্থানীয় ইমাম মুছল্লী ও তৌহিদী জনতা সেখানে ভাস্কর্যের বদলে বিকল্প কোন উত্তম পন্থায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণীয় করে রাখার দাবী জানিয়েছিল' *(দৈনিক ইনকিলাব, ৯ই ডিসেম্বর ২০২০, ১/৩ কলাম)*। ঈমানদার জনগণের এই অনুভূতিকে সরকার কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? এজন্যেই আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে চলে, সেই-ই সুপথপ্রাপ্ত, নাকি যে ব্যক্তি মুখের উপর ভর দিয়ে চলে (সেই-ই সুপথপ্রাপ্ত)? *(মুলক ৬৭/২২)*।

কে না জানে যে, ধর্মান্ধ হিন্দুনেতাদের উন্মত্ত হিংস্রতা থেকে বাঁচার জন্য দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি লাভের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল। সেদিন ৪৭-এর মূল চেতনা ছিল ইসলাম। আজকের ৭১-এর চেতনার দাবীদারগণের পিতা-মাতারা সবাই ছিলেন ৪৭-এর চেতনাধারী। ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহ, শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আকরম খাঁ, আবুল হাশেম, মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান সবাই ছিলেন ৪৭-এর চেতনা বাস্তবায়নের সম্মুখ সারির যোদ্ধা। তারা কিন্তু কেউ তাদের মূর্তি-ভাস্কর্য স্থাপনের কথা বলে যাননি। পরবর্তীতে পাকিস্তানী নেতাদের অদূরদর্শিতা ও ব্যাপক যুলুমের বিরুদ্ধে ময়লূমের সংগ্রাম শুরু হয়। যার পরিণতিতে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের উপর ৭১-য়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যালেমের বিরুদ্ধে

মযলূমের এই চেতনা ছিল মূলতঃ ইসলামের চেতনা। যেখানে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে কেউ মুনকার বা অন্যায় দেখলে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ কর। না পারলে যবান দিয়ে। না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা কর। আর সেটা হ'ল সবচাইতে দুর্বলতম ঈমান *(মুসলিম হা/৪৯)*। সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আশির ঊর্ধ্ব বয়সের যারা এখনো বেঁচে আছেন, যারা মুক্তিযোদ্ধার সনদ নেননি এবং সনদের তোয়াক্কাও করেননা তারা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, আমরা যেখানেই নিষ্ঠুর যুলুম দেখেছি, সেখানেই প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমে পড়েছি।

মুসলমানের এই জিহাদী চেতনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চাচ্ছেন কথিত ৭১-এর চেতনাধারীরা। ৭ই মার্চ 'ইনশাআল্লাহ' বলে যে মুক্তিযুদ্ধের শুরু এবং ১৬ই ডিসেম্বরে 'আল্লাহ্র সাহায্য' কামনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে যার শেষ, সেই মুক্তিযুদ্ধকেই এখন ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমান নেতাদের এইসব বানোয়াট চেতনা যে জনগণ গ্রহণ করেনি, তার বাস্তব প্রমাণ দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ। তারা কোনরূপ উস্কানীতে ভুলে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করেনা। বরং সকলে মিলেমিশে বসবাস করে। হাতেগণা কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকে দেখা যায় মাঝে-মধ্যে এইসব চেতনার পুরীষ উদ্গীরণ করতে। ক্ষমতায় গিয়ে তারা ভোটারদের ও বাপ-দাদাদের ঈমানী চেতনা ভুলে যান এবং প্রতিবেশী মূর্তিপূজারী রাষ্ট্রের শিরকী চেতনা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। যাতে এদেশের মুসলিম বৈশিষ্ট্য মুছে যায়। তারা সর্বদা গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান। অথচ মূর্তি-ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা কি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের সম্মতি নিয়েছেন? এমনকি জাতীয় সংসদে প্রস্তাব পাস করেছেন? তাহ'লে জনগণের জমি জবর দখল করে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করে সর্বত্র মিনার ও মূর্তি-ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠার অধিকার তারা কোথায় পেলেন? ক্বিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ্র নিকটে কি কৈফিয়ত দিবেন? ঐসব স্থানের মাটি এবং নিজেদের হাত-পা ও দেহ-চর্ম সেদিন আল্লাহ্র নিকট নেতাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিবে *(যিলযাল ৪; ইয়াসীন ৬৫; হা-মীম সাজদাহ ২০-২১)*। মূর্তি-ভাস্কর্যের সাথে কোন রাজনীতি নেই। এটি পুরাপুরি ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে জড়িত। সরকারই এই ধর্মীয় বিষয়টিকে রাজনীতিতে এনেছেন। তারা প্রকাশ্য শিরককে তাওহীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। কোন মুসলমান যা কখনোই মেনে নিতে পারে না। যদি সরকার কথা না শুনে এবং মূর্তি-ভাস্কর্য সরিয়ে না নেয়, তাহ'লে বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের ন্যায় পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম রাষ্ট্রটিও আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যাবে। নেতাদের পাপে যেমন নূহের কওম প্লাবনে ডুবে মরেছিল, আমাদের নেতাদের পাপে তেমনি দেশ ডুববে।

নেতারা সব কাজ করেন ভোটের স্বার্থে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলে। অথচ সত্যিকারের ভোট হ'লে তারা নিশ্চিতভাবে ঈমানদারগণের ভোট হারাবেন। আর মূর্তি ও মিনার প্রতিষ্ঠায় কোন দারিদ্র্য বিমোচন আছে কি? অথচ শোষণের মূল হাতিয়ার সূদী অর্থনীতি বুক ফুলিয়ে চলছে। ঘুষ-দুর্নীতি, মদ-জুয়া, মুনাফাখোরী-মওজুদদারী সর্বদা জোরদার। প্রতিবেশী দেশটি আমাদের দেশের অভিন্ন প্রধান নদীগুলির উজানে বাঁধ দিয়ে ইচ্ছামত আমাদেরকে শুকিয়ে ও ডুবিয়ে মারছে। পাহাড় প্রমাণ বাণিজ্য বৈষম্য ও চোরাচালানের মাধ্যমে দেশকে তাদের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করেছে। এমনকি সেদেশের হাই কমিশনার চট্টগ্রামকে তাদের দেশের জন্য 'প্রবেশদ্বার' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সরকারী এই দলটি না থাকলে বাংলাদেশে আমাদের আর কোন বন্ধু নেই'। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক 'রক্তের রাখিবন্ধনে আবদ্ধ'। আমাদের মন্ত্রীরাও বলছেন, 'তাদের সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক, এমনকি নাভির সম্পর্ক রয়েছে'। ফলে এই মধুর সম্পর্কের সুযোগে তারা এখন আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের উপর আঘাত হানতে চাচ্ছে। মূর্তিপূজারী ঐ দেশটি বাংলাদেশকেও তাদের ন্যায় মূর্তিপূজারী বানাতে চাচ্ছে। আর তাদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছেন আমাদের নেতাগণ। ৭১-য়ে রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে নেতাদের মধ্যে পক্ষ-বিপক্ষ থাকলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবাই এখন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। বস্তুতঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রটিই হ'ল সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাস্তব দৃষ্টান্ত। যেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার সর্বদা রাষ্ট্রীয়ভাবে লংঘন করা হচ্ছে। অতএব এসবের ধুয়া তুলে বাংলাদেশের মানুষের উদার ইসলামী চেতনাকে ধ্বংস করা যাবেনা।

সকল নবী-রাসূল মূর্তি-ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। নূহ, হূদ ও ছালেহ (আঃ)-এর পরবর্তী সকল নবীগণের পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর আবির্ভাবকালীন সময়ে ইরাক শিক্ষা ও সভ্যতায় পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় ছিল। এমনকি তারা সৌরজগত নিয়েও গবেষণা করত। কিন্তু শয়তানী ধোঁকায় পড়ে তারা বিভিন্ন মূর্তি ও তারকার পূজা করত। ইব্রাহীম (আঃ) উভয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে প্রেরিত হন। কিন্তু তাঁর দাওয়াত প্রথমেই তাঁর পিতা অস্বীকার করে বলেন, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি আমার সম্মুখ হ'তে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও' *(মারিয়াম ১৯/৪৬)*। এতেই বুঝা যায়, হাতেগড়া প্রাণহীন একটি মূর্তি বা ভাস্কর্যের প্রতি মানুষের ভালবাসা কিরূপ? অথচ এই ভালবাসা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য হওয়াটাই হ'ল 'তাওহীদ'। অতঃপর ইরাকের সম্রাট নমরূদ ইব্রাহীম (আঃ)-কে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে উদ্ধার করেন। তিনি আগুনকে নির্দেশ দেন, 'হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইব্রাহীমের উপরে শান্তিদায়ক হয়ে যাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*। শিরকপন্থীদের বিরুদ্ধে তাওহীদপন্থীদের এই বিজয় কেবল সে যুগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং পরবর্তী যুগে সকল নবী-রাসূল ও ঈমানদারগণের পক্ষে অব্যাহত ছিল। নিরস্ত্র মূসা (আঃ)-এর দো'আয় তৎকালীন মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাঊন ও তার বিশাল সেনাবাহিনীর সাগরডুবি, ফিলিস্তীনের দুর্ধর্ষ আমালেক্বা সম্রাট জালূতের বিরুদ্ধে দাঊদ ও তালূতের বিজয়, খন্দক যুদ্ধে সম্মিলিত আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে ও তাবূক যুদ্ধে সম্মিলিত রোমক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিনা যুদ্ধে বিজয় এবং তার পরবর্তী খলীফাদের সময় ইসলামের বিশ্ব বিজয় আমাদেরকে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বস্তুতঃ মানুষ বেঁচে থাকে তার স্মৃতির মধ্যে, মূর্তি বা মিনারের মধ্যে নয়। সেটা হ'লে তো নবী-রাসূলদের মূর্তি-ভাস্কর্যে পৃথিবী ভরে যেত। যুগে যুগে এটাই সত্য যে, শিরকের পরিণতিতে আল্লাহ্র গযব নেমে আসে। যেমন ইতিপূর্বে ছয়টি জাতি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উক্ত ৬টি জাতি হ'ল- কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাতিজা লূত-এর কওমের ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে 'মৃত সাগর' বা 'ডেড সী' নামে পরিচিত। যা ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে। যার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৭ কি.মি., প্রস্থে ১২ কি.মি. এবং গভীরতায় ৪০০ মিটার। এর পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণীও বেঁচে থাকে না। অতএব আল্লাহ্র গযব থেকে শিক্ষা নিন।

পরিশেষে এটা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা চলে যে, স্বাধীনতার ৪৯ বছর পর হঠাৎ সরকারীভাবে অনেকটা গোপনে দেশব্যাপী মূর্তি-ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যাওয়ার বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা সরকারকে বলব, আল্লাহকে ভয় করুন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে মূর্তি-ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থাকুন। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলব, সকল প্রকার সহিংসতা হ'তে বিরত থাকুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

ইসলামে বাক স্বাধীনতা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল'। 'তাহ'লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহা সাফল্য অর্জন করে' *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*।

'সঠিক কথা' হ'ল, যা বলার সময় আল্লাহকে ভয় করা হয় এবং যাতে কোনরূপ কপটতার আশ্রয় নেওয়া হয় না। 'তাহ'লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন' অর্থ ভুল হ'লেও সেটি ক্ষমা করা হবে এবং কর্ম সংশোধিত হবে। 'সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে' অর্থ দুনিয়া ও আখেরাতে সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে। তবে আখেরাতের সফলতা সুনিশ্চিত এবং সেটিই বড় সফলতা। আর দুনিয়াবী সফলতা ক্ষণিকের। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফের-মুনাফিকরাই পেয়ে থাকে। যেমন নমরূদ-ফেরাঊন ও যুগে যুগে তাদের দোসররা পেয়েছে ও পেয়ে চলেছে। কিন্তু আখেরাতের সফলতা চিরস্থায়ী এবং দুনিয়াতে এর সম্মান ও মর্যাদাও চিরস্থায়ী। যেমন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও সকল যুগে নবীগণের সনিষ্ঠ অনুসারীদের সফলতা। এমনকি দুনিয়ায় তাদের বাহ্যিক কোন ব্যর্থতাও চূড়ান্ত বিচারে সফলতার সোপান হিসাবে বিবেচিত হয়। যেমন বহু নবী-রাসূল তাদের বিরোধীদের হাতে নিহত হয়েছেন এবং তাদের যথার্থ অনুসারীগণ নির্যাতিত হয়েছেন। কিন্তু মানুষ যুগে যুগে তাদেরই অনুসরণ করেছে এবং তাঁরাই সকল যুগে সম্মানিত ও বরিত হয়েছেন। অতএব আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ ও আখেরাতের সফলতাই হ'ল প্রকৃত সফলতা *(ছফ ৬১/১১; তওবা ৯/৭২)*।

বাক স্বাধীনতার অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে নিজের বক্তব্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বুঝায়। যা অন্যের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করেনা। শয়তানের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোন কাজ করলে বা কোন কথা বললে সেটি বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হিসাবে গণ্য হবেনা, বরং সেটি স্বেচ্ছাচারিতা ও পশুত্বের স্বাধীনতা হবে। যা মানুষের সমাজে কাম্য নয়।

বাক স্বাধীনতার গুরুত্ব : মানুষকে আল্লাহ সেরা সৃষ্টির মর্যাদায় ভূষিত করেছেন *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)*। আর আল্লাহ একমাত্র মানুষকেই কথা বলার ক্ষমতা দান করেছেন *(রহমান ৫৫/২)*। অন্য কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ এই ক্ষমতা দেননি। মানুষকে এই বাক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্র দেখানো পথে নিজের জীবন ও সমাজ পরিচালনার জন্য। প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ পৃথক পৃথক মেধা, রুচি, শক্তি ও জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যার মাধ্যমে একে অপর থেকে কাজ নিয়ে সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনা করতে পারে *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। সেকারণ প্রত্যেককে স্ব স্ব মেধা ও রুচির বিকাশ ঘটানোর স্বাধীনতা তিনি দিয়েছেন। এটি স্বভাবগত। পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব মানব সন্তানের উক্ত স্বভাবগত মেধার বিকাশ ঘটানোর পরিবেশ সৃষ্টি করা ও তার পিছনে পূর্ণ সহযোগিতা করা। মানব সন্তান স্বাধীন হিসাবে জন্ম লাভ করে। শৈশবেই তার রুচি ও মেধার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। সে কোন অন্যায় করলেও তা ধর্তব্য হয়না। সাবালক হওয়ার পর থেকে সেগুলি ধর্তব্য হয়। এই সময় তাকে সঠিক-বেঠিক চিন্তা করে কাজ করতে হয়। ফলে তার বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে। এখানে গিয়েই কুরআন তাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়। যার বিপরীত করলে সে পথভ্রষ্ট হয়। তাই ইসলামে বাক স্বাধীনতা অর্থ সত্য ও সঠিক কথার স্বাধীনতা।

অন্যদের বাক স্বাধীনতা : ইসলামের বাইরে অন্যদের বাক স্বাধীনতা মূলতঃ নিয়ন্ত্রণহীন। ধর্ম ও সমাজের নামে নিজেদের মনগড়া বিধান সমূহ রচিত হ'লেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মনেতা, সমাজনেতা ও ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং দুর্বল শ্রেণী বঞ্চিত হয়। এই সমাজে বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা কার্যত স্বেচ্ছাচার মূলক। এদের নিকট ন্যায়-অন্যায়ের কোন অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত মানদণ্ড নেই।

উদাহরণ স্বরূপ ইসলাম-পূর্ব যুগে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দাস-দাসী রূপে মানুষের ক্রয়-বিক্রয় হ'ত। নারীদের কোন বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিলনা। বিবাহে তাদের মতামতের কোন গুরুত্ব ছিলনা। তারা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারী ছিলনা। তারা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতনা। বিধবা বিবাহ ছিলনা। এমনকি হিন্দু সমাজে বিধবা নারীদের মৃত স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় একই সাথে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হ'ত। 'সতীদাহ' বলে যা ধর্মীয় বিধান হিসাবে চালু ছিল। যাতে নারীরা ও তাদের অভিভাবকরা স্বর্গসুখ লাভের উদ্দেশ্যে খুশী মনে এই অমানবিক ও নিষ্ঠুর কাজে রাযী হয়ে যায়। কন্যা সন্তানকে জঞ্জাল মনে করা হ'ত। আর সেজন্য তাকে জন্মের পরপরই গর্তে পুঁতে বা অন্যভাবে মেরে ফেলা হ'ত। বর্তমানে ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাত, গর্ভনিরোধ ও গর্ভভাড়া প্রভৃতি অমানবিক কাজ আইনের নামে সিদ্ধ করা হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বকালে যেমন কোন দেশে ভাল-মন্দ আইনের কোন চূড়ান্ত মানদণ্ড ছিলনা, আজও সেটা নেই। বরং সেখানে বেনামীতে স্বেচ্ছাচারিতাই চূড়ান্ত মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্বকালের বাক স্বাধীনতা : পূর্বকালে ধর্ম ও সমাজনেতাদের রচিত বিধান সমূহকেই মানুষের জন্য চূড়ান্ত বিধান হিসাবে গৃহীত হ'ত এবং তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করা যেত না। ক্ষমতাধর শ্রেণী দুর্বল শ্রেণীর প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করত। তাদেররকে নিজেদের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ রাখত। বাক

স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে সেখানে কিছুই ছিলনা।

প্রাচীন গ্রীসের City state বা নগর রাষ্ট্রগুলিকেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর আদি রাষ্ট্র বলে ধারণা করেন। কারণ ঐগুলি ছিল দু'তিন হাযার জনগোষ্ঠীর একেকটি গ্রামের মত। যারা পরস্পরে প্রত্যক্ষ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে শাসনকার্য চালাতেন। একে আদি গণতন্ত্র বলা হচ্ছে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ শাসননীতিই ছিল কথিত নগররাষ্ট্রের সবচেয়ে দুর্বল দিক। কথায় বলে 'অধিক সন্ন্যাসী গাজন নষ্ট'। এথেন্সের নগররাষ্ট্রের অনধিক ৫২৫ জনের জুরি বোর্ডের অধিকাংশ যখন সেদেশের জ্ঞানীকুল শিরোমণি সক্রেটিসকে নিজ হাতে বিষপানে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন, তখন তাঁর শিষ্য প্লেটো (খৃ. পূ. ৪২৮-৩৪৮) এই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারালেন। তবে 'জ্ঞানই পূণ্য' এ মৌলিক বিষয়ে দু'জনে ছিলেন এক ও অভিন্ন। কারণ তাদের কাছে অহি-র জ্ঞান ছিল না।

বর্তমান কালের বাক স্বাধীনতা : বর্তমান যুগের দলীয় গণতন্ত্র বাক স্বাধীনতা হরণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। যেখানে শাসক দলের মতি-মর্যিই সব ব্যাপারে চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হয়। বিরোধী কোন মতই তারা সহ্য করেন না। কারণ প্রাচীন কালের ন্যায় তাদের কাছে চূড়ান্ত সত্য কোন মানদণ্ড নেই। বর্তমান গণতন্ত্রে দলনেতা সকল কৈফিয়তের ঊর্ধ্বে। এমনকি সেখানে নিজ দলীয় এমপি-মন্ত্রীদেরও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ নেই। বাংলাদেশের সংবিধানে ৭০ ধারাটি এমপিদের বাক স্বাধীনতা হরণ করেছে। সেখানে (খ) উপধারায় বলা হয়েছে, 'সংসদে (যদি কেউ) দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে'। ১৭ই এপ্রিল ২০১৭ সালে অনুচ্ছেদটি চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। কিন্তু উচ্চ আদালত তা খারিজ করে দেয়।[১] ফলে গণতন্ত্রের স্বরূপ একেক দেশে একেক রকম। আমেরিকার গণতন্ত্রে মূলতঃ ২৭০টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভিত্তিক। সেখানে পপুলার ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়না। ইংল্যাণ্ড ও জাপানে সংসদীয় রাজতন্ত্র চলমান। চীনের গণতন্ত্র একদলীয় কমিউনিস্ট পার্টির হাতেগণা কয়েকশ' প্রতিনিধির মতামত ভিত্তিক। চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া সব প্রেসিডেন্ট শাসিত দেশ। অথচ সবই গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিচিত। যদিও ঐসব দেশে বাস্তবে জনমতের কোন মূল্য নেই। বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ বলে পরিচিত ভারতের অবস্থা সবচাইতে শোচনীয়। সেখানে এমনকি কৃষকদের দাবী আদায়ের জন্য রাজধানীতে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ রাস্তায় পড়ে থাকতে হয়। অথচ গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রীর টনক নড়ে না। বাংলাদেশেও একইভাবে গণতন্ত্র রাস্তায় লুটায়।

বাংলাদেশে বিগত সরকার সমূহের ৫৭ ধারা, ১৪৪ ধারা, ১৫৭ ধারা; অতঃপর বর্তমান সরকারের আইসিটি-আইন-২০১৩, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা-২০২০ প্রভৃতি বিধান সমূহ জনগণের বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। কেউ কারু বই পড়ে বা বক্তব্য শুনে কোন অন্যায় করলে লেখক বা বক্তাকে উদ্বুদ্ধকারী হিসাবে দায়ী করে মামলা দেওয়া হচ্ছে। ফলে মানুষ এখন হক কথা বলতে ভয় পাচ্ছে এবং সর্বদা আতংকে দিন কাটাচ্ছে। অথচ ব্যক্তি যতক্ষণ নিজে অপরাধ না করে, ততক্ষণ তাকে অপরাধী বলা যায়না বা তাকে শাস্তিও দেওয়া যায়না। দুনিয়ার সকল আইনে সর্বদা এটাই রয়েছে। বাংলাদেশেও রাঘব-বোয়ালদের না ধরে চুনোপুঁটিদের ধরার বা মিথ্যা বন্দুকযুদ্ধের নামে হিরোইন ও ইয়াবা বাহকদের এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের বিনা বিচারে গুম-খুন ও অপহরণ করা হয়। বাস্তবে উক্ত আইনটি রাজনৈতিক বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। ফলে বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা চরমভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এক্ষণে ইসলামে বাক স্বাধীনতা লক্ষ্য করুন।-

ইসলামে বাক স্বাধীনতা : ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা তার জন্মগত অধিকার ও স্বভাবগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এটাকে সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির স্বার্থে ব্যয় করবে। যা কখনোই গোপন করবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ- إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- 'আমরা কিতাবের মধ্যে মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বিধান ও পথনির্দেশ সমূহ বিবৃত করে নাযিল করার পর যারা সেগুলিকে গোপন করে, তাদেরকে লা'নত করেন আল্লাহ ও সকল লা'নতকারীগণ'। 'তবে যারা তওবা করে ও সংশোধন করে নেয় এবং সত্য প্রকাশ করে দেয়, আমি তাদের তওবা কবুল করি। বস্তুতঃ আমি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১৫৯-৬০)*।

আয়াতটি আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাযিল হয়। যারা তাওরাত-ইনজীলে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ গোপন করত *(আ'রাফ ১৫৭, ইবনু কাছীর)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, وَلَوْلاَ آيَتَانِ فِى كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، যদি আল্লাহ্র কিতাবে দু'টি আয়াত না থাকত, তাহ'লে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত দু'টি পাঠ করেন।[২] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে দুই পাত্র ইলম মুখস্থ করেছি। যার মধ্যে এক পাত্র আমি তোমাদের

১. ঢাকা, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৯শে মার্চ ২০১৮।

২. বুখারী হা/১১৮; মুসলিম হা/২৪৯৩।

মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি। অপর পাত্রটি যদি ছড়িয়ে দেই, তাহ'লে এ হলকুম অর্থাৎ গলা কাটা যাবে'।[৩] এর দ্বারা তিনি হিজরী ষাটের দশকের শুরুর দিকের অত্যাচারী শাসকদের প্রতি ইঙ্গিত করতেন। বাস্তবে দেখা গেল ষাটের দশকের শুরুতে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া ক্ষমতায় (৬০-৬৪ হি.) আসার এক বছর পূর্বেই ৫৯ হিজরীতে আবু হুরায়রা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন *(মিরক্বাত, মির'আত)*। তিনি বলতেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَارٍ– 'যে ব্যক্তি তার জানা কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়, অতঃপর তা গোপন করে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে'।[৪] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ– 'সর্বোত্তম জিহাদ হ'ল যালেম শাসকের নিকট হক কথা বলা'।[৫] এটি খুবই ঝুঁকির বিষয়। তবুও যেসব আলেম সর্বদা হক কথা বলেন, তাদের পুরস্কার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، 'নিশ্চয়ই আলেমের জন্য আসমানে ও যমীনে যারা আছে সবাই আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যেকার মাছ সমূহ। আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর যেমন পূর্ণচন্দ্রের মর্যাদা তারকারাজির উপর। আর আলেমগণ হচ্ছেন নবীগণের ওয়ারিছ'।[৬]

হক কথা বলার মাধ্যমে মুমিন ইহকালে ও পরকালে সম্মান লাভ করে। অন্য পন্থায় সম্মান লাভ করতে চাইলে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন। যেমন তিনি বলেন, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ– 'আর সম্মান তো কেবল আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৮)*। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরোক্ত বাণী সমূহের কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম ও সত্যনিষ্ঠ মুমিনগণ সর্বদা স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করে গেছেন ও হক কথা বলে গেছেন।

এবারে ইসলামে বাক স্বাধীনতার কিছু নমুনা দ্রষ্টব্য।-

(১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হাঁটছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একখানা গাঢ় পাড়যুক্ত নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে চাদর ধরে সজোরে টান দিল। আনাস বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, জোরে টান দেওয়ার কারণে সেখানে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈনটি বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আল্লাহ্র দেওয়া যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার জন্য আদেশ কর। তখন নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন এবং তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দিলেন'।[৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঐ সময় রাসূল (ছাঃ) এক জানাযায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ) সহ অনেক ছাহাবী ছিলেন। এমতাবস্থায় উক্ত বেদুঈন এসে উপরোক্ত দাবী করে এবং চাদর ধরে হেঁচকা টান মারে। তাতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ওমর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গে এমন বেআদবী করছ? যদি রাসূল (ছাঃ) এখানে না থাকতেন, তাহ'লে এই তরবারি দিয়ে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম! এ সময় রাসূল (ছাঃ) ধীরস্থিরভাবে ওমরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অতঃপর বলেন, হে ওমর! আমরা তোমার নিকট থেকে আশা করেছিলাম যে, তুমি আমাকে তার দাবীটি সত্বর পূরণের কথা বলবে এবং তাকে ভদ্র ব্যবহার শিক্ষা দিবে। তুমি যাও তার দাবী পূরণ কর এবং তাকে অন্যদের চাইতে ২০ ছা' খাদ্যবস্তু বেশী দাও'।[৮]

(২) ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির দু'টি বিষয় মুসলিম কাফেলার অন্তরে দারুণভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, যা তাদের হৃদয়কে দুঃখে ও বেদনায় ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল। যেখানে চারটি ধারার দু'টি ছিল, (ক) মুহাম্মাদ এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই সঙ্গী-সাথীসহ মদীনায় ফিরে যাবেন' *(বুখারী হা/৩১৮৪; ২৭৩১)*। (খ) কুরায়েশদের কোন লোক পালিয়ে মুহাম্মাদের দলে যোগ দিলে তাকে ফেরৎ দিতে হবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কেউ কুরায়েশদের নিকটে গেলে তাকে ফেরৎ দেওয়া হবে না'।[৯]

তখন সকলের মুখপাত্র স্বরূপ ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে নিম্নোক্ত বাদানুবাদ করেন। ওমর বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُم عَلَى الْبَاطِلِ– 'আমরা কি হক-এর উপরে নই এবং তারা বাতিলের উপরে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ 'আমাদের নিহতেরা কি জান্নাতে নয় এবং তাদের নিহতেরা জাহান্নামে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, তাহ'লে কেন আমরা দ্বীনের

৩. বুখারী হা/১২০; মিশকাত হা/২৭১।
৪. আহমাদ হা/১০৪২৫; তিরমিযী হা/২৬৪৯ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২৩।
৫. নাসাঈ হা/৪২০৯; তিরমিযী হা/২১৭৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৭০৫; ছহীহুল জামে' হা/১১০০।
৬. আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; মিশকাত হা/২১২।
৭. বুখারী হা/৩১৪৯; মুসলিম হা/১০৫৭; মিশকাত হা/৫৮০৩।
৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৮৮; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৫১৪৭; যঈফাহ হা/১৩৪১।
৯. বুখারী হা/২৭৩১-৩২; আহমাদ হা/১৮৯৩০।

ব্যাপারে ছাড় দেব এবং ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ এখনো আমাদের ও তাদের মাঝে কোনরূপ ফায়ছালা করেননি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِى اللهُ أَبَدًا– 'হে ইবনুল খাত্ত্বাব! আমি আল্লাহ্র রাসূল। কখনোই আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করবেন না'।[১০] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِي رَبِّي، وَهُوَ نَاصِرِيْ– 'আমি আল্লাহ্র রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি না। তিনিই আমার সাহায্যকারী'। তখন ওমর বললেন, أَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ، فَنَطُوفُ بِهِ؟ 'আপনি কি আমাদের বলেননি যে, সত্বর আমরা আল্লাহ্র ঘরে গমন করব ও তাওয়াফ করব'? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তবে আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে, আমরা এবছরই সেটা করব'? ওমর বললেন, না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَإِنَّكَ تَأْتِيْهِ، فَتَطُوفُ بِهِ– 'তাহ'লে অবশ্যই তুমি আল্লাহ্র ঘরে আসবে ও ত্বাওয়াফ করবে'।[১১]

অতঃপর ওমরাহ থেকে হালাল হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে স্ব স্ব পশু কুরবানী করতে বললেন। তিনি পরপর তিনবার একথা বললেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। তখন রাসূল (ছাঃ) স্ত্রী উম্মে সালামাহ্র কাছে গিয়ে বিষয়টি বললেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি এটা চাইলে সোজা বেরিয়ে যান ও কাউকে কিছু না বলে নিজের উটটি নহর করুন। অতঃপর নাপিত ডেকে নিজের মাথা মুণ্ডন করুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাই করলেন। তখন সবাই উঠে দাঁড়ালো ও স্ব স্ব কুরবানী সম্পন্ন করল। অতঃপর কেউ মাথা মুণ্ডন করল, কেউ চুল ছাঁটলো' *(বুখারী হা/২৭৩২)*। স্ত্রী উম্মে সালামাহ্র দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে খুবই ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়।

(৩) একদিন ওমর (রাঃ)-এর স্ত্রী তাকে বললেন, আপনি কি জানেন আপনার কন্যা হাফছা তার স্বামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছে? একথা শুনে ওমর (রাঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং চাদর গায়ে দিয়ে সোজা হাফছার গৃহে চলে যান। অতঃপর তাকে বলেন, হে হাফছা! তুমি কি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিতর্ক করেছ যেজন্য তিনি সারাদিন ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন? হাফছা বললেন, আল্লাহ্র কসম আমরা তাঁর সাথে বিতর্ক করেছি। তখন ওমর বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্র প্রতিশোধ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে সাবধান করছি। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটাত্মীয়া উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ্র কক্ষে প্রবেশ করলেন ও তাঁকে একই কথা বললেন। জবাবে উম্মে সালামাহ বললেন, আপনি কি আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করবেন? ওমর বলেন, একথা আমার মনে দারুণভাবে দাগ কাটল। অতঃপর আমি আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করলাম ও তাকে বললাম, হে আবুবকরের কন্যা! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কষ্ট দিয়েছ? জবাবে আয়েশা বললেন, এতে আমার ও আপনার কি সমস্যা হে ইবনুল খাত্তাব! আপনি আপনার মেয়েকে উপদেশ দিন।[১২]

(৪) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টনের সময় বনু তামীম গোত্রের নওমুসলিম বেদুঈন হুরকূছ বিন যুহায়ের যুল-খুওয়াইছিরাহ নামক জনৈক ন্যাড়ামুণ্ড ঘন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি বলে উঠে, يَا مُحَمَّدُ اِعْدِلْ. قَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَّعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَّمْ أَكُنْ أَعْدِلُ– 'হে মুহাম্মাদ! ন্যায়বিচার করুন! জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! যদি আমি ন্যায়বিচার না করি, তবে কে ন্যায়বিচার করবে? যদি আমি ন্যায় বিচার না করি, তাহ'লে তুমি নিরাশ হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। তখন ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, دَعْنِى يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَّتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ– 'আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই! লোকেরা বলবে, আমি আমার সাথীদের হত্যা করছি। নিশ্চয় এই ব্যক্তি ও তার সাথীরা কুরআন তেলাওয়াত করে। যা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায়, যেমন শিকার হ'তে তীর বেরিয়ে যায়' *(মুসলিম হা/১০৬৩ (১৪২)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আক্বরা বিন হাবেস ও অন্যান্য নেতাদের বেশী বেশী উট দেওয়ায় আনছারের জনৈক (মুনাফিক) ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে ইঙ্গিত করে বলে, مَا أُرَادَ بِهَا وَجْهَ اللهِ، 'এর দ্বারা তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করেননি'। একথা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। যাতে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ– 'আল্লাহ মূসার প্রতি রহম করুন! এর চাইতে তাঁকে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। এরপরেও তিনি ছবর করেছিলেন' *(বুখারী হা/৪৩৩৬)*।

(ক্রমশঃ)

১০. বুখারী হা/৩১৮২; মুসলিম হা/১৭৮৫ (৯৪)।
১১. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৭২, হাদীছ ছহীহ।
১২. বুখারী হা/৪৯১৩; মুসলিম হা/১৪৭৯ (৩০)।

হকের পথে বাধা : মুমিনের করণীয়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মুমিনের দুনিয়াবী জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বরং তা কণ্টকাকীর্ণ। তার সামনে থাকে শত বাধার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তা জয় করে তাকে জান্নাতের পথে এগিয়ে যেতে হয়, বাঁচার চেষ্টা করতে হয় জাহান্নাম থেকে। তাই দুনিয়াবী জীবনের শত বাধা বিঘ্নকে সে পেরিয়ে যায় হাসিমুখে। বরণ করে নেয় হাযারো নির্যাতন-নিপীড়ন। কারণ বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে তাকে লক্ষ্যপানে পৌঁছতেই হবে। এটাই তার সতত সাধনা ও একান্ত কামনা। ফলে দুনিয়াবী কোন বাধাকে সে ভয় পায় না। মুষড়ে পড়ে না কোন প্রতিকূল পরিবেশে। কারণ তার একমাত্র লক্ষ্য জান্নাত। দুনিয়াতে মুমিন যেসব বাধার সম্মুখীন হয় এবং সে অবস্থায় তার করণীয় কি? সে বিষয়ে আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা করা হ'ল।-

১. অহংকার :

অহংকারের কারণে মানুষ হক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। কল্যাণ লাভ থেকে সে বঞ্চিত হয়। আর অহংকার হ'ল সত্যকে অবজ্ঞা করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।[১] মানব চরিত্রের দুষ্টক্ষত এই অহংকারের কারণে মানুষ হেদায়াতের আলো থেকে দূরে থাকে। হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। আল্লাহ বলেন, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ، 'এ পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে আমি তাদেরকে আমার আয়াত সমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখব। তারা আমার সমস্ত আয়াত (নিদর্শন) দেখলেও তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা হেদায়াতের পথ দেখলেও তারা সে পথে যাবে না। কিন্তু যদি ভ্রষ্টতার পথ দেখে তাহ'লে তারা সেটাই গ্রহণ করবে। এটা এ কারণে যে, তারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তারা এ থেকে উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৪৫)*।

অহংকার যে মানুষকে হক গ্রহণে বাধা দেয়, তার প্রথম উদাহরণ হ'ল ইবলীস। তাকে যখন বলা হ'ল আদমকে সিজদা কর, তখন সে অহংকার করল। আল্লাহ বলেন, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ، إِلَّا إِبْلِيْسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ، قَالَ يَاإِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ، قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ، 'তখন ফেরেশতারা সবাই একযোগে সিজদা করল। ইবলীস ব্যতীত। সে অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কোন বস্তু বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে নাকি তুমি তার চাইতে বড়দের অন্তর্ভুক্ত? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৩-৭৬)*।

ইহুদীদের অহংকারের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ، 'অতঃপর যখনই কোন রাসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন, যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যা বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ' *(বাক্বারাহ ২/৮৭)*।

মুশরিকদের উদাহরণ পেশ করে আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ، 'যখন তাদেরকে বলা হ'ত, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য দেখাত' *(ছফফাত ৩৭/৩৫)*।

কাফেরদের বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ، 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহ নিয়ে বিতর্ক করে, নিজেদের কাছে কোন প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও, তাদের অন্তরে রয়েছে কেবলি অহংকার; যা অর্জনে তারা সফল হবে না। অতএব তুমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(মুমিন ৪০/৫৬)*।

২. হিংসা-বিদ্বেষ :

হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে দুনিয়াতে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনি তার আমল নষ্ট করে দিয়ে তাকে পরকালে জাহান্নামী করে। মানুষ সাধারণত ভালোর প্রতি হিংসা করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا، 'তবে কি তারা লোকদের (মুসলমানদের) প্রতি এজন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদের কিছু দান করেছেন। আর আমরা তো ইবরাহীমের বংশধরগণকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য' *(নিসা ৪/৫৪)*।

ইবলীসের হিংসার উদাহরণ পেশ করে আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ

১. *মুসলিম হা/৯১; আবূদাঊদ হা/৪০৯২; মিশকাত হা/৫১০৮।*

خَلَقْتَ طِينًا، قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيْلًا، ‘(স্মরণ কর) যখন আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে বলল, আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? সে আরও বলল, দেখুন তো একে আপনি আমার উপরে মর্যাদা দান করলেন! অতএব যদি আপনি আমাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেন, তাহ’লে তার বংশধর সবাইকে সমূলে পথভ্রষ্ট করে ফেলব কিছু সংখ্যক ব্যতীত’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/৬১-৬২)*।

আদম (আঃ)-এর দু’পুত্রের উদাহরণ পেশ করে আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ، ‘তুমি তাদের নিকট বর্ণনা কর আদম পুত্রদ্বয়ের ঘটনা সত্য সহকারে। যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী কবুল হ’ল, কিন্তু অন্যেরটা কবুল হ’ল না। তখন সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। জবাবে অপরজন বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের আমলই কবুল করে থাকেন’ *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। এভাবে ভালোর প্রতি হিংসা আবহমান কালের। আর এই হিংসা-দ্বেষ মানুষকে হক থেকে দূরে রাখে।

৩. প্রবৃত্তির অনুসরণ :

প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হক গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। এমনকি প্রবৃত্তির অনুসরণের ফলে অনেকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ، ‘এ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহ’লে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

তিনি আরো বলেন, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ‘আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে’ *(কাহাফ ১৮/২৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ‘সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে উক্ত বিশ্বাস থেকে নিবৃত্ত না করে। তাহ’লে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে’ *(ত্বোয়াহা ২০/১৬)*। অতএব প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষ হক গ্রহণ করতে পারে না।

৪. আল্লাহ ব্যতীত সৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরা :

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে কোন মানুষকে কিংবা পূর্ব পুরুষকে আঁকড়ে ধরা বা তাদের আচার-আচরণের অনুসারী হ’লে হক পথ থেকে বিচ্যুত হ’তে হয়। কারণ মানুষের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসাবে তাদেরকে আল্লাহ কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন তাঁর নবী-রাসূলের মাধ্যমে। সুতরাং কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন সৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরলে পথভ্রষ্ট হবে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ، ‘আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তাই-ই যথেষ্ট, যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান রাখত না বা তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না’ *(মায়েদাহ ৫/১০৪)*।

এভাবে মানুষ পূর্বপুরুষের অনুসরণ করে নবী-রাসূলগণের অনুসরণ করে না। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّيْنَ، فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُوْنَ، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ، ‘তারা তাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছিল পথভ্রষ্ট রূপে। ফলে তারা তাদের পদাংক অনুসরণের প্রতি দ্রুত ধাবিত ছিল। তাদের পূর্বেকার অধিকাংশ পূর্বসূরিগণ বিপথগামী ছিল’ *(ছাফফাত ৩৭/৬৯-৭১)*।

আর বংশধররা স্বাভাবিকভাবে তাদের পূর্বসূরিদের পাপকর্মের অনুসরণ করে থাকে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ، ‘যখন তারা কোন অশ্লীল কর্ম করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের এরূপ করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদের এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলে দাও যে, আল্লাহ কখনো অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যা তোমরা জান না’? *(আ‘রাফ ৭/২৮)*।

কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের শিরকেরও অনুসরণ করে থাকে পরবর্তী বংশধররা। আল্লাহ বলেন, إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ، قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ، ‘যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, এই মূর্তিগুলি কী, যাদের পূজায় তোমরা রত আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজারী হিসাবে পেয়েছি’ *(আম্বিয়া ২১/৫২-৫৩)*। বংশধররা পূর্ববর্তীদের কর্মের

অনুসারী হয়। আল্লাহ বলেন, قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ، ‘তারা বলল, না। তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি তারা এরূপই করত’ *(শু‘আরা ২৬/৭৪)*।

অপরদিকে কোন ধর্মগুরু বা আলেমের অন্ধ অনুসরণ মানুষকে হক থেকে ফিরিয়ে রাখে। আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ، ‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদেরকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে’ *(তওবা ৯/৩১)*। অন্যত্র পাপীদের বক্তব্য উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَقَالُوْا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا، ‘তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম। অতঃপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা অভিশাপ দাও’ *(আহযাব ৩৩/৬৭-৬৮)*।

অনুরূপভাবে মানুষ হক ব্যতিরেকে সৃষ্টির অনুসরণে গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ি করে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি, বংশ-গোত্র, এলাকা ও মাযহাব ইত্যাদির অন্ধ অনুসরণ করার ফলে হক গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ، ‘যে ব্যক্তি লোকেদেরকে গোত্রবাদের দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রবাদে উন্মত্ত হয়ে ভ্রষ্টতার পতাকাতলে যুদ্ধ করে নিহত হ’লে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল’।[২]

৫. আত্মসম্মান ও আত্মগর্ব :

আত্মসম্মান ও আত্মঅহংকার হক গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، ‘আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার মর্যাদার অহংকার তাকে পাপে স্ফীত করে তোলে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিশ্চিতভাবেই সেটা নিকৃষ্টতম ঠিকানা’ *(বাক্বারাহ ২/২০৬)*। আত্মগর্বই মক্কার কুরাইশদেরকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রেখেছিল। আল্লাহ বলেন, إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، ‘যখন কাফেরদের অন্তরে ছিল জাহেলিয়াতের উত্তেজনা’ *(ফাতাহ ২/২০৬)*। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের অহংকার। জাহেলী অহমিকা আবু জাহল, ওৎবাহ, শায়বাহ সহ কুরাইশ নেতাদেরকে হক থেকে দূরে রেখেছিল। বর্তমানেও অনেক নেতাকে হক থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে তাদের আত্ম অহমিকা।

৬. নিফাক বা কপটতা :

নিফাক বা কপটতা এমন এক দোষ, যার কারণে মানুষের ভিতর ও বাহির থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাহ্যিক চাল-চলন তার সুন্দর হ’লেও অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড থাকে কলুষিত। এই মানসিকতা তাকে হক থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا، ‘যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন তুমি কপট বিশ্বাসীদের দেখবে যে, তারা তোমার থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নেবে’ *(নিসা ৪/৬১)*। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। মুসলমানদের সাথে সে ছালাত-ছিয়াম আদায় করলেও, সে ইসলাম থেকে ছিল বহু যোজন দূরে। বর্তমানেও অনেক তথাকথিত আলেম ও কপট বিশ্বাসীকে হক থেকে দূরে রাখছে তাদের অন্তরের নিফাক বা কপটতা।

৭. ক্রোধ-রাগ :

মানুষের ভিতরের ক্রোধ অনেক সময় তাকে হক থেকে দূরে রাখে। অন্তরের এ ব্যাধির কারণে সে হক থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, সুলায়মান ইবনু ছুরাদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত,

اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوْسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنِّى لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنِّىْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ.

‘একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখেই দু’ব্যক্তি গালাগালি করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই উপবিষ্ট ছিলাম, তাদের একজন অপরজনকে এত রেগে গিয়ে গালি দিচ্ছিল যে, তার চেহারা রক্তিম হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি একটি কালিমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ত, তবে তার রাগ দূর হয়ে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি ‘আঊযু বিল্লা-হি মিনাশশাইত্ব-নির রাজীম’ পড়ত। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, নবী করীম (ছাঃ) কী বলেছেন, তা কি তুমি শুনছ না? সে বলল, আমি নিশ্চয়ই পাগল নই’।[৩] অর্থাৎ তার রাগ তাকে রাসূলের নির্দেশ পালন থেকে বিরত রাখল। এভাবে মানব মনের সীমাহীন ক্রোধ তাকে অন্ধ করে দেয়। ফলে তা তাকে হক থেকে বিরত রাখে।

২. *মুসলিম হা/১৮৪৮; নাসাঈ হা/৪১১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৮; ছহীহাহ হা/৪৩৩, ৯৮৩।*

৩. *বুখারী হা/৬১১৫, ৩২৮২; মিশকাত হা/২৪১৮।*

৮. অসৎ সঙ্গী-সাথী :

মানুষ সঙ্গী-সাথীর কর্মকাণ্ড দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، 'মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে'।[৪] সঙ্গী-সাথী তাকে অনেক ক্ষেত্রে সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। যা সে ইহকালে বুঝতে পারে না। অবশেষে পরকালে যখন সে বুঝতে পারবে তখন শুধু আফসোস ব্যতীত কোন উপায় থাকবে না। আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَالَيْتَنِيْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا، يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا، لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا، 'যালেম সেদিন নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম। হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শয়তান মানুষের জন্য পথভ্রষ্টকারী' *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৯)*।

অসৎ বন্ধুর খারাপ পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. 'সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হ'ল, কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে কিংবা তুমি তার নিকট হ'তে দুর্গন্ধ পাবে'।[৫]

৯. ক্ষমতা, সম্মান ও অনুসারী হারানোর ভয় :

ক্ষমতা, জনবল ও অনুসারীদের হারানোর ভয়ে অনেক ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দ বা ক্ষমতাশীন লোকজন হক গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকে। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) রোম সম্রাট হিরাকলের কাছে পত্র প্রেরণ করলে তিনি রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে জানার জন্য তখন সিরিয়ায় অবস্থানকারী আবু সুফিয়ানকে দরবারে ডেকে এনে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। আবু সুফিয়ানের উত্তর শুনে তিনি বলেন, 'তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহ্র ইবাদত করা ও তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুর অংশীদার স্থাপন না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মূর্তিপূজা করতে আর তোমাদের আদেশ করেন ছালাত আদায় করতে, সত্য বলতে ও সচ্চরিত্র অবলম্বন করতে। তুমি যা বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এ দু'পায়ের নীচের জায়গার অধিকারী হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে। কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য হ'তে হবেন, এ কথা ভাবতে পারিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট সহ্য করে নিতাম। আর আমি যদি তাঁর নিকট থাকতাম, তবে অবশ্যই তাঁর দু'খানা পা ধৌত করে দিতাম। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সেই পত্রখানি আনার নির্দেশ দিলেন, যা তিনি দিহইয়াতুল কালবী (রাঃ)-কে দিয়ে বছরার শাসকের মাধ্যমে হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা পড়লেন। তাতে (লেখা) ছিল-

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম (পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে)। আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সকল প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে।

'হে আহলে কিতাব! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তা হ'ল, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করি, কোন কিছুকেই যেন তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ না করে আল্লাহকে ত্যাগ করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলিম' *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*।

আবূ সুফিয়ান বলেন, হিরাক্লিয়াস যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, চীৎকার ও হৈ-হল্লা চরমে পৌঁছল এবং আমাদেরকে বের করে দেয়া হ'ল। আমাদেরকে বের করে দিলে আমি আমার সাথীদের বললাম, আবূ কাবশার ছেলের বিষয় তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনূ আসফার (রোম)-এর বাদশাহও তাকে ভয় পাচ্ছে! তখন থেকে আমি বিশ্বাস রাখতাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করলেন।

ইবনু নাতূর ছিলেন যেরুযালেমের শাসনকর্তা এবং হিরাক্লিয়াসের বন্ধু ও সিরিয়ার খৃস্টানদের পাদ্রী। তিনি বলেন, হিরাক্লিয়াস যখন যেরুযালেম আসেন, তখন একদা তাঁকে অত্যন্ত মলিন দেখাচ্ছিল। তাঁর একজন বিশিষ্ট সহচর বলল, আমরা আপনার চেহারা আজ এত মলিন দেখছি। ইবনু নাতূর বলেন, হিরাক্লিয়াস ছিলেন জ্যোতির্বিদ, জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের বললেন, আজ রাতে আমি তারকারাজির দিকে

৪. *আবূদাঊদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহাহ হা/৯২৭।*
৫. *বুখারী হা/৫৫৩৪, ২১০১; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০।*

তাকিয়ে দেখতে পেলাম, খতনাকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান যুগে কোন জাতি খাতনা করে? তারা বলল, ইহূদী জাতি ব্যতীত কেউ খাতনা করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আপনার রাজ্যের শহরগুলোতে লিখে পাঠান, তারা যেন সেখানকার সকল ইহূদীকে হত্যা করে ফেলে। তারা যখন এ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন হিরাক্লিয়াসের নিকট জনৈক ব্যক্তিকে হাযির করা হ'ল, যাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিল। সে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছিল। হিরাক্লিয়াস তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে বললেন, তোমরা একে নিয়ে গিয়ে দেখ, তার খাতনা হয়েছে কি-না। তারা তাকে নিয়ে গিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল, তার খাতনা হয়েছে।

হিরাক্লিয়াস তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে জওয়াব দিল, তারা খাতনা করে। অতঃপর হিরাক্লিয়াস তাদের বললেন, ইনি [আল্লাহ্র রাসূল] এ উম্মতের বাদশাহ। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। অতঃপর হিরাক্লিয়াস রোমে তাঁর বন্ধুর নিকট লিখলেন। তিনি জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। পরে হিরাক্লিয়াস হিমসে চলে গেলেন। হিমসে থাকতেই তাঁর নিকট তাঁর বন্ধুর চিঠি এলো, যা নবী করীম (ছাঃ)-এর আবির্ভাব এবং তিনিই যে প্রকৃত নবী, এ ব্যাপারে হিরাক্লিয়াসের মতকে সমর্থন করেছিল। তারপর হিরাক্লিয়াস তাঁর হিমসের প্রাসাদে রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সকল দরজা বন্ধ করার আদেশ দিলে দরজা বন্ধ করা হ'ল। অতঃপর তিনি সম্মুখে এসে বললেন, হে রোমের অধিবাসী! তোমরা কি মঙ্গল, হিদায়াত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও? তাহ'লে এই নবীর বায়'আত গ্রহণ কর। এ কথা শুনে তারা বন্য গাধার ন্যায় দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ দেখতে পেল।

হিরাক্লিয়াস যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, ওদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। তিনি বললেন, আমি একটু পূর্বে যে কথা বলেছি, তার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপর কতটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা করছিলাম। এখন তা দেখে নিলাম। একথা শুনে তারা তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হ'ল। এটাই ছিল হিরাক্লিয়াসের সর্বশেষ অবস্থা।[৬]

এভাবে যুগে যুগে মানুষ সম্মান, প্রতিপত্তি ও রাজত্ব হারানোর ভয়ে হককে বুঝতে পেরেও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আজো করছে।

১০. ভ্রান্ত আবেগ-অনুভূতি :

মানুষের ভিতরের ভুল আবেগ-অনুভূতি ও ভ্রান্ত চেতনা তাকে হক গ্রহণে বাধা দেয়। যেমন হাদীছে এসেছে, সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহ.) স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'লে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার নিকট আসলেন। তিনি সেখানে আবূ জাহল ইবনু হিশাম ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ উমাইয়া ইবনে মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন।

(রাবী বলেন) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আবূ তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান! 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' কালিমা পাঠ করুন, তাহলে এর অসীলায় আমি আল্লাহ্র সমীপে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতে পারব। আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ উমাইয়া বলে উঠল, ওহে আবূ তালিব! তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হ'তে বিমুখ হবে? অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার নিকট কালিমা পেশ করতে থাকেন, আর তারা দু'জনও তাদের উক্তি পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। অবশেষে আবূ তালিব তাদের সামনে শেষ কথাটি যা বলল, তা এই যে, সে আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল রয়েছে, সে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করল।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! তবুও আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা হ'তে নিষেধ করা হয়'।[৭] এভাবে ভ্রান্ত আবেগ মানুষকে হক গ্রহণ থেকে বিরত রাখে।

১১. অজ্ঞতা ও মূর্খতা :

কোন বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষকে সে বিষয়ের ভাল-মন্দ দিক সম্পর্কে বাছ-বিচার করা থেকে এবং তা গ্রহণ-বর্জনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দেয়। তাই জ্ঞানার্জন করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত হয়। হক-বাতিলের পার্থক্য করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। আর এই জ্ঞান না থাকলে মানুষ হককেও বাতিল জ্ঞান করে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন আল্লাহ বলেন, بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيْنَ، 'বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, যে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং যার কোন ব্যাখ্যাও তাদের কাছে এখনো আসেনি। এমনিভাবে তাদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যারোপ করেছিল। অতএব তুমি দেখ ঐসব যালেমদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল' *(ইউনুস ১০/৩৯)*।

তিনি আরো বলেন, وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيْمٌ، 'আর কাফেররা মুমিনদের বলে, যদি এটা ভাল হ'ত, তাহ'লে তারা আমাদের আগে এটা গ্রহণ করতে পারত না। (আল্লাহ বলেন,) যেহেতু তারা এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, সেহেতু ওরা এখন বলবে, এটা সেই পুরানো মিথ্যা বৈ কিছু নয়' *(আহক্বাফ ৪৬/১১)*।

---

৬. *বুখারী হা/৭, ৪৫৫৩; মুসলিম হা/১৭৭৩; মিশকাত হা/৫৮৬১।*

৭. *বুখারী হা/১৩৬০; মুসলিম হা/২৪।*

১২. ভীরুতা-কাপুরুষতা :

ভীরুতা-কাপুরুষতা মানুষকে হক থেকে ফিরিয়ে রাখে। মানুষের ভয়, সমাজের ভয় ও লোকলজ্জার ভয় ইত্যাদি কারণে মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে রাখে এবং হক থেকে ফিরিয়ে রাখে। অথচ কেবল আল্লাহভীতি মানুষকে হক গ্রহণে সহায়তা করে। যার কারণে আল্লাহ মুত্তাক্বী ও পরহেযগার মানুষের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيْبًا، ‘যারা আল্লাহ্র রিসালাত প্রচার করত ও তাঁকে ভয় করত। আল্লাহ ব্যতীত তারা অন্য কাউকে ভয় করত না। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট’ *(আহযাব ৩৩/৩৯)*।

শক্তিশালী মুমিনের প্রশংসা করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، ‘শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়’।[৮]

রাসূল (ছাঃ) ভীরুতা-কাপুরুষতা হ’তে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি এভাবে দো‘আ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، ‘হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের বোঝা ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি’।[৯]

যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা যে কোন মূল্যে হক গ্রহণে তৎপর হয়। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে ভয় করে না, তারা হক গ্রহণ করতে পারে না।

[ক্রমশঃ]

৮. মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯; মিশকাত হা/৫২৯৮।

৯. বুখারী হা/২৮৯৩, ৫৪২৫; আবূ দাউদ হা/১৫৫৫।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

নিয়মিত প্রকাশনার ২৪ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০২১ -এর জন্য
লেখা আহ্বান
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
৩০ জানুয়ারী ২০২১

তাবলীগী ইজতেমা ২০২১ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

তালীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(২য় কিস্তি)

দাড়ির ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর আমল :

রাসূল (ছাঃ)-এর মুখভরা ও লম্বা দাড়ি ছিল। তিনি মাঝে-মধ্যে দাড়ি আঁচড়াতেন। وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ 'তিনি অধিক ঘন দাড়ির অধিকারী ছিলেন'।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, عَظِيمَ اللِّحْيَةِ 'তিনি লম্বা দাড়ির অধিকারী ছিলেন'।[২] একটি বর্ণনায় এসেছে, كَثُّ اللِّحْيَةِ 'ঘন দাড়ি ছিল'।[৩] আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ছিফাত বর্ণনা করে বলেন, বেশী খাটোও ছিলেন না, বেশী লম্বাও ছিলেন না, মাথা ও দাড়ি ছিল দীর্ঘ।[৪]

রাসূল (ছাঃ)-এর দাড়ি এত ঘন ও লম্বা ছিল যে, তিনি তার দাড়ি খেলাল করতেন। হাসসান ইবনু বিলাল (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ)-কে দেখলাম তিনি ওযূ করার সময় দাড়ি খিলাল করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি দাড়ি খিলাল করছেন? তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) কে আমি দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি। সুতরাং আমি তা থেকে বিরত থাকব কেন?[৫] ওছমান (রাঃ) বলেন, كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ 'রাসূল (ছাঃ) দাড়ি খিলাল করতেন'।[৬] রাসূল (ছাঃ)-এর দাড়ির দৈর্ঘ্য এত বেশী ছিল যে, তিনি যখন তেলাওয়াত করতেন তখন ছাহাবায়ে কেরাম পিছন থেকে তার দাড়ি নড়ার কারণে তেলাওয়াতের বিষয়টি বুঝতে পারতেন। আবু মা'মার (রহঃ) বলেন, আমরা খাব্বাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি যোহর ও আছরের ছালাতে ক্বিরাআত পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি করে বুঝতে পারতেন? তিনি বললেন, بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ 'তাঁর দাঁড়ির নড়াচড়া দেখে'।[৭]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, قَدْ مَلأَتْ لِحْيَتُهُ مِنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ حَتَّى كَادَتْ تَمْلأُ نَحْرَهُ، 'তার দাড়ি এই থেকে এই পর্যন্ত ছিল। প্রায় তার বুক ভরে যেত'।[৮] অন্য বর্ণনায় وكانت لحيته قد ملات من هاهنا إلى هاهنا وأمر يديه على عارضيه 'তাঁর দাড়ি এখান থেকে ঐ পর্যন্ত ভরে গিয়েছিল। তিনি দুই হাত দ্বারা দুই গালের উপর হাত ফিরালেন'।[৯] উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূল (ছাঃ)-এর লম্বা দাড়ি ছিল। তিনি দাড়ি কাট-ছাঁট করতেন না। তবে তিনি দাড়িকে পরিপাটি রাখার জন্য আচড়াতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, كان يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء 'তিনি অধিকহারে মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং পানি দিয়ে দাড়ি পরিপাটি করতেন'।[১০] তিনি তার দাড়িকে চিরুনী দিয়েও পরিপাটি করতেন।[১১]

দাড়ির ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল :

দাড়ি রাখা এমন একটি প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সকল ছাহাবী তা রাখতেন। কোন একজন ছাহাবী দাড়ি মুণ্ডন করেছেন মর্মে কোন ঘটনা বর্ণিত হয়নি। বরং ইহূদী, নাছারা, মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের দাড়ি মুণ্ডন করা দেখে তিনি এর চরম বিরোধিতা করেছেন এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে দাড়ি রাখার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। সেজন্য সকল ছাহাবী দাড়ি রাখতেন।

আবুবকর (রাঃ)-এর দাড়ি : আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) হালকা-পাতলা গড়নের ও সাদা রঙের মানুষ ছিলেন। তার দাড়িও ছিল হালকা-পাতলা। বরং তার মুখমণ্ডলের দুই পার্শ্বের দাড়ি ছিল অতি পাতলা।[১২] তবে তিনি এই পাতলা দাড়িতেও মেহেদী ব্যবহার করতেন। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ خَضَبَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ– 'আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) তার দাড়িকে মেহেদী ও কাতাম ঘাস দ্বারা রঞ্জিত করতেন'।[১৩]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর দাড়ি :

ওমর (রাঃ)-এর গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, টাক মাথা, গণ্ডদেশ গোশতহীন, ঘন দাড়ি এবং শরীর দীর্ঘাকৃতির ছিল। হাযার মানুষের মধ্যেও তাঁকেই সবার চেয়ে লম্বা দেখা যেত। আবু রাজা' আল-আতারেদী (রহঃ) বলেন, كَانَ عُمَرُ طَوِيلاً جَسِيماً أَصْلَعَ شَدِيدَ الْحُمْرَةِ كَثِيرَ السَبَلَةِ 'ওমর (রাঃ) লম্বা, স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও প্রচুর দাড়ির অধিকারী ছিলেন'।[১৪] তিনি তাঁর লম্বা দাড়িতে কাতাম ঘাস দ্বারা মেহেদী লাগাতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا، 'ওমর (রাঃ) কেবল মেহেদী দ্বারা দাড়ি রঞ্জিত করতেন'।[১৫]

---

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *মুসলিম হা/২৩৪৪; মিশকাত হা/৫৭৭৯।*
২. *আহমাদ হা/৯৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৪৮২০।*
৩. *বুখারী হা/৩৩৪৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪।*
৪. *আহমাদ হা/৭৪৬; মিশকাত হা/৫৭৯০, সনদ ছহীহ।*
৫. *তিরমিযী হা/২৯, সনদ ছহীহ।*
৬. *তিরমিযী হা/৩১; মিশকাত হা/৪০৯, সনদ ছহীহ।*
৭. *বুখারী হা/৭৪৬; আবূদাঊদ হা/৮০১; ইবনু মাজাহ হা/৮২৬।*
৮. *মুসানাদে আহমাদ হা/৩৪১০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪০১৯; ইবনু শাব্বাহ, তারীখুল মাদীনাহ, হায়ছামী বলেন, রাবীগণ ছহীহ।*
৯. *ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক ৩/২৭৮।*
১০. *ছহীহাহ হা/৭২০, সনদ হাসান।*
১১. *মিশকাত হা/৪৪৪৮; ছহীহাহ হা/৫০১।*
১২. *তারীখুত তাবারী ৩/৪২৪; তাজুল আরূস ১৮/৩৮৫।*
১৩. *বুখারী হা/৩৯১৯; মিশকাত হা/৪৪৭৮।*
১৪. *ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক ৪৪/১৭।*
১৫. *মুসলিম হা/২৩৪১; মিশকাত হা/৪৪৭৮।*

ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর দাড়ি : ওছমান (রাঃ) ছিলেন মধ্যমাকৃতির সুঠাম দেহের মানুষ। তার ছিল মেদহীন দেহ, ঘন দাড়ি, উজ্জ্বল ফর্সা, ঘন কেশ, বুক ও কোমর চওড়া, কান পর্যন্ত ঝোলানো যুলফি, পায়ের নলা মোটা, পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদি রঙের দাড়ি এবং স্বর্ণখচিত দাঁত। তাঁর দাড়ির বর্ণনায় আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বলেন, طَوِيلَ اللِّحْيَةِ، حَسَنَ الوَجْهِ 'তিনি সুন্দর চেহারা ও লম্বা দাড়ির অধিকারী ছিলেন'।[১৬] হাদীছে এসেছে, كَانَ عُثْمَانُ، إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، 'ওছমান (রাঃ) যখন কোন কবরের সামনে দাঁড়াতেন তখন খুবই কাঁদতেন এমনকি তাঁর দাড়ি ভিজে যেত।[১৭]

আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ)-এর দাড়ি : আলী (রাঃ)-এর লম্বা ও ঘন দাড়ি ছিল। তিনি মাঝে-মধ্যে খেযাব লাগাতেন। আবার কখনো খেযাব পরিহার করতেন।[১৮] তার দাড়ির বর্ণনা দিয়ে তাবেঈ শা'বী (রহঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ رَجُلاً قَطُّ أَعْرَضَ لِحْيَةً مِنْ عَلِيٍّ ، قَدْ مَلأَتْ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ بَيْضَاء 'আমি আলী (রাঃ) অপেক্ষা লম্বা দাড়ি অন্য কারো দেখিনি। তার সাদা দাড়িতে দুই কাঁধের মধ্য তথা বুক ভরে যেত'।[১৯]

অন্যান্য ছাহাবীর দাড়ির ব্যাপারে ওছমান বিন ওবায়দুল্লাহ বিন রাফে' বলেন যে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী, জাবের, ইবনু ওমর, সালামা বিন আকওয়া', আবু উসায়েদ বাদরী, রাফে' বিন খাদীজ ও আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে দেখেছেন যে, يَأْخُذُونَ مِنَ الشَّوَارِبِ كَأَخْذِ الحَلْقِ وَيَعْفُونَ اللِّحَى، 'তাঁরা প্রায় মুণ্ডন করার মত গোঁফ ছোট করতেন ও দাড়ি নিজ অবস্থায় রেখে দিতেন'।[২০]

শুরাহ্বীল বিন মুসলিম আল-খাওলানী বলেন, رَأَيْتُ خَمْسَةَ نَفَرٍ قَدْ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ، وَيَعْفُونَ لِحَاهُمْ وَيُصَفِّرُونَهَا، أَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِيّ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ المَازِنِيّ، وعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيّ، والمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِيّ، وَالحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثُمَالِيّ، 'আমি পাঁচ জনের একদল ছাহাবীকে দেখেছি যাদের প্রত্যেকে গোঁফ মুণ্ডনের মত ছোট করতেন ও দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিতেন এবং মেহেদী দ্বারা হলুদ রং করতেন। তারা হ'লেন, আবু উমামাহ আল-বাহেলী, আব্দুল্লাহ বিন বুসর আল-মাযেনী, ওৎবা বিন আবদ্ আস-সুলামী, মিকদাদ বিন মা'দিকারিব আল-কিন্দী ও হাজ্জাজ বিন আমের আছ-ছামালী।[২১] এই ধরনের আমলের কথা ইবনু ওমর ও আবু হুরায়রাসহ প্রখ্যাত সকল ছাহাবীর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।[২২] আর অন্যান্য ছাহাবীর ব্যাপারে এর বিপরীত বর্ণনা না থাকায় ধরে নেওয়া যায় যে, সকল ছাহাবী দাড়ি রাখতেন ও গোঁফ ছোট করতেন।

দাড়ি রাখা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের অভিমত :

দাড়ি পুরুষদের সৌন্দর্যের প্রতীক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা নারী ও পুরুষদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। দাড়ি মুণ্ডন করা জায়েয এমন ধারণা কোন ছাহাবীর মধ্যে ছিল না। তাঁরা প্রত্যেকে দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিতেন। সেজন্য দেখা যায় পরবর্তীতে সকল বিদ্বান দাড়ি রাখাকে ওয়াজিব ও মুণ্ডন করাকে হারাম বলেছেন। ইসলামের পঞ্চম খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলতেন, وإن حلق اللحية مثلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، 'দাড়ি মুণ্ডন করা অঙ্গহানি করার শামিল। আর রাসূল (ছাঃ) অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন।[২৩] অন্যত্র এসেছে, ওমর বিন আব্দুল আযীয তার গভর্নরের নিকটে এক পত্রে লিখেন, فَإِيَّاكَ وَالْمُثْلَةَ: جَزُّ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، 'তুমি অবশ্যই দাড়ি মুণ্ডনের মাধ্যমে অঙ্গহানি করা থেকে বিরত থাকবে। চুল ও দাড়ি রেখে দিবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) অঙ্গহানি থেকে নিষেধ করেছেন'।[২৪]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك، 'পারসিকদের অভ্যাস ছিল দাড়ি মুণ্ডন করা, যা থেকে শরী'আত নিষেধ করেছে'।[২৫]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَيَحْرُمُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ 'দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম'।[২৬] তিনি অন্যত্র বলেন, ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد، 'দাড়ি রাখার ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীছ বর্ণিত হওয়ায় তা মুণ্ডন করা হারাম। আর এটিকে কেউ বৈধ বলেননি'।[২৭] তিনি আরো বলেন, فَأَمَّا حَلْقُهَا فَمِثْلُ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَأَشَدُّ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُثْلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، 'দাড়ি মুণ্ডন করা

১৬. *হাকেম হা/৪৫৩২; ছহীহুত তারগীব হা/২০৮৪,৩৩০০।*
১৭. *তিরমিযী হা/২৩০৮; মিশকাত হা/১৩২; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫৫০।*
১৮. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩/৬২৩; তারীখুল খামীস ২/২৭৫।*
১৯. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৫৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪৫৯০।*
২০. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/৬৬৮; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৮৪৭, সনদ ছহীহ।*
২১. *শু'আবুল ঈমান হা/৬০৩২; ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক হা/৮৭৫৪।*
২২. *শু'আবুল ঈমান হা/৬০৩১।*
২৩. *ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক ১৯/৫৩৩; আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২১১ পৃ.।*
২৪. *ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক হা/৫২০৭; আব্দুল জাব্বার খাওলানী, তারীখুত দারিয়া ৮৫ পৃ.।*
২৫. *শারহু মুসলিম ৩/১৪৯।*
২৬. *আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩০২; আল-ইখতিয়ারাত ৩৮৮ পৃ.।*
২৭. *আশরাফ বিন ইবরাহীম কাত্বকাত্ব, আল-কুরআনুল মুবীন ১/৪৬৫।*

নারীদের মাথা মুণ্ডন করার মত। বরং তার থেকেও মারাত্মক। কারণ এটি অঙ্গহানির শামিল, যা নিষেধ এবং হারাম'।[২৮]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, لاَ يَجُوزُ حَلْقُهَا ولا قَصُّهَا ولاَ نَتْفُهَا، 'দাড়ি মুণ্ডানো, উঠানো বা কর্তন করা কোনটাই জায়েয নয়'।[২৯]

ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, واتَّفَقُوا أنَّ حَلْقَ جَمِيعِ اللِّحْيَةِ مُثْلَةٌ لاَ تَجُوزُ، 'পুরো দাড়ি মুণ্ডন করা অঙ্গহানি, যা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে'।[৩০] অন্যত্র তিনি বলেন, الْإِجْمَاعَ أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ 'গোঁফ ছোট করা ও দাড়ি লম্বা করা ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' রয়েছে।[৩১] ইমাম মারদাভী (রহঃ) দাড়ি রাখার হাদীছগুলো উল্লেখ করার পর বলেন, وَهَذِهِ الصِّيَغَةُ تَقْتَضِي عِنْدَ أَصْحَابِنَا التَّحْرِيمَ، 'আমাদের সাথীদের নিকট দাড়ি কাটার ব্যাপারে বর্ণিত শব্দগুলো তা হারাম হওয়ার দাবী রাখে'।[৩২]

মালেকী বিদ্বান ইবনুল কাত্তান বলেন, واتفقوا أن حلق [جميع] اللحية مثلة لا تجوز، 'পুরো দাড়ি মুণ্ডন করা অঙ্গহানির শামিল, যা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে ঐক্য রয়েছে।[৩৩]

মালেকী বিদ্বান ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, وَيَحْرُمُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال، 'দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। আর এটা কেবল পুরুষ হিজড়ারা করে থাকে'।[৩৪]

হানাফী বিদ্বান ইবনুল আবেদীন বলেন, অনারব অগ্নীপূজকদের ন্যায় দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম।[৩৫]

হানাফী বিদ্বান ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُوْنَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، 'এক মুষ্ঠির নীচে দাড়ির কিছু অংশ কাটা যেমন কিছু পশ্চিমা ও পুরুষ হিজড়ারা করে থাকে তা কেউ বৈধ বলেননি'।[৩৬]

হানাফী ফিক্বাহ 'আদ-দুর্রুল মুখতার' গ্রন্থে বলা হয়েছে, يحرم على الرجل قطع لحيته 'পুরুষের জন্য তার দাড়ি কর্তন করা হারাম'।[৩৭]

হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতা হানাফী বিদ্বান মারগিনানী বলেন, حلق شعر الرأس في حق المرأة مُثلَة كحلق اللحية في حق الرجل 'নারীদের ক্ষেত্রে মাথার চুল মুণ্ডন করা অঙ্গহানি, যেমন পুরুষদের দাড়ি মুণ্ডন করা অঙ্গহানি'।[৩৮]

আল্লামা কান্ধালভী বলেন, ولا يرتاب مرتابٌ في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية 'দাড়ি মুণ্ডনের মধ্যে যে নারীদের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে এতে কোন সন্দেহ পোষণকারীও সন্দেহ করবে না'।[৩৯]

আল্লামা সিন্ধী বলেন, মহাসত্যবাদী রাসূল (ছাঃ) সংবাদ দিয়েছেন যে, أن حلق اللحى من عادات المشركين، فيجب على المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصدَّقُوه المخالفة لهم وعدمُ التشبه بهم، فإنه ورد في ذلك وعيد شديدٌ عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ : من تشبه بقوم فهو منهم" 'দাড়ি মুণ্ডন করা মুশরিকদের অভ্যাস। সুতরাং যে সকল মুসলিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাকে সত্য নবী হিসাবে বিশ্বাস করে তাদের জন্য আবশ্যক হ'ল তাদের বিরোধিতা করা ও তাদের সাথে সাদৃশ্য পোষণ না করা। কেননা এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) থেকে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে। তিনি বলেন, 'যে তাদের সাথে সাদৃশ্য পোষণ করল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত'।[৪০]

আল্লামা তুরবেশতী (রহঃ) বলেন, قصُّ اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومَنْ لا خَلاق له في الدين من الفِرَق الكافرة، طَهَّرَ الله حَوْزَةَ الدين منهم، 'দাড়ি মুণ্ডন করা অনারবদের কাজ, যা বর্তমানে আফ্রিকা ও হিন্দুস্তানের বহু মুশরিকদের ও বেদ্বীন কাফির মতবাদের ধর্মীয় শে'আরে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তাদের থেকে দ্বীনের সীমারেখাকে পবিত্র রাখুন'।[৪১]

---

২৮. *শারহুল উমদাহ ১/২৩৬।*
২৯. *আল-মুফহাম ৩/১৩৯।*
৩০. *ইবনু হাযম, মারাতিবুল ইজমা' ১/১৫৭।*
৩১. *মারদাভী, আল-ফুরূ' ১/১৫১।*
৩২. *মারদাভী, আল-ফুরূ' ১/১৫২।*
৩৩. *আল-ইকনা' ফী মাসায়িলিল ইজমা' ২/২৯৯।*
৩৪. *আত-তাহমীদ ২৪/১৪২-১৪৭; আবু আব্দির রহমান, ই'ফাউল লিহইয়া ১২ পৃ:, 'তাহরীমু হালকিল লিহইয়া' বই।*
৩৫. *রাদ্দুল মুহতার ৭/৪৭৫।*
৩৬. *ফাৎহুল কাদীর ৪/৩১০; আদ-দুর্রুল মুখতার ২/৪১৮।*
৩৭. *আদ-দুর্রুল মুখতার ৬/৪০৭।*
৩৮. *আল-হিদায়াহ শারহুল বিদায়াহ ১/১৫২।*
৩৯. *শাওকানী, নায়লুল আওতার ১/১২৩; আলী হাসান আল-হালাবী, হুকমুদ্দীন ফিল লিহইয়াতে ওয়াত-তাদখীন ২৪ পৃ.।*
৪০. *আবুদাউদ হা/৪০৪৩; আলী হাসান হালাবী, হুকমুদ্দীন ফিল লিহইয়াতে ওয়াত-তাদখীন ২৩ পৃ.; বিস্তারিত, রিসালাতু ফী হুকমে ই'ফাইল-লিহইয়া পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।*
৪১. *আব্দুল হক দেহলভী, লুম'আতু-তানক্বীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ ২/৬৭; সিন্ধী, ইফাহুল লুহা হাশিয়াতু ইহফাউল লিহা ৩পৃ.; হালাবী, হুকমুদ্দীন ফিল লিহইয়াতে ওয়াত তাদখীন ২৩ পৃ.।*

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আল-উম্মে' উল্লেখ করেছেন যে, দাড়ি শেভ করা হারাম। শাফেঈ মাযহাবের আলেম আযরাঈ বলেন, সঠিক কথা হচ্ছে কোন কারণ ছাড়া সম্পূর্ণ দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম'।[৪২]

শাফেঈ বিদ্বান হুলায়মী বলেন, لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، 'কারো জন্য তার দাড়ি ও ভ্রু মুণ্ডন করা হালাল নয়'।[৪৩]

মুহাদ্দিছ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, فَلَا بُد من إعفائها، وقصها سنة الْمَجُوس، وَفِيه تَغْيِير خلق الله، 'দাড়ি ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক। আর দাড়ি মুণ্ডানো অগ্নীপূজকদের আদর্শ। আর এতে সৃষ্টির পরিবর্তন রয়েছে'।[৪৪]

আবুল হাসান আদাবী (রহঃ) বলেন, وَيَحْرُمُ إِزَالَةُ شَعْرِ الْعَنْفَقَةِ كَمَا يَحْرُمُ إِزَالَةُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ 'নিমদাড়ির চুল দূর করা হারাম যেমন দাড়ির চুল কর্তন করা হারাম'।[৪৫]

আল্লামা শানক্বীতী (রহঃ) নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র বাণী, হারূণ বলল, হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না' *(তোয়াহা ২০/৯৪)*। আয়াতের সাথে নিম্নের আয়াত- 'এরাই হ'ল ঐসব মানুষ যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। অতএব তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর' *(আন'আম ৬/৯০)* মিলালে প্রমাণিত হয় যে, تَدُلُّ عَلَى لُزُومِ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ، فَهِيَ دَلِيلٌ قُرْآنِيٌّ عَلَى إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ وَعَدَمِ حَلْقِهَا 'দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক। দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে ও মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে এটি কুরআনী দলীল'।[৪৬]

সঊদী আরবের গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, إِنَّ تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوزُ تركه. 'দাড়িকে সুবিন্যস্ত করা, পরিপূর্ণ রাখা ও তা ছেড়ে দেয়া ফরয। এই ফরযের প্রতি অবহেলা করা জায়েয নয়'।[৪৭]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'দাড়ি রাখা ওয়াজিব, উহা মুণ্ডন করা হারাম বা কাবীরা গুনাহ'।[৪৮]

তিনি আরো বলেন, حلق اللحية مُحَرَّم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين، 'দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। কেননা এটি রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা। কারণ তিনি বলেন, দাড়ি ছেড়ে দাও ও গোঁফ ছোট কর। তাছাড়া এটি করা রাসূলগণের আদর্শ থেকে বেরিয়ে অগ্নিপূজক ও মুশরিকদের আদর্শে চলে যাওয়ার শামিল'।[৪৯]

তিনি আরো বলেন, الذي نرى أن حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ولأنه مشابهة للمشركين والمجوس وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة المشركين والمجوس و (قال: من تشبه بقوم فهو منهم) فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته بل الواجب عليه توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 'আমরা মনে করি, দাড়ি মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ। কেননা এটি রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা। আর যে রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল সে মূলত: আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল। তাছাড়া এটি মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর রাসূল (ছাঃ) মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন কওমের সাথে সাদৃশ্য পোষণ করল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মানুষের জন্য দাড়ি মুণ্ডন করা জায়েয নয়। বরং আবশ্যক হচ্ছে দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া, লম্বা করা ও ক্ষমা করে দেওয়া যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছে এসেছে'।[৫০]

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফৎওয়া বোর্ড; ('ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা') দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[৫১]

সঊদী আরবের অন্যতম গ্রান্ড মুফতী শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান বলেন, فالأمر بإعفاء اللحى يقتضي وجوب إعفائها 'রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক দাড়ি ছাড়ার নির্দেশ তা নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার দলীল বহন করে'।[৫২] তিনি আরো বলেন, أنَّ الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ، يَعْنِي فِي اللِّحْيَةِ، تَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ. 'দাড়ি রাখার ব্যাপারে বর্ণিত ছহীহ হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম'।[৫৩] তিনি এ বিষয়ে সমালোচনা মূলক স্বতন্ত্র দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন,

৪২. *আব্দুল হামীদ শারওয়ানী, হাওয়াশী শারওয়ানী ৯/৩৭৬।*
৪৩. *হালাবী, হুকমুদ্দীন ফিল লিহইয়াতে ওয়াত তাদখীন ২৯ পৃ.।*
৪৪. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ১/১৮২, ১/৩০৯, ১/৩৮৬।*
৪৫. *হাশিয়াতুল আদাবী ২/৪৪৬।*
৪৬. *তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান ৪/৯২।*
৪৭. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩/৩৬৩।*
৪৮. *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ৭/২; মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১২৫; শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ১১৪ পৃ.।*
৪৯. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১২৫।*
৫০. *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ৭/২।*
৫১. *ফৎওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৫২, ৫/১৫৮।*
৫২. *আল-ই'লাম বেনাকদি কিতাবিল হালাল ওয়াল হারাম ১৮-১৯ পৃ. আল-বায়ান লিআখতায়ে বা'যিল কিতাব ১/৩০১।*
৫৩. *আল-বায়ান লিআখতাই বা'যিল কুতুব ৩০৬ পৃ.।*

যাতে তিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা বিরোধীদের যুক্তির জওয়াব প্রদান করেন।

শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) দাড়ি রাখা ওয়াজিব ও মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৫৪] তিনি বলেন, مما سبق من النصوص يمكن للمسلم الذي لم تفسد فطرته أن يأخذ منها أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها: 'পূর্বে উল্লিখিত দলীল গুলোর মাধ্যমে একজন মুসলিমের জন্য সম্ভব যে তার ফিৎরাতকে নষ্ট করেনি, সে এখান থেকে দাড়ি রাখা ওয়াজিব ও মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার উপর বহু অকাট্য দলীল খুঁজে পাবে।[৫৫]

ইবনু জাবরীন (রহঃ) বলেন, حلق اللحية حرام، لأنها شعار الإسلام، وقد ورد الأمر بتركها، 'দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। কেননা এটি ইসলামের শে'আর বা নিদর্শন। আর দাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে।[৫৬]

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শায়খুল আকবর আলী মাহফূয বলেন, وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها، 'দাড়ি ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব ও মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত রয়েছে'।[৫৭]

অতএব দাড়ি মুণ্ডন করা পাপ। এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। অবশ্য দাড়ি মুণ্ডন করা ও কেটে ছোট করার পাপ এক সমান নয়। যদিও উভয়টিই পাপের কাজ।[৫৮]

৫৪. *তামামুল মিন্নাহ ৭৯-৮৩ পৃ.*।
৫৫. *তামামুল মিন্নাহ ৮২ পৃ.*।
৫৬. *ফাতাওয়া ইবনু জাবরীন ১০/১২*।
৫৭. *আল-ইবদা' ফি মুযার্রিল ইবতিদা' ৪০৯ পৃ.*।
৫৮. *আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শারহু আবীদাউদ ১/৩৬১, ১০/২৫৫*।

অনেক মানুষ দাড়ি মুণ্ডন করাটাকে খুবই ছোট ও তুচ্ছ ব্যাপার মনে করে। কিন্তু এটা মুণ্ডন করা কোন কোন সময় বড় গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। কেননা এটা প্রকাশ্যে পাপের কাজে লিপ্ত হওয়ার শামিল। আর প্রকাশ্যে এভাবে অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে তওবা না করলে হ'তে পারে দাড়ি মুণ্ডনকারী আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা পাবে না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِى مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، 'আমার সকল উম্মতকে মাফ করা হবে, তবে (পাপ) প্রকাশকারী ব্যতীত'।[৫৯] দাড়ি মুণ্ডন ও ছোট করা আর প্রকাশ্য পাপ *(বিস্তারিত : মুহাম্মাদ বিন খলীফা, আল-লিহইয়াতু বায়নাল আখযে ওয়াল ই'ফায়ে বই দ্রষ্টব্য)*। *[ক্রমশঃ]*

৫৯. *বুখারী হা/৬০৬৯; মিশকাত হা/৪৮৩০*।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, নবীদের কাহিনী, প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২১

সকলের জন্য উন্মুক্ত

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার ১০,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার ৭,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার ৫,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (৫টি) ২,০০০/-

নির্বাচিত গ্রন্থ

তাফসীরুল কুরআন

(২৬ থেকে ২৮ তম পারা)

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

- পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা
- প্রতিযোগিতার তারিখ তাবলীগী ইজতেমা ২০২১-এর ২য় দিন সকাল ০৮থেকে ১০ টা
- প্রশ্নপদ্ধতি এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে যাকাত-এর ভূমিকা

*-বিকাশ কান্তি দে**

বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক এবং মিশ্রঅর্থনীতি দেশের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল- দারিদ্র্য বিমোচনপূর্বক সর্বাধিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। কিন্তু এর বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত আর তত্ত্বটি গলদপূর্ণ। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারী আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। গবাদী পশু, স্বর্ণ ও রৌপ্য, ব্যবসায়ী পণ্য, উৎপন্ন ফসল, নগদ অর্থ ও মওজুদ সম্পদ এর ইসলামী বিধি অনুযায়ী নিছাবের ভিত্তিতে যাকাত আদায় করা ফরয। অর্জিত এ যাকাতের অর্থ আল্লাহ আটটি খাতে ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যাকাত প্রদানের ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতির বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, আয় বৈষম্য হ্রাস, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সহায়তা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া রোধ করে। সেই সাথে ঋণমুক্তি, মৌলিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, সামাজিক নিরাপত্তা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বাস্তবায়ন, সৌহার্দ্য ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি এবং সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। অপরদিকে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন করে না বিধায় সমাজে হ'ত দরিদ্র্য, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দেয়। একশ্রেণীর লোকের হাতে দেশের সম্পদ কুক্ষিগত হয়। তাদের নির্দেশিত অর্থব্যবস্থা সর্বদা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত আদায় এবং গ্রহণের ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। যাকাত প্রদানকারীর সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়, আর যাকাত গ্রহণকারীরা তাদের ন্যায্য প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এতে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সমতা বিরাজ করে। একমাত্র সর্বোত্তম তথা ইসলামী অর্থব্যবস্থাই সক্ষম মানব সমাজে প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে মিলেমিশে বসবাস করে একটি সুন্দর পৃথিবী আবাদযোগ্য করতে।

যাকাত ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। যাকাত শব্দটি গুরুত্বের দিক থেকে কুরআনে প্রত্যক্ষভাবে ৩২ বার উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্যে ছালাত ও যাকাতের কথা একত্রে এসেছে ২৮ বার। ফুয়াদ আব্দুল বাকী বর্ণনা করেছেন, কুরআনে মোট ১৯টি সূরায় ২৯টি আয়াতে যাকাত শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়।[১] যাকাত ছাড়া ইসলামী আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা কখনো সম্ভব নয়। ব্যক্তি জীবনে যাকাত যেমন প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও তার বিকল্প নেই। আল্লাহ্র বাণী, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও' *(বাক্বারাহ ২/৪৩, ৮৩, ১১০, ২৭৭; নিসা ৪/৭৭, ১৬২; নূর ২৪/৫৬; আহযাব ৩৩/৩৩; মুযযাম্মিল ২০)*। আধুনিক যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাস্তব জগতে হয় ঠিক তার উল্টো। কেননা, রাষ্ট্রীয় কল্যাণে অর্থনীতিবিদগণ যেসব অর্থনীতির নিয়মাবলী বা বিধিমালা প্রদান করেছেন তা স্থির নয়, বরং কতগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ অস্থির অর্থনীতির নিয়ম-কানূন দেশে সার্বিকভাবে স্থিতিশীল কোন সমাধান দিতে পারে না। আর ইসলামী বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক। এর নিয়ম অনুযায়ী ইসলামী অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হ'লে রাষ্ট্রে কোন প্রকার আর্থিক সমস্যা থাকবে না।

প্রচলিত অর্থব্যবস্থা জন্ম দেয়- সম্পদের বৈষম্য, শ্রমিক শোষণ, সামাজিক অকল্যাণ, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ, অপরিকল্পিত উৎপাদন, বেকার সমস্যা ও সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এসবের ভিত্তি নেই, যা রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। বর্তমানকালে অর্থনীতিকে বিজ্ঞানরূপে কেবল তার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক আলোচনা করে, নৈতিক দিক আলোচনা করে না। ফলে অর্থনীতিতে ভোগের প্রাধান্য পায় ঠিকই- তবে নিরন্ন ও অসহায় মানুষের কথা আলোচনায় আসে না। সম্পদ কুক্ষিগত করার যাবতীয় কৌশলের কথা বিশ্লেষিত হয় কিন্তু সদাচরণ, নৈতিক মূল্যবোধ, বিত্তহীনদের কথা আলোচনা হয় না। সম্পদই যেন মূখ্য, মানুষ নয়। কিন্তু ইসলাম সমষ্টিগত কল্যাণ চায়, কোন গোষ্ঠীর নয়। আধুনিক অর্থনীতির দর্শনে মূল্যবোধ বিবেচিত হয় না এবং ইহজগত ও পরজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক কল্যাণের মূল লক্ষ্যও বিবেচিত হয় না।[২] ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় লোকেরা অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য ছাড়াও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ করতে পারে। একমাত্র যাকাত দ্বারা উৎপাদন, ভোগ এবং বণ্টন ব্যবস্থায় সর্বাধিক সামষ্টিক কল্যাণ সাধন করা যায়।

প্রচলিত অর্থনীতির ধারণা মতে, বিনিময় মূল্য আছে এমন বস্তুর উপযোগ বা কাম্যতা সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলা হয়। এ অর্থে মদ, গাজা, ভাং, আফিম, হিরোইন প্রভৃতি দ্রব্যগুলোর অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে। পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক (Capitalistic), সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক (Socialistic or Command) এবং মিশ্র (Mixed) অর্থব্যবস্থায় এ সমস্ত দ্রব্যগুলোকে 'অর্থনৈতিক দ্রব্য' বা সম্পদ বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায়

* *প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, কক্সবাজার সিটি কলেজ, কক্সবাজার।*

১. *ফুয়াদ আবদুল বাকী, আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৯৮৮খ্রী.), পৃ. ৪২০-৪২১।*
২. *হাওলাদার আবদুর রাজ্জাক, অর্থশাস্ত্রের কথা, পৃ. ৪৭।*

এগুলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও পরিত্যাজ্য। স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি বিশেষ মূলনীতি বেঁধে দিয়েছেন। যে পথে চললে কখনো বিপদগামী হবে না। সম্পদ এবং তার ব্যবহার, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, বাজার ব্যবস্থা পরিচালনা, উৎপাদন এবং তার মূল্য নির্ধারণ, দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের অর্থনৈতিক দায়, হালাল ও হারামের বিধান, সামাজিক নিরাপত্তা, সূদমুক্ত অর্থনীতি, উত্তরাধিকার আইন, অপচয় হ্রাস, অপব্যয় এবং বিলাসিতার নিন্দা, সম্পদের সুষম বন্টন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা, যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন, মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রীয় কোষাগার পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতি স্পষ্ট মতামত দিয়েছে। ইসলাম ন্যায়শাস্ত্রের সাথে অর্থনীতিকে সম্পৃক্ত করে একটি কল্যাণকর শাস্ত্র হিসাবে অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে যাকাত-এর ভূমিকা :

ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে এমন কতিপয় উপায় রয়েছে, যা আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ঘটাতে সহায়তা করে। যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা সম্ভব হয়। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে দান করা পুণ্যের কাজ। অথচ সেখানে দানের কোন মানদণ্ড বা পরিসীমা বিবেচনা করা হয়নি। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা গাণিতিক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সঞ্চিত সম্পদের উপরে যাকাত নির্ধারণ করেছে।[৩] একটি ইসলামী রাষ্ট্রে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে যাকাত ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হ'ল:

উৎপাদন ক্ষেত্রে যাকাতের প্রভাব :

আল্লাহ্ বলেন, 'যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে। প্রত্যেকটি শীষে একশ'টি দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বহুগুণ বর্ধিত করে দেন। আর আল্লাহ প্রশস্ত দানশীল ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*। অন্যত্র বর্ণিত আছে, 'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। ধর্মীয় জীবন দর্শনেই মানুষের সামগ্রিকভাবে সফলতা আসে। আগামী ৫০ বছরের উন্নতি সমৃদ্ধি কোন ধরনের গবেষণার ওপর নির্ভরশীল এমন এক প্রশ্নের উত্তরে ড. চার্লস ষ্টেইনমেজ (Dr. Charles Stinmetz) বলেন, "I think that the greatest discoveries will be made along spiritual times. Some day People will learn that material things do not bring happiness and are of little use in making men and women creative and powerful. Then the Scientist of the world will turn their laboratories over to the study of god and the spiritual forces which as yet have been hardly scratched. When that they comes, the world will see more advancement in one generation in has the last four."[৪] 'আমি মনে করি, সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হবে আধ্যাত্মিকতার পথ ধরে। একদিন মানুষ বুঝতে পারবে যে, বস্তুগত জিনিস মানুষের সুখ-শান্তি আনে না এবং এগুলো নর-নারীকে সৃজনশীল ও ক্ষমতাশালী করতে খুব কমই কাজে আসে। তখন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণাগারগুলোকে আল্লাহ্, প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক চেতনার দিকে ঘুরিয়ে নেবে, যার সম্পর্কে বর্তমানে খুব কমই আলোচিত হয়। তখন বিশ্ব এক প্রজন্মে অনেক সমৃদ্ধি দেখবে, যা বিগত চার প্রজন্ম দেখেনি'।

সামষ্টিক অর্থনীতির জনক এবং বিশিষ্ট পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইন্স বলেন, 'পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ধনীরা কম ভোগ করে। অপরদিকে, গরীব শ্রেণীর কাছে ভোগ করার মতো অর্থ না থাকায় তারা ভোগ করতে পারে না। ফলে সামগ্রিক চাহিদা কম হয়। এর ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ কম হয়, নিয়োগ কম হয় এবং জাতীয় আয়ও কম হয়'।[৫] যাকাত অর্থনীতির এরূপ বন্ধাবস্থাকে উদ্ধার করতে সক্ষম। যাকাত প্রাপ্তির ফলে গরীব শ্রেণীর লোকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার পরিমাণও বাড়ে। আর বিনিয়োগকারীরা অধিত মুনাফার আশায় বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. ওমর চাপড়ার মতে, 'যাকাত অলস সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে, যা ধনাত্মক প্রবৃদ্ধির প্রভাব সৃষ্টি করে'।[৬] বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম.এ. মান্নান মনে করেন, যাকাত সম্পদ পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ভোগে স্থানান্তর করে এবং সামগ্রিক চাহিদা বাড়ায়। যাকাতের ফলে অলস অর্থ উৎপাদনের কাজে আসে।[৭] তাই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা[৮] ডান দিকে স্থানান্তরিত হয়। যাকাতের মাধ্যমে ধনীদের জন্য বিলাসজাত সামগ্রী উৎপাদনের তুলনায় গরীবের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে সম্পদ বেশী নিয়োজিত হয়। তাছাড়া ধনী লোকেরা ভোগের জন্য আয়ের এক অংশ ব্যয় করে আর গরীবেরা ভোগের জন্য আয়ের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় করে থাকে। আল্লাহ বলেছেন, 'লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে মনে করে তোমরা যে সূদ প্রদান করে থাক, আল্লাহ্র নিকটে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে (জান্নাতে) আল্লাহ্র চেহারা অন্বেষণে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তারা বহুগুণ লাভ করে থাকে' *(রূম ৩০/৩৯)*। সুতরাং যাকাত উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

---

৩. *অধ্যক্ষ মো. নাজমুল হুদা, ইসলামি অর্থনীতি, পৃ. ১৫৩।*

৪. *মো. এনামুল হক, অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা, priyo.Islam, ২০ জুলাই ২০১৪ইং।*

৫. *এ. কে. এম. রফিক উদ্দিন আহমেদ, ইসলামি অর্থনীতি, পৃ. ৩৪৮।*

৬. *মো. গোলাম মোস্তাফা, ইসলামি অর্থনীতি, পৃ. ৩১৮-৩১৯।*

৭. *মো. হেদায়েত উল্লাহ্, ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, পৃ. ৩৪২।*

৮. *উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হ'ল এমন একটি রেখা, যার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দু'টি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করা হয়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ডানদিকে স্থানান্তর করলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। বিস্তারিত দ্র. মনতোষ চক্রবর্তী, ব্যষ্টিক অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-২২।*

নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হ'ল:

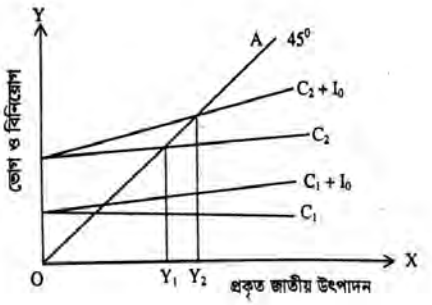

উপরের চিত্রে ভূমি অক্ষে প্রকৃত জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ও বিনিয়োগ নির্দেশ করা হয়েছে। OA হচ্ছে 45° রেখা। যাকাত প্রাপ্তির পূর্বে ভোগ রেখা C_1 এবং সামগ্রিক চাহিদা (AD) রেখা C_1+I_0। যাকাত প্রাপ্তির ফলে গরীব শ্রেণীর ভোগ রেখা পরিবর্তিত হয়ে C_2 এবং সামগ্রিক চাহিদা (AD) রেখা C_2+I_0 হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যাকাত প্রাপ্তির ফলে ভোগ ও বিনিয়োগ যেমন বেড়েছে, একই সাথে প্রকৃত জাতীয় আয় OY_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OY_2 হয়েছে। অর্থাৎ Y_1 থেকে Y_2 পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

বণ্টনের ক্ষেত্রে যাকাতের প্রভাব :

রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে। সকল ইসলামী অর্থনীতিবিদ একথা স্বীকার করেছেন যে, যাকাত যদি যথাযথভাবে আদায় ও বণ্টন হয় তবে তা বর্তমানে বিদ্যমান আয় ও ধনবণ্টন বৈষম্য দূরীকরণে সক্ষম হবে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আল-তাহির দশ বছর মেয়াদের তথ্য ব্যবহার করে ধনী ও গরীবের মধ্যে আয়ের পার্থক্যে যাকাতের প্রভাব নির্ধারণের জন্য একটি সরল তুলনাধর্মী স্থির অবস্থা নির্মাণ করেন। তাঁর গৃহীত অনুমিতির ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আয়ের পার্থক্যে ৯ হ'তে ৬.৫ গুণ হ্রাস পায়। অন্য একজন গবেষক ড. আনাস জারকা দেখিয়েছেন যে, যাকাত প্রতি বছর সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ১০% জনগণের আয়কে দ্বিগুণ করে দেয়। কারণ এ অর্থের প্রায় পুরোটাই ধনীদের কাছ থেকে এসেছে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।[৯]

যাকাত কিভাবে সমাজের আয় বৈষম্য হ্রাস করে তা একটি কাল্পনিক তালিকায় দেখানো হ'ল :

ব্যক্তির নাম	সঞ্চয়	যাকাতের হার	যাকাতের পরিমাণ	যাকাত দানের পর সঞ্চয়
ক	৫,০০,০০০/-	২.৫%	১২,৫০০/-	৪,৮৭,৫০০/-
খ	১৫,০০,০০০/-	২.৫%	৩৭,৫০০/-	১৪,৬২,৫০০/-
গ	২৫,০০,০০০/-	২.৫%	৬২,৫০০/-	২৪,৩৭,৫০০/-
ঘ	৩৫,০০,০০০/-	২.৫%	৮৭,৫০০/-	৩৪,১২,৫০০/-
ঙ	৪৫,০০,০০০/-	২.৫%	১,১২,৫০০/-	৪৩,৮৭,৫০০/-
চ	৫৫,০০,০০০/-	২.৫%	১,৩৭,৫০০/-	৫৩,৬২,৫০০/-

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যচ্ছে যে, ৬ জন ব্যক্তির কাছ থেকে মোট আদায়কৃত যাকাতের পরিমাণ ৪,৫০,০০০ টাকা। এ দেশে ১০০ জনেরও কম ব্যক্তি বছরে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত যাকাত প্রদান করেন। আমাদের হিসাবে বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত যাকাত দেয়ার যোগ্য মানুষের সংখ্যা হবেন কমপক্ষে ৫০,০০০ জন।[১০] এভাবে ধনী লোকদের থেকে আদায়কৃত যাকাত গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হ'লে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমাজে আয় বৈষম্য ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। এভাবে ক্রমাগত আয় বৈষম্য হ্রাস পেতে পেতে তা ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসবে। সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন হবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ হবে।

ভোগের ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা :

ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগের ক্ষেত্রে যাকাত কতিপয় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। যাকাত গরীবের মাঝে ভোগের জন্য ব্যয় করা হ'লে গরীবের ভোগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে ভোগ প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতির বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, ধনীদের তুলনায় গরীবদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC)[১১] বেশ উঁচু। বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিম দেশে গরীবদের সংখ্যাই বেশী। যাকাত যেহেতু ধনীদের থেকে দরিদ্রদের কাছে হস্তান্তরিত আয়, সেহেতু এ বিষয়ের তাৎপর্য হ'ল- অর্থনীতিতে এ ধরনের ব্যয়ের ফলে সামাজিক ভোগব্যয় বহুগুণ বেড়ে যায়। এসব দেশে ভোগ প্রবণতা নিঃসন্দেহে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করবে।[১২]

---

৯. *ড. মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের, অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাকাত ব্যবস্থাপনার সুফল, পৃ. ৩৫-৩৬।*

১০. *আবুল বারকাত ও জামাল উদ্দিন আহমেদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯-২০, পৃ. ৫১।*

১১. *প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হ'ল আয়ের পরিবর্তন হলে ভোগব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তার অনুপাত। অর্থাৎ* $\frac{\Delta C}{\Delta Y} = MPC$ *; এখানে,* $\Delta C =$ *ভোগের পরিবর্তন;* $\Delta Y =$ *আয়ের পরিবর্তন। ধরি, আয় ২,০০০ টাকা থেকে ২,৫০০ টাকা হ'ল। ভোগ ব্যয় ১,০০০ টাকা থেকে ১,২০০ টাকা হ'ল। এক্ষেত্রে*

$$\Delta C = 1,200 - 1,000 = 200 ; \Delta Y = 2,500 - 2,000 = 500 ;$$

সুতরাং $MPC = \frac{\Delta C}{\Delta V} = \frac{200}{500} = 0.4$

আরও দেখুন, Dr. H. L. Ahuja, Macroeconomics Theory and Policy, 18th Revised Edition, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

১২. *ড. মো: মিজানুর রহমান, যাকাত অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার একটি উপায়, নয়া দিগন্ত, ১৪ মে ২০১৯।*

যাকাত কিভাবে ভোগব্যয় বৃদ্ধি করে নিম্নে তা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হ'ল :

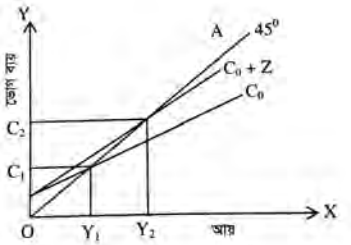

উপরের চিত্রে OX অক্ষে আয় এবং OY অক্ষে ভোগ দেখানো হয়েছে। OA হচ্ছে 45° রেখা। যাকাত প্রাপ্তির পূর্বে ভোগ রেখা C_0 এবং ভোগের পরিমাণ OC_1। যাকাত প্রাপ্তির পর ভোগ রেখা C_0+Z এবং ভোগের পরিমাণ OC_2 হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ভোগের পরিমাণ C_1 থেকে C_2 বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপসংহার :

উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে যাকাত অতীব গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণধর্মী ভূমিকা পালন করে থাকে। যাকাত প্রাপ্তির ফলে গরীবের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে ভোগব্যয় বাড়ে। ভোগব্যয়ের অবশিষ্ট অংশ সঞ্চয় হয়। এ সঞ্চয় মূলধন[১৩] গঠন করে, মূলধন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে। বিনিয়োগ উৎপাদন সৃষ্টি করে, উৎপাদন আয় সৃষ্টি করে, এ আয় থেকে পুনরায় দরিদ্রদের যাকাত প্রাপ্তি হয়। এভাবে চক্রাকারে যাকাত প্রাপ্তির ফলে ক্রমান্বয়ে আয় বৈষম্য দূরীভূত হবে এবং ধনী-গরীবেব ব্যবধান কমে আসবে। বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ আব্দালাতি বলেন, "Zakat mitjigates to a minimum the suffering of the ready and poor members of Society. It is a most comforting consltion to the les fortunate People. Yet it is a loud appealto everybody to rool up his sulves and improve his lot.[১৪] অর্থাৎ যাকাত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করে। এটি অভাবীদের জন্য শান্তি ও ভাগ্যোন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায়। দুস্থ অভাবগ্রস্ত মানুষের সমস্যা সমাধানে যাকাতই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। যাকাত উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হ'লে, গরীব জনগণের ভাগ্যের চাকা যেমন ঘুরবে তেমনি সরকারের রাজস্ব ফান্ড সমৃদ্ধ হবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি হবে আরো বিস্তৃত। তবেই ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি দিতে পারে একটি সুন্দর, সুস্থ, সুষ্ঠু ও দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণধর্মী শান্তি-শৃঙ্খলার সর্বোত্তম আর্থিক ব্যবস্থা।

---

১৩. মূলধন হ'ল মানুষের পরিশ্রমলব্ধ যে সম্পদ সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে পুনঃউৎপাদন কাজে নিয়োগ করা হয়, তাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, বিল্ডিং, কাঁচামাল, শস্যের বীজ ইত্যাদি।

১৪. D. Hammudah Abdalati, Islam of Focus.

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত বই

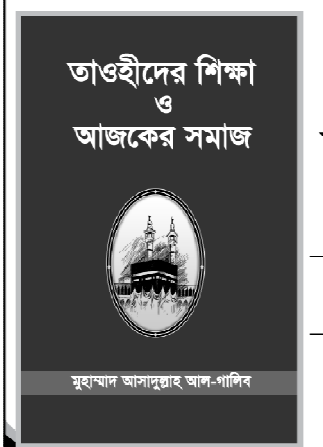

তাওহীদের শিক্ষা
ও
আজকের সমাজ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ
আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

বাংলাদেশের যেকোন প্রান্ত থেকে মধু, কালোজিরা ও জয়তুন তেল ক্রয় করুন!

যোগাযোগ : শালবাগান, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

এখানে ১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী মূল্যে পাওয়া যায়।

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত
লাইসেন্স নং রাজশাহী-৫৫১৮

দেশের প্রতিটি যেলা ও উপযেলায় ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

ভাস্কর্যে নয়, হৃদয়ে ধারণ করুন!

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সম্প্রতি দেশে শেখ মুজিবর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। সরকার ও আলেম-ওলামা মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। সরকারী দল ও তার লেজুড়বৃত্তি সংগঠনগুলো আলেম-ওলামার বিপক্ষে ন্যক্কারজনক ভাষায় কটূক্তি করে চলেছে। রাম ও বামপন্থী কিছু বুদ্ধিজীবী নব্য মুফতী সেজে ভাস্কর্যের পক্ষে নানা যুক্তি ও দলীল উপস্থাপন করে জাতিকে বিভ্রান্ত করছেন। সেই সাথে সুবিধাভোগী একশ্রেণীর কথিত আলেমও মূর্তি ও ভাস্কর্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে ভাস্কর্যকে হালাল করার অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছেন। ভাস্কর্যের পক্ষে বাগাড়ম্বর করে যে সকল রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী গলদঘর্ম হচ্ছেন, তাদের যুক্তি হচ্ছে-

এক- ভাস্কর্য আর মূর্তি কখনো এক নয়। মূর্তির পূজা করা হয়, কিন্তু ভাস্কর্যের পূজা করা হয় না। সেকারণ মূর্তি নিষিদ্ধ হ'লেও ভাস্কর্য নিষিদ্ধ নয়।

দুই- ভাস্কর্য হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে বা তার কর্মকে যুগ-যুগান্তর ধরে স্মরণে রাখার জন্য তার প্রতিকৃতি স্থাপন করা। যা দেখে পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা তাকে ও তার কর্মকে স্মরণ করবে এবং তার আদর্শ অনুসরণ করবে।

তিন- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেশ নামী-দামী লোকের ভাস্কর্য আছে। এমনকি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও তা পরিদৃশ্য হয়। সেকারণ আমাদের দেশেও এ বিষয়ে আপত্তি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

চার- কেউ আবার রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর পুতুল নিয়ে খেলা করাকে ভাস্কর্যের পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করছেন। আবার অনেকে খোদ বায়তুল্লাহ ও হাজারে আসওয়াদকেও ভাস্কর্য হিসাবে চিহ্নিত করে ভাস্কর্য বৈধ করার প্রাণান্ত কোশেশ করে চলেছেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর শারঈ বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

এক- প্রথমতঃ যুক্তিটি যে শয়তানী যুক্তি তা বলাই বাহুল্য। এমন যুক্তিই দিয়েছিল শয়তান নূহ (আঃ)-এর কওমকে। সেদিন শয়তান যুক্তি দিয়ে কওমের লোকদেরকে বলেছিল যে, তোমাদের মধ্যেকার নেক্কার লোক, যারা চির বিদায় নিয়েছেন তাদের আদর্শকে স্মরণে রাখা এবং সে মতে নিজের জীবন গঠনের জন্য তাদের ভাস্কর্য বা মূর্তি বানিয়ে পথে-প্রান্তরে স্থাপন কর। ফলে সেই ভাস্কর্য দেখে তাদের আদর্শের কথা মনে পড়বে এবং তোমরাও অনুরূপ আদর্শবান হ'তে পারবে। মনমুগ্ধকর এই যুক্তিতে কওমের লোকেরা সম্মতি জ্ঞাপন করল। শুরু হয়ে গেল ভাস্কর্য নির্মাণ। বিগত পাঁচ জন পরহেযগার ব্যক্তির ভাস্কর্য বানিয়ে তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করল। প্রথমদিকে কোন পূজা করা হ'ল না ঠিকই, কিন্তু এই প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়ে গেলে পরবর্তী প্রজন্মকে শয়তান এই বলে ধোঁকা দিল যে, তোমাদের পূর্ববর্তীরা এই ভাল মানুষগুলোর মূর্তির কাছে মাথা নত করত। এদের নিকটে প্রার্থনা করত। অতএব তোমরাও তাই কর। এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। ফলে তারা ভাস্কর্যের পূজা করতে শুরু করল। ভাস্কর্যরূপী ঐ মূর্তির কাছেই তাদের যাবতীয় আবেদন-নিবেদন পেশ করতে লাগল। এভাবে ভাস্কর্যের পথ ধরেই শুরু হয়ে গেল মূর্তি পূজা।

দ্বিতীয়তঃ তারা তাদের তৈরীকৃত ভাস্কর্যগুলোকেই পরবর্তীতে 'ইলাহ' (প্রভু) সাব্যস্ত করেছিল। এ বিষয়ে সূরা নূহে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। নূহ (আঃ) যখন তাদেরকে এ সকল মূর্তি পরিত্যাগ করে এক আল্লাহ্র ইবাদতের দাওয়াত দিলেন তখন তাদের নেতারা বলল, 'তোমরা তোমাদের ইলাহগুলিকে ছেড় না। তোমরা পরিত্যাগ কর না ওয়াদ, সো'আ, ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাসরকে' *(নূহ ৭১/২৩-২৪)*। বুঝা গেল প্রথমদিকে স্মৃতিতে অম্লান করে রাখার নিমিত্তে নির্মিত ভাস্কর্যগুলোই পরবর্তীতে পূজিত হ'তে লাগল। অতএব মূর্তি ও ভাস্কর্য কোন পৃথক বস্তু নয়।

দুই- ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির আদর্শকে স্মরণীয় করে রাখার যুক্তির জবাবে বলা যায়- পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হচ্ছেন, বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যাঁর আদর্শ ধারণ করা প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য ফরয। যাঁর চারিত্রিক সনদ স্বয়ং আসমান থেকে নাযিল হয়েছে *(কালাম ৪)*। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ যাঁর আদর্শের অনুসারী। যে অনুসরণ বার্ষিক কোন অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয়। বরং দৈনন্দিন জীবনে, প্রতিটি ক্ষণে, প্রত্যেক মুহূর্তে। ইবাদতের পরতে পরতে যাঁর আনুগত্য আবশ্যক। যাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে স্বয়ং মহান আল্লাহ্র অনুসরণ করা হয় *(বুখারী হা/৭১৩৭)*। সেই মানুষটিকে স্মরণে রাখার জন্য তো তাঁর কোন মূর্তি বা ভাস্কর্যের প্রয়োজন হ'ল না। তাঁর কোন ছবি বা প্রতিকৃতি তো বিশ্বের কোন প্রান্তেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপরও অধিকাংশ মানুষ তাঁর আদর্শের অনুসারী। সুতরাং সুস্পষ্ট হ'ল যে, আদর্শ জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। তাই তো আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলেছেন, 'তুমি তাদের উপর দারোগা নও' *(গাশিয়াহ ৮৮/২২)*। অর্থাৎ মানুষকে জোর-জবরদস্তি করে ইসলামে দাখিল করানোর দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হয়নি। তোমার দায়িত্ব মানুষের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করা। ইসলামের সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়েই মানুষ একদিন দলে দলে ইসলামে দাখিল হবে।

অতএব আজো কোন ব্যক্তি যদি সেরকম গুণে গুণান্বিত হন, তার যদি অনুকরণীয় আদর্শ থাকে, তাহ'লে মানুষ সেটি অবশ্যই গ্রহণ করবে। এজন্য মূর্তি বা ভাস্কর্য স্থাপন আবশ্যক নয়। কেননা আদর্শ হৃদয়ে লালন করার বিষয়, মূর্তি বা ভাস্কর্যের মধ্যে আদর্শ কখনোই ফুটে ওঠে না।

তিন- ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি পাবে ছবি, মূর্তি বা ভাস্কর্যের নির্মাতা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে ঐ ব্যক্তিকে যে ছবি-মূর্তি তৈরী করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৭)*। রাসূল (ছাঃ) মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণকারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬৫)*। তিনি বলেন, 'ছবি-মূর্তির নির্মাতাকে ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর বলা হবে, তোমরা যা তৈরী করেছ তাতে রূহ তথা জীবন দান কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ছবি-মূর্তি নির্মাণ করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং এতে রূহ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হবে। কিন্তু সে তাতে রূহ দিতে পারবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯৯)*। হাদীছে কুদসীতে উল্লেখ আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, আল্লাহ বলেছেন, 'তার চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে যায়। অতঃপর (তার ক্ষমতা থাকলে) সে একটি পিঁপড়া সৃষ্টি করুক অথবা একটি শস্যদানা বা যব' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৬)*। বান্দার শানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এই কঠিন চ্যালেঞ্জ কেন? কি শিক্ষণীয় রয়েছে এর মধ্যে? চিন্তাশীলদের এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

এতদ্ব্যতীত ছবি-মূর্তির কারণে গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আবু তালহা আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঐ গৃহে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে গৃহে কুকুর ও প্রাণীর ছবি থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯)*। একদিন জিব্রীল আমীন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর ঘরে একটি কুকুর থাকার কারণে প্রবেশ করেননি। রাসূল (ছাঃ) কারণ জিজ্ঞেস করলে জিব্রীল আমীন বলেন, আমি নির্ধারিত সময়েই এসেছিলাম। কিন্তু আপনার ঘরের কুকুর আমাকে বাধা দিয়েছিল। কেননা 'আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যেখানে কুকুর কিংবা ছবি থাকে' *(মুসলিম হা/২১০৪)*। একইভাবে অন্য একদিনও রাসূল (ছাঃ)-এর ঘরের দরজায় ঝুলানো পর্দায় প্রাণীর ছবি দেখে জিব্রীল আমীন ফিরে যান। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে ছবিগুলির মাথা কেটে দেওয়া এবং পর্দাটি কেটে বালিশ বানানোর নির্দেশ দেন। সে মতে তাই করা হয়' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫০১)*। রাসূল (ছাঃ) নিজেও আয়েশা (রাঃ)-এর খরিদ করা প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট গদি না সরানো পর্যন্ত নিজ গৃহে প্রবেশ করেননি' *(বুখারী হা/৩২২৪; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২)*। এমনকি নিজ জামাতা আলী (রাঃ)-এর ঘরে মেহমান হিসাবে প্রবেশ করে প্রাণীর ছবিযুক্ত পর্দা দেখে বের হয়ে গেলেন *(নাসাঈ হা/৫৩৫১; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৫৪৫)*।

শুধু তাই নয় তিনি আলী (রাঃ)-কে এই কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'তুমি কোন মূর্তিকে পেলে না ভেঙ্গে ছাড়বে না। আর উঁচু কবর পেলে তা সমান না করে ছাড়বে না' *(মুসলিম হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৬৯৬)*। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে কা'বা ঘরের সকল মূর্তি ভেঙ্গে কা'বা ঘর পরিস্কার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সুতরাং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামী-দামী ব্যক্তির মূর্তি বা ভাস্কর্যের উদাহরণ দিয়ে অথবা কোন মুসলিম দেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভাস্কর্য বৈধ করার কোন সুযোগ নেই। এমনকি খোদ মক্কা-মদীনায়ও যদি ভাস্কর্য স্থাপন করা হয় তবুও তা হারাম ও সুস্পষ্ট শিরক। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

চার- এটি একটি হাস্যকর যুক্তি। বুদ্ধির ফেরিওয়ালাদের নির্বুদ্ধিতাসুলভ উদাহরণ। আয়েশা (রাঃ) বাল্যাবস্থায় পুতুল নিয়ে খেলা করতেন। পাগলেও বুঝে খেলনা কখনো সম্মানের পাত্র নয়। বরং খেলনা অনেক সময় পদদলিত হয়। ফেলে দেওয়া হয়। আর সম্মানার্থে হ'লে সেটি বিশেষ মর্যাদায় সংরক্ষণ করা হ'ত। যা কখনো আয়েশা (রাঃ) করেননি। দ্বিতীয়তঃ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রাসূল (ছাঃ) ঘরের পর্দা বা গদির প্রাণীর ছবিও বরদাশত করেননি। বরং রাগান্বিত অবস্থায় গৃহে প্রবেশ থেকে বিরত থাকলেন, যতক্ষণ না তা সরানো হ'ল। যে রাসূল (ছাঃ) আয়েশার পুতুলের খেলনা দেখে কিছুই বললেন না, আবার তিনিই পর্দার ছবি অপসারণ ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করলে না। অতএব দু'টির মধ্যের পার্থক্য কারো বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়।

তাদের আরেকটি যুক্তি কা'বা ঘর ও হাজারে আসওয়াদও ভাস্কর্য। হ্যাঁ যুক্তির খাতিরে কা'বা ঘর ও হাজারে আসওয়াদ বা এ জাতীয় স্থাপনাকে ভাস্কর্য ধরে নিলেও দুই ভাস্কর্য কখনোই এক নয়। শরী'আতের নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে- প্রাণীর ভাস্কর্য নিয়ে। প্রাণহীন যেকোন বস্তুর ছবি বা ভাস্কর্য নির্মাণ করা দোষণীয় নয়। তবে কখনো তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না।

মোটকথা ইসলাম মূর্তি ভাঙ্গার ধর্ম। মূর্তি গড়ার ধর্ম নয়। মূর্তি বা ভাস্কর্য এটি পৌত্তলিকদের সংস্কৃতি। কোন মুসলমান মূর্তি নির্মাণ, স্থাপন বা একে সম্মান করতে পারে না। আবূল আম্বিয়া হযরত ইবরাহীম (আঃ) তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একাই লড়াই করেছিলেন। কেন্দ্রীয় দেবমন্দিরে ঢুকে মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ এই ঘটনা সূরা আম্বিয়ায় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। মানুষ শুধু সিমেন্ট বালু দিয়ে বা পাথর খোদাই করে মানব মূর্তি বা কোন প্রাণীর অবয়ব তৈরী করতে পারে মাত্র। কিন্তু তাতে রূহ দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। যে কাজ স্বয়ং মহান আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতাধীন, তা অন্যের দিকে ধাবিত করা বা অন্য কেউ তা করার অপচেষ্টা চালানোই শিরক। আর এ কারণেই আল্লাহ তাঁর অতীব ক্ষুদ্র পিপঁড়া সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং ছবি-মূর্তি নির্মাণকারীর জন্য কঠিন শাস্তির পূর্বাভাস জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব ভাস্কর্য বা মূর্তিতে নয়, ব্যক্তির আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করুন!

মূর্তি, ভাস্কর্য ও সমকালীন প্রসঙ্গ

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক যে বিতর্কটি সবার দৃষ্টি কেড়েছে, তা হল মূর্তি বা ভাস্কর্য সংস্কৃতির পক্ষ-বিপক্ষে দু'টি শক্তির মুখোমুখি অবস্থান। যাদের একপক্ষ ইসলামপন্থী, অপরপক্ষ কিছু সংখ্যক তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। আর এই উপলক্ষ্যে সর্বদলীয় ইসলামপন্থীরা কিছুদিন পূর্বে যেমন ফ্রান্সে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের বিরুদ্ধে এক কাতারে দাড়িয়েছিলেন, তেমনই জাতীয় নেতাদের ভাস্কর্য নির্মাণ বন্ধের দাবীতে তারা ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

বাংলাদেশে ভাস্কর্য সংস্কৃতির প্রসার মূলতঃ নতুন কোন বিষয় নয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই অফিস-আদালতে, বিনোদন পার্কে, রাস্তার মোড়ে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সামনে আমরা মূর্তি ও ভাস্কর্য লক্ষ্য করে থাকি। এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের ঘৃণা থাকলেও রাজপথে জোরালো প্রতিবাদ সম্ভবত শুরু হয় ২০০৮ সালে; যখন ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গোলচত্বরে লালনের মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেসময় সারাদেশের ইসলামপন্থীরা ব্যাপক প্রতিবাদ জানান। তারা চাননি বিদেশীরা বিমানবন্দর থেকে বের হয়েই ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশকে একটি পৌত্তলিক সংস্কৃতির দেশ মনে করুক। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের দাবীর মুখে পিছু হটে এবং লালনের ভাস্কর্য নির্মাণ থেকে বিরত থাকে। সেই সময় ভাস্কর্য ও মূর্তি পৃথক বস্তু-এমন ধারণার পক্ষে জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমাদসহ কতিপয় বুদ্ধিজীবী লেখালেখি করেন, যা তথাকথিত সংস্কৃতিসেবীরা লুফে নেয় এবং ভাস্কর্য নির্মাণের পক্ষে অসার যুক্তিতর্ক শুরু করে।

এরপর ২০১৭ সালে হাইকোর্টের সামনে গ্রীক দেবী থেমিসের মূর্তি স্থাপন করা হলে একইভাবে সারাদেশে প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়। সেবারও অব্যাহত দাবীর মুখে সরকার অবশেষে মূর্তিটি সারিয়ে নেয়।

বর্তমান সরকার সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্য ঘোষণা ছাড়াই একপ্রকার নীরবে সারা দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সম্প্রতি একের পর এক এসব ভাস্কর্যের উদ্বোধনকাজ শুরু করে। এর প্রেক্ষিতে গত অক্টোবর মাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কড়া প্রতিবাদ জানান এবং বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি প্রদান করেন, যা ২৫শে অক্টোবর ২০২০ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া জুম'আর খুৎবা ও বিভিন্ন ভাষণে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। অতঃপর ১৪ই নভেম্বর রাজধানীর ধোলাইপাড়ে বিশাল এলাকা জুড়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। এরপর থেকেই সরকারী মহলে বিষয়টি নিয়ে বাক্য বিনিময় শুরু হয়। সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী-এমপি বিষয়টি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ে ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা শুরু করেন এবং আক্রমণাত্মক ভাষায় হুমকি-ধমকি প্রদান করতে থাকেন। ফলে পরিস্থিতি চরমভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ-মাহফিলে বাঁধার সৃষ্টি করা হয় এবং ভাস্কর্য-মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলাকে অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এরই মধ্যে ৪ঠা ডিসেম্বর দিবাগত রাতে কে বা কারা কুষ্টিয়া শহরে শেখ মুজিবের নির্মিতব্য ভাস্কর্য ভাঙচুর করে এবং এর দায় চাপানো হয় ভাস্কর্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর। সেই প্রেক্ষিতে হেফাজতে ইসলাম-এর আমীর মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী ও যুগ্ম মহাসচিব মামূনুল হকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা আদালতে গৃহীত হয়নি। সর্বশেষ গত ১৪ই ডিসেম্বর শীর্ষস্থানীয় কওমী আলেমদের সাথে আলোচনায় বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তিনি আলোচনার মাধ্যমে মতৈক্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চলমান মূর্তি ও ভাস্কর্য বিতর্কে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল, মূর্তি বা ভাস্কর্য সংস্কৃতিকে এদেশের মুসলমানরা অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। আর এই বিরোধ কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং সম্পূর্ণ ঈমানী জায়গা থেকে। যার ফলে ক্ষমতাসীন সরকারী দলেরও একটা বড় অংশ এর বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে আলেম সমাজও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের অবদানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রতিবাদী ভাষা উপস্থাপন করেছেন এবং সরকারের সাথে আলোচনায় বসে সমাধানের চেষ্টা চালিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। আমরা আলেমদেরকে সর্বদা এই ভূমিকাতেই দেখতে চেয়েছি, যেখান থেকে তারা প্রতিপক্ষ নন, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে আলেমদের এই ইতিবাচক মেলবন্ধনের মাধ্যমেই সমাজে প্রকৃত কল্যাণের দুয়ার উন্মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

অপরদিকে মূর্তির পক্ষাবলম্বনকারীদের সীমাহীন অজ্ঞতা ও দ্বিচারিতা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, এদেশের ধর্মশিক্ষা কতটা অবহেলিত এবং সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে ধর্মজ্ঞান কতটা নিম্নপর্যায়ের। ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞান রাখা এসব মন্ত্রী-এমপি, মেয়রগণ যে হাস্যকর ভাষায় মূর্তি-ভাস্কর্যের পক্ষে কথা বলেছেন, যেভাবে উল্টা আলেমদেরকেই ধর্মশিক্ষা দেয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর ও অমার্জনীয় অপরাধ।

তারা দাবী করেছেন যে, মূর্তি ও ভাস্কর্য ভিন্ন বস্তু। ভাস্কর্য পূজা না করা হলে তা শিরক হবে না। অথচ শিরকের উৎপত্তিই হয়েছিল, সমাজের ভাল মানুষদের মূর্তি গড়া ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে। এজন্য ইসলাম

শিরকের সমস্ত পথ ও পন্থাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং সকল প্রকার ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতি নির্মাণকারী ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তির অধিকারী হবে বলে হুঁশিয়ার করেছে।

প্রশ্ন তোলা হয়েছে, বাংলাদেশে এর আগেও বহু ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে, অথচ তখন আপত্তি করা হয়নি। তাহলে এখন কেন করা হচ্ছে? আমরা বলব, ভাস্কর্য ও মূর্তি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোন যুগের হক্বপন্থী আলেমই চুপ থাকতে পারেন না। সুতরাং অতীতেও প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়ে মূর্তি সংস্কৃতি বিস্তারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তা অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বহুগুণ ব্যাপকতর। সেকারণে প্রতিবাদও বৃহত্তর আকারে হয়েছে। সুতরাং এ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টির অবকাশ নেই।

আমরা চাই, এদেশ থেকে কেবল শেখ মুজিবুর রহমানই নন, বরং জাতীয় নেতাদের নামে যত ভাস্কর্য রয়েছে, যত পশু-পাখি, জীব-জন্তুর ভাস্কর্য রয়েছে, সবই উৎখাত করতে হবে। শিরকের যাবতীয় অনুঘটককে বন্ধ করতে হবে। কেননা একজন মুসলিম কখনও পৌত্তলিকতার সাথে আপোষ করতে পারে না। কখনও তার হৃদয়ে মূর্তির প্রতি ভালোবাসা স্থান নিতে পারে না। কখনও তার তাওহীদী চেতনায় শিরকের বু-বাতাস বইবার সুযোগ থাকতে পারে না। বরং মূর্তিপ্রীতিকে হৃদয়জগত থেকে সমূলে উৎখাত করার জন্যই ইসলাম।

এই সুযোগে বৃহত্তর আলেম সমাজের প্রতিও আমাদের আহ্বান, মূর্তি ও ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে যে তাওহীদী হুংকার তোলা হয়েছে, তা যেন কেবল একমুখী না হয়, বরং এদেশের কয়েক লক্ষ মাযার-খানকার বিরুদ্ধেও একইভাবে আওয়াজ তুলতে হবে। কেননা ভাস্কর্যের কারণে যত মানুষ আজ ঈমান হারাচ্ছে, তার চেয়ে বহুগুণ মানুষ প্রতিনিয়ত ঈমানহারা হয়ে ফিরছে মাযার-খানকা থেকে। সুতরাং ভাস্কর্যের চেয়ে অনেকগুণ ভয়ংকর এই শিরক-বিদ'আতের আড্ডাখানাগুলো অবশ্যই উৎখাত করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কাছে আমাদের এ দাবী তোলাও অতীব যরূরী। যদিও এ বিষয়ে অধিকাংশ আলেম যথারীতি নীরব ভূমিকা পালন করে আসছেন। এ ব্যাপারে তাদের সক্রিয় ভূমিকা একান্ত কাম্য।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে তথাকথিত সুশীলদের পক্ষ থেকে এই মূর্তি সংস্কৃতিকে মুক্তবুদ্ধির চর্চা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং একে স্বাধীনতা যুদ্ধের অর্জন হিসাবে দেখানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অথচ এটা সকলেরই জানা যে, পাকিস্তানের সাথে মুক্তিযুদ্ধ কোনক্রমেই আদর্শের লড়াই ছিল না। বরং সেটা ছিল যালেমের বিরুদ্ধে মযলূমের যুদ্ধ। এদেশের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্য যুদ্ধ করেনি। বরং তাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাকিস্তানী শাসকদের যুলুম-শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। শেষ মুজিব ছিলেন এই মাযলূম জনগোষ্ঠীর রাহবার, যিনি এই যুলুমের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে হুংকার তুলে বাংলার মানুষকে স্বাধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনি কখনও স্বাধীনতাযুদ্ধের মূলনীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নির্ধারণ করেননি। সেটা করার কোন কারণও ছিল না। কেননা তিনি তো নিজেই ছিলেন নেতৃস্থানীয় মুসলিম লীগার, যিনি ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পক্ষে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। একজন সাচ্চাদিল মুসলিম হিসাবে নিজেকে সবসময় পরিচিত করেছেন এবং মুসলমানদের স্বাধিকারের পক্ষে রাজনীতি করেছেন। তিনি স্পষ্টতই জানতেন যে, এই বাংলাদেশের জন্মসূত্র হল ইসলাম। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র পাতায় পাতায় যা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

মূলতঃ পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠী যদি মুসলিম না হ'ত, তাহ'লে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ নামক পৃথক রাষ্ট্রের জন্মই হত না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবীতে যেসব আন্দোলন হয়েছে তাতে কোথাও ধর্মনিপেক্ষতাবাদের কথা ছিল না। উনসত্তরের ছয়দফা দাবীতেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ সংবিধানের যে চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়, তাতে প্রথম এই মূলনীতিটি যুক্ত করা হয়, যা ছিল ভারতের চাপে। দেশের সর্বসাধারণ জনগণের আদর্শ ও নৈতিক চেতনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং এই মূলনীতি নিঃসন্দেহে এদেশবাসীর উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া, যাতে তাদের আদর্শিক মূল্যবোধকে নির্লজ্জভাবে পদদলিত করা হয়েছে। অতএব একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কখনই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল না। একথা আজ আমাদেরকে জনসম্মুখে বার বার স্পষ্টভাবে বলতে হবে। নতুবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে আমাদের যা প্রতিনিয়ত শুনানো হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে ভয়ংকরভাবে প্রতারিত করবে।

পরিশেষে বলব, মূর্তি বিরোধী আন্দোলনের ফলাফল যা-ই আসুক না কেন, এর প্রেক্ষিতে এদেশের আমজনতার মাঝে কিছুটা হলেও যে ধর্মীয় সচেতনতা বেড়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে যেভাবে তাওহীদের শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ছে, তা নিঃসন্দেহে এদেশে দ্বীনী সংস্কৃতির বিস্তারের পথকে আরো বেশী অগ্রগামী করবে এবং পর্যায়ক্রমে খানকা-মাযারসহ শিরকের যাবতীয় শিখণ্ডিগুলোর বিরুদ্ধেও স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। রাজনীতি, সংস্কৃতি কিংবা ধর্ম, যে সূত্রেই কোথাও শিরকের আড্ডাখানা গড়ে উঠুক না কেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক ভীতি হৌক কিংবা সামাজিক চাপ, কোন অবস্থাতেই যেন আমরা অন্যায় ও অসত্যের পক্ষাবলম্বন না করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

‘আহলেহাদীছের আস্তানা, সালথা থানায় থাকবে না’ মুসলিম দেশে এ কেমন শ্লোগান!

-মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ

নবী-রাসূলগণের যুগে এলাহী বিধান প্রতিষ্ঠায় যেমন পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র এই চার ধরনের বাধা ছিল। বর্তমান সময়েও হক্ব প্রতিষ্ঠায় এই চার ধরনের বাধা বিরাজমান। বাংলাদেশে প্রচলিত বাপ-দাদার লালিত মাযহাব পরিত্যাগ করে আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে বিভিন্ন যেলায় চলছে নির্যাতন-নিপীড়ন। তৃণমূল পর্যায়ে ঘটে যাওয়া অনেক কথাই আমরা জানতে পারি না। সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া এরকম দু’টি ঘটনা। নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

(১) গত ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার টাঙ্গাইল যেলায় সফর সমাপ্ত করে রাজশাহী ফেরার পথে যমুনা সেতু পূর্ব পাড় রেল স্টেশনে দেখা পেলাম ডাঃ রফীকুল ইসলামের। তাঁর বাড়ি ভুয়াপুর থানার ৬নং নিকরাইল ইউনিয়নের চরপাতালকান্দি গ্রামে। ২০১০ সালে তাঁর বন্ধু ইব্রাহীমসহ এলাকার দশ-বার জন্য যুবক হক্বের সন্ধান পেয়ে আহলেহাদীছ হন। তারপর তারা দাওয়াতী কাজে তৎপর হন। ডাঃ রফীকুল নিজে শতাধিক কপি ‘ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)’ বই কিনে বিতরণ করেন এবং ২০ কপি মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা নিয়মিত বিতরণ করতেন। তাদের দাওয়াত ও প্রচারের ফলে এলাকায় প্রায় ত্রিশ জনের মত যুবক হক পথের সন্ধান পান।

স্বভাবতই এলাকায় তাদের এই পরিবর্তন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। জনৈক মুফতী তাদের দাওয়াতী কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ান। তিনি এলাকায় ‘আহলেহাদীছ’ বিরোধী জনমত গড়ে তোলেন। জনগণ ইউ.পি চেয়ারম্যানের নিকট তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ দায়ের করে। চেয়ারম্যান তাদের ডেকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করেন। চড়-থাপ্পড় মারেন। কান ধরে উঠা-বসা করিয়ে ওয়াদাবদ্ধ করান যে, আর আহলেহাদীছদের মত আমল করবে না। যদি তা করে জনপ্রতি ৫০ হাযার টাকা জরিমানা দিতে হবে। এক পর্যায়ে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। কারো কারো বাড়ীর সামনের রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয়। যেন বাড়ী থেকে বের হ’তে না পারে। তাদেরকে মাসিক আত-তাহরীক সহ সকল প্রকার বই-পুস্তক বাড়ী থেকে সরিয়ে ফেলতে বাধ্য করে। তাদেরকে বলা হয় যে, বাইরে থেকে কোন মেহমান এলে গায়ের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে অপদস্ত করা হবে।

ডাঃ রফীকুল ইসলামের ভাষ্য মতে, তারা এখন আর আত-তাহরীক পত্রিকা নিতে পারছেন না। দাওয়াতী কাজ করা তাদের জন্য খুব বিপদজনক হয়ে উঠেছে। থানার ওসিকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু তারা কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।

(২) গত ১৮ই নভেম্বর ২০২০ তারিখ সকাল সাড়ে ৯-টায় ফরিদপুর যেলার সালথা থানাধীন ডাঙ্গা কামদিয়া গ্রামে আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও জুম‘আ আদায় করা হ’ত। মাদ্রাসায় আবাসিক ও অনাবাসিক ৪০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করত, যাদের বয়স ১০ বছরের নীচে।

** কেন্দ্রীয় দাঈ, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।*

মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছহীহ হাদীছের দুশমন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও একশ্রেণীর ধর্মনেতা প্রশাসনের কাছে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে আসছিল। আহলেহাদীছের মসজিদ ও মাদ্রাসা ভেঙ্গে দিয়ে এলাকা হ’তে তাদের উৎখাত করা হবে মর্মে হুমকি দিচ্ছিল মাঝে মধ্যেই। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৮ই নভেম্বর সকাল ৮-টার পর থেকে ‘ওলামা পরিষদ ও তাওহীদী জনতার’ ব্যানারে ‘আহলেহাদীছের আস্তানা, সালথা থানায় থাকবে না’ লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করে লাঠি হাতে নিয়ে প্রায় সাত শত লোক একযোগে বর্বরোচিত এ হামলা চালায়। হামলাকারীরা মসজিদ-মাদ্রাসায় রক্ষিত পবিত্র কুরআন ও বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ পানিতে ফেলে দেয়। তারা মাদ্রাসার টিনশেড দু’টি ঘর, শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, খাট, টেবিল, বেঞ্চ, স্টীলের ট্রাংক ভাংচুর করে। ১৪টি সিলিং ফ্যান ও ১টি সোলার প্যানেল খুলে নিয়ে যায়। প্রধান শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ মীযানের রুম থেকে ব্রিফকেসে থাকা নগদ টাকাও লুট করে নিয়ে যায়। এ সময়ে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ২৮শে নভেম্বর শনিবার আমরা উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ ও মাদ্রাসা সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য কামদিয়া গ্রামে গিয়েছিলাম। মাদ্রাসার পরিচালক ইলিয়াস ভাই আমাদের পেয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, ‘আমরা তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের কারণেই পৃথকভাবে মসজিদ-মাদ্রাসা করতে বাধ্য হয়েছি। নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার এক সাথী ভাই সালথা বাযার মসজিদে জোরে আমীন বলেছিল। সে কারণে তাকে জুতা দিয়ে পিটিয়ে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। আমার মেয়ে তাদের মাদ্রাসায় পড়তে দিয়েছিলাম। তার ছালাত আদায়ের পদ্ধতি দেখে তাকে অশালীন ভাষায় কটূক্তি করা হয়। ফলে তাকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হই। এখন পৃথক মসজিদ মাদ্রাসা করেও এদের হিংস্রতা থেকে রক্ষা পেলাম না। এদের বর্বরতা জাহেলী আরবকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হ’ল, এত বড় অপরাধ করার পরও অপরাধীদের কোন অনুশোচনা নেই। বরং উল্টো বাগাড়ম্বর। মসজিদ ভেঙ্গে তারা নাকি ছওয়াবের কাজ করেছে ও জিহাদের সমতুল্য আমল করেছে। আলেম নামের কলংক ঐসব লুটেরারা এমন সব মন্তব্য করছে। এরা এমন অপপ্রচারও চালাচ্ছে যে, ‘ওটা মসজিদ ছিল না। মাইকে আযান হ’ত না। মসজিদের মেহরাব ও মিম্বর ছিল না। ওটা সাধারণ বাড়ী-ঘর ছিল, তাই তারা ভাংচুর করেছে। এমনিভাবে জঘন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে প্রশাসন ও মিডিয়াকে নিজেদের পক্ষে রাখার কৌশল অবলম্বন করেছে।

পরিশেষে বলব, হক কখনো উৎখাত হয় না; বরং বাতিলই উৎখাত হয়। সালথা থানায়ও একই ফলাফল আসবে ইনশাআল্লাহ। তবে প্রয়োজন সর্বোচ্চ ছবর ও হেকমত অবলম্বন করা। আমরা মহান আল্লাহ্‌র নিকটে বিদ‘আতীদের হিদায়াত কামনা করছি এবং ছহীহ সুন্নাহ আমল করার তাওফীক প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সকলকে হকের উপরে টিকে থাকার তাওফীক দিন।- আমীন!

ও চটি বই পড়ে পাগল হয়ে গেছে...

রংপুরের বদরগঞ্জ উপযেলার ১৪নং বিষ্ণপুর ইউনিয়নের ছোট হাজীপুর গ্রামে আমার বাড়ী। আশির দশকে কর্মসংস্থানের কারণে চলে আসি রংপুর শহরে। তখন থেকে এ শহরেই আছি। বর্তমানে জাহায কোম্পানী মোড়ের সন্নিকটে গুপ্তপাড়া আবাসিক এলাকায় থাকি।

ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে পুরোপুরি আশ্রয় নিতে না পারলে শয়তান যে কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে আমার জীবনে। একটি মুসলিম পরিবারেই আমার জন্ম। যেখানে দ্বীনের বিধান প্রতিপালনে ছিল না কোন বাধ্যবাধকতা। মীলাদ, কুলখানি, চল্লিশা পালন, হেমন্তে নবান্ন উৎসব, আবার শীতকালে বাড়ির উঠানে পালা গানের আসর বসানো ইত্যাদি পালিত হ'ত সাড়ম্বরে। পিতা, চাচা গ্রামে নাটক মঞ্চায়নও করতেন। তখন ভাবতাম, এটাই বুঝি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। বলছি, ষাটের দশকের মধ্যভাগের কথা।

পিতামহ পবিত্র হজ্জ সম্পন্ন করে বাড়িতে ফিরলেন। বন্ধ হ'ল পিতা-চাচাদের নাটক, পালা গানের আসর বসানো। কিন্তু মীলাদ, বার্ষিকী পালন ইত্যাদি অব্যাহত থাকল। মায়ের পীড়াপীড়িতে 'নুরানী নামায শিক্ষা' বই কিনলাম। 'নাওয়াইতুয়ান...' নিয়ত মুখস্থ করতেই কেটে গেল বেশ কিছুদিন। আম্মাপারার চার কুল অর্থাৎ সূরা কাফিরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস মুখস্থ করলাম। কিন্তু নিয়ত মুখস্থ হয় না, ছালাতও শুরু করা হয় না।

অবশেষে নিয়ত মুখস্থ করে ছালাত শুরু করতে পারলাম। কিন্তু ফজরের ছালাতে উঠা অসম্ভব হয় গেল। ছাত্রজীবন, বিধায় রাত জেগে লেখাপড়া করি। অভিভাবক ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চান না, তাই ডাকেন না। তবে মসজিদে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার ছালাতে মুওয়ায্যিন ছাহেবের অনুপস্থিতিতে ইমামতি করার সুযোগ পেয়েছি। ইতিমধ্যে 'মোকছেদুল মোমিনিন' বইটি হাতে এলো। এতে লেখা 'বেহেস্তের কুঞ্জি'। ভাবলাম, যাক বেহেস্তের সন্ধান পেলাম! গ্রামের পাঠশালার পাঠ চুকিয়ে আশির দশকের শুরুতে পাড়ি জমালাম শহরে। কলেজে মিললো অনেক বন্ধু-বান্ধব। পড়ে গেলাম মার্ক্সবাদীদের খপ্পরে। তারা বিভিন্ন প্রকারের বই হাতে ধরিয়ে দিল। এসব বই পড়ে দেখি কাস্তে-হাতুড়ি ছাড়া ভাগ্যের পরিবর্তন নেই। প্রকৃতিই সব, সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই। 'পার্টিই জীবন, বিপ্লবেই জীবন' শ্লোগানে সমাজ পরিবর্তনের হাতছানি। ধর্ম-কর্ম করে লাভ নেই।

ধর্মীয় জ্ঞান তেমন ছিল না। চটকদার কথা আর যুক্তির বিশ্লেষণের মোহে আকৃষ্ট হ'তে সময় লাগলো না। সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম। হয়ে গেলাম কম্যুনিস্ট। কেটে গেল আরো দুই দশক। পার্টিতে ফুলটাইম কাজ করার অদম্য স্পৃহা। ঈসায়ী ২০০০ সনের মধ্যভাগে জানতে পারলাম, ফুলটাইম কাজ করার যোগ্যতা আমার নেই। সমর্থক হয়ে থাকতে হবে। অনুসন্ধানে জানা গেল ত্রুটির কথা। সেটা হ'ল, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে দলের লোকজন মন্দিরে মন্দিরে ঘোরে পূজা-অর্চনার সময়, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু মসজিদে যেতে মানা। এই ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদ করাটাই ছিল অযোগ্যতার কারণ।

সমর্থক থাকার সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম। আমার এক আত্মীয় হঠাৎ বাসায় এসে উপস্থিত। হাতে ডাঃ যাকির নায়েকের লেকচারের সিডি। আমাকে দিয়ে বললেন, পারলে লেকচারটা শুনো। 'কুরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্স'-এর লেকচার। কৌতুহলবশে লেকচার শুনলাম। বিবর্তনবাদ মতবাদ নিয়ে চার্লস ডারউইনের একটি তথ্য প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দেয় মনে। তিনি তার বন্ধুকে লেখা চিঠিতে বলেছেন, 'তিনি (ডারউইন) তার মতবাদ নিয়ে নিজেই কনফিউজড'। চমকে উঠলাম। তত্ত্বে বিশ্বাস নেই স্বয়ং সেই তত্ত্বের জনকেরই। তাহ'লে আমি ঐ তত্ত্বকে পুঁজি করে রাজনীতি করছি কেন? গুটিয়ে নিলাম নিজেকে।

২০১০-এর ডিসেম্বর। ঢাকায় তখন একটি বীমা কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বরত। কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের আওতায় 'বীমা'র উপর একটি কোর্স করছি। শুক্রবার রাত। আকস্মিকভাবে একটি নিদর্শন দেখলাম স্বপ্নে। যা নিয়ে কোনদিন ভাবিনি। স্বপ্নকে স্বপ্ন ভেবেই গুরুত্ব দেইনি। এক সপ্তাহ পর আবার একই স্বপ্ন। এভাবে চার সপ্তাহে চারবার একই স্বপ্ন। তখন চিন্তায় পড়ে গেলাম। স্কুল থেকে ছেলেকে আনতে গিয়ে পূর্ব পরিচিত এক মৌলভীর সাথে সাক্ষাৎ। তাকে স্বপ্নের বিষয়টি বলি। তিনি বললেন, আল্লাহ আপানাকে হয়ত হেদায়াত দিবেন। দ্বীনের পথে আসুন। বাসায় ফিরে স্ত্রীকে বললাম, আমার পায়জামা-পাঞ্জাবী বের কর। মসজিদে যাব। সহধর্মিনী আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

নতুন করে মসজিদের মুওয়ায্যিনের কাছে কুরআনুল কারীম পড়া শিখলাম। বাসার মালিক (যে বাসায় ভাড়া থাকি) তাবলীগ জামাতের সাথে জড়িত। প্রায় প্রায় চিল্লায় যান। আমাকে হঠাৎ মসজিদে যাওয়া দেখে অবাক হওয়ার পাশাপাশি আনন্দিত হন। তাদের জামাতে আমাকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন। প্রতিদিন ফজর ছালাতের পর পরামর্শ হয়। 'ফাযায়েলে আমল' আর 'মুন্তাখাব হাদিস' থাকে প্রতিদিনের পাঠ্যতালিকায়।

অবশেষে চিল্লায় যাওয়ার জন্য বেডিং কিনলাম। নির্ধারিত দিন এলো, সাথীরা সবাই প্রস্তুত। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না। এলাকায় গাশত-এর দায়িত্বে রয়ে গেলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার। গাশতে বেরিয়েছি। রাহবারের ভূমিকায় আমি। পথে দেখা হ'ল এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে। তিনি স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষক। পরদিন আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আপনাকে তো চক্ষুষ্মান হিসাবেই জানি। অন্ধদের সাথে আপনি কেন? বিস্মিত হয়ে কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'ওরা (ইলিয়াসী তাবলীগ) তো গোমরাহ। ফাযায়েলে নিসাব ছাড়া ওরা আর কিছু মানে

না। বুখারী কিংবা কুরআনের তাফসীর নিয়ে ওদের 'মাশওয়ারা' (পরামর্শ) বৈঠকে জান। তাহ'লেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন'।

পরবর্তী বৈঠকে তাই করলাম। প্রস্তাব দিলাম, এই 'ফাযায়ালে আমল' তো অনেক পড়া হ'ল, এখন বুখারী ও কুরআনের তাফসীর পড়লে অনেক ফায়েদা হবে। আমীর ছাহেব সাথে সাথে এই প্রস্তাবে রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। তার ভাষ্য হ'ল, 'এসব চটি বই পড়ে লাভ হবে না। আমাদের জন্য 'ফাযায়েলে আমল'ই যথেষ্ট। অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ভাবলাম, এরা কুরআনের তাফসীর, বুখারীর মত বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ পড়তে চায় না। এটা আবার কোন ইসলাম? তাই ওদের সঙ্গ ত্যাগ করলাম। সঠিক ইসলাম কোথায় পাব, তালাশ করতে লাগলাম।

এক শুক্রবার সকাল ১১-টায় আমার এক আত্মীয় (যিনি জন্মসূত্রে আহলেহাদীছ) ফোন করলেন। এনটিভিতে একটা অনুষ্ঠান দেখার তাকীদ দিলেন। দেখলাম, 'আপনার জিজ্ঞাসা' অনুষ্ঠানে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ। চট্টগ্রাম থেকে এক বোন জানতে চাইলেন ছালাতের পর মাসনূন দো'আ সম্পর্কে। তিনি তাওহীদ প্রকাশনীর 'হিছনুল মুসলিম' বইটি সংগ্রহ করে পড়ার পরামর্শ দিলেন।

চলে গেলাম ঢাকার বংশালে তাওহীদ প্রকাশনী খুঁজে বের করলাম। 'হিছনুল মুসলিম' ও বুখারীর ১ম খণ্ড কিনে ফিরলাম। যতই পড়ছি ততই বুঝতে পারছিলাম যে, আমার ইতিপূর্বের ছালাতসহ কোন আমলই ছহীহ সুন্নাহ সম্মত হয়নি। বুখারীতে পাওয়া হাদীছ অনুযায়ী রাফউল ইয়াদাইন ও সূরা ফাতিহা শেষে উচ্চস্বরে আমীন বলা শুরু করতেই বাধলো বিপত্তি।

ইলিয়াসী তাবলীগের আমীর ছাহেব বললেন, 'ও চটি বই (বুখারী) পড়ে পাগল হয়ে গেছে। মসজিদের খতীব ছাহেব আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনি বুখারীর কি বুঝেন? আপনি কি মাদ্রাসায় পড়েছেন? আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থেকে পড়াশুনায় জোর দিলাম। এভাবে কেটে গেল আরো এক বছর। ২০১১ সালের মে মাস। স্কুলে যেতে হ'ল ছেলেকে আনতে। তখন ছুটি হয়নি। দেখি এক ভদ্রলোক ডাঃ যাকির নায়েকের বিষয়ে কথা বলছেন। তাকে বললাম, ভাই আপনি কি ওনার ভক্ত? উনি বললেন, ডাঃ ছাহেব হক কথা বলেন, বিধায় তাকে ভালোবাসি। তাকে বললাম, রংপুরে কি হকপন্থীদের মসজিদ নেই? তিনি বললেন, সেন্ট্রাল রোডে সালাফিয়া মসজিদের কথা। ঐ দিনই মাগরিবের ছালাতে দু'জনেই গেলাম। পরিতৃপ্তি সহকারে ছালাত আদায় শেষে সকলের সঙ্গে পরিচিত হ'লাম। বয়স্ক মুওয়ায্যিন শ্রদ্ধেয় আমজাদ ভাই পরামর্শ দিলেন শুক্রবারে মসজিদে আসতে। তিনি আরো বললেন, শুক্রবার রেযাউল নামের একটি ছেলে বই বিক্রি করে। বই কিনে পড়ুন, তাহ'লে সঠিক ইসলাম খুঁজে পাবেন।

অপেক্ষার প্রহর কেটে গেল। জুম'আর ছালাত আদায় শেষে দেখি রেযাউল রাস্তার পাশে একটি কাঠের খাটের উপরে হরেক রকম বই বিছিয়ে রেখেছে। ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের ছালাতুল রাসূল (ছাঃ), ফিরক্বায়ে নাজিয়া, ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি সহ বেশ কয়েকটি বই কিনলাম। বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল মাছাবীহ সহ আরো কিছু বই সংগ্রহ করার সুযোগ মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিলেন। এসব বই পড়ে নতুন করে মুসলিম হ'লাম, বাপ-দাদার আমল ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

২০১২ সালে ডিসেম্বর মাস। আবার মহান আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নে একটি নিদর্শন দেখালেন। এবার শরণাপন্ন হ'লাম একজন সালাফী আলেমের। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, আপনি দ্বীনের কাজে নিয়োজিত হন। শুরু হ'ল দ্বীনের তাবলীগ। মাযহাবী মসজিদে আমাদেরকে বসতেই দেয় না। ইতিমধ্যে বই পড়ে অবগত হ'লাম জামা'আতবদ্ধভাবে দ্বীনের প্রচার করার তাকীদ। আর জানার সুযোগ হ'ল একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ। 'যার স্কন্ধে আমীরের বায়'আত নেই, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু'। এই হাদীছ জানার পর আমীর খুঁজে পাই না। তটস্থ হয়ে পড়লাম।

অবশেষে দেখা মিলল, মাস্টার খায়রুল আযাদ ছাহেবের। তাঁর সাথে পরিচিত হ'লাম। তিনি আমি বললেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর আছেন। তিনি হ'লেন ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব'। ভাই খায়রুল আযাদ তখন ঐ সংগঠনের যেলা সভাপতি। তাকে বললাম, 'আমি স্যারের অনেক বই পড়েছি। তাঁর বই পড়ে সঠিক ইসলাম খুঁজে পেয়েছি। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলেন। তিনি সানন্দে রাযী হ'লেন।

২০১৪ সালের পবিত্র ঈদুল আযাহার পরদিন ভাই খায়রুল আযাদ ছাহেবের নেতৃত্বে আমরা ১২ জন মাইক্রোবাস ভাড়া করে পৌঁছলাম রাজশাহীর নওদাপাড়ায়। বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ মিললো। তিনি আক্বীদা সম্পর্কে বুঝালেন। আমরা ১২ জন উপস্থিত থাকলেও তিনি কেন যেন আমার দিকেই বেশী তাকাচ্ছিলেন।

অতঃপর জানতে চাইলেন আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? অন্যরা কিছু বলার আগেই আমি বললাম, স্যার আমরা বায়'আত নেয়ার জন্য এসেছি। সেই সাথে বায়'আত সংক্রান্ত হাদীছটির প্রসঙ্গ তুলে ধরলাম। তিনি আমার পেশা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বললাম, স্যার, আমি একটি বীমা কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। তিনি বললেন, আপনি কি জান্নাতে যেতে চান? বললাম, জি স্যার। তিনি বললেন, এই চাকুরী ছেড়ে দেন। বললাম, কেন স্যার? তিনি একটি হাদীছ শুনিয়ে বুঝিয়ে বললেন, এই পেশায় উপার্জিত অর্থ হারাম। হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে যাবে না। আমি বললাম, 'চাকুরী ছেড়ে দিলে পরিবার-পরিজন নিয়ে কি খাবো স্যার! তিনি বললেন, রিযিকদাতা আল্লাহ।

কথোপকথনে ৫৫ মিনিট পেরিয়ে গেল। একটু পরেই মাগরিবের ছালাতের আযান হবে। স্যার বায়'আত নিচ্ছেন না। বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে, হারাম পেশায় নিয়োজিত থাকলে আমীরে জামা'আত বায়'আত নিবেন না। মনস্থির করে স্যারকে জানালাম, চাকুরী ছেড়ে দেয়ার কথা। অতঃপর কাঙ্ক্ষিত বায়'আত সম্পন্ন হ'ল। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

পরদিন ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে অফিস ভবনের ১৩ তলায় নিজস্ব চেম্বারে বসে চাকুরীতে ইস্তেফাপত্র লিখলাম। স্বাক্ষর করে একটি ইনভেলাপে ভরে উঠার প্রস্তুতি। এমন সময় পিয়ন এসে জানাল এম ডি স্যার সালাম দিয়েছেন। ১০ তলায় ওনার চেম্বার। সেখানে যেতেই স্যার জানালেন, পদোন্নতির কথা। হাতে চিঠি ধরিয়ে দিলেন। খুলে দেখি এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়েছি। বেতন-ভাতা সর্বসাকুল্যে ১ লাখ ৮০ হাযার টাকা (প্রায়)। চিঠিটি খামে ভরে এমডি স্যারের টেবিলে রাখলাম। এবার দিলাম আমার ইস্তেফাপত্র। বিস্মিত হয়ে স্যার বললেন, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এত সুন্দর একটি চাকরী ছেড়ে দিবেন? বিনয়ের সাথে বললাম, স্যার আপনিতো মুসলমান। আপনি কি জান্নাতে যেতে চান? তাহ'লে আপনিও এই চাকুরী ছাড়ুন। আমীরে জামা'আত ড. গালিব স্যার বলেছেন, হারাম উপার্জন দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

অতঃপর বাসায় ফিরে পরিবারের সদস্যদের জানালাম। চাকুরী ছেড়ে দেয়ার কথা শুনে সবাই হতভম্ব। একটি পত্রিকা অফিসে চাকুরী পেলাম। মাসিক বেতন ছয় হাযার টাকা। প্রতি মাসে সংসার খরচ লাগত ১৮ হাযার টাকা। পত্রিকা সম্পাদকের অনৈতিক প্রস্তাব মেনে নেয়া সম্ভব হ'ল না। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজে কিছু করার চেষ্টা করলাম। এক দ্বীনি ভাই পাশে দাঁড়ালেন। তার পরামর্শে ইউনানী প্যারামেডিকেল কলেজে ভর্তি হ'লাম। তিনি খরচ যোগালেন। এমতাবস্থায় শহরের জনৈক বিত্তশালী তার বাসায় ডেকে নিলেন। দু'লাখ টাকার একটা চেক লিখে দিয়ে বললেন, ওষুধের ব্যবসা শুরু করতে। তাকে আশ্বাস দিলাম, ইনশাআল্লাহ দু'বছরের মধ্যে সমুদয় টাকা ফেরত দেব। ছয় মাসের মধ্যে পঞ্চাশ হাযার টাকা ফেরত দিলাম।

২০১৫ সালের রামাযান মাস। খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ইফতারের দাওয়াত। সেখানে গিয়ে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ছাহেবের সঙ্গে। সেই সাথে তৎকালীন 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল আদনান, শিহাবুদ্দীন, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, বর্তমান সভাপতি আব্দুন নূর সরকার সহ অনেকের সাথে পরিচিত হ'লাম। ঐদিন সংগঠনের যেলা কমিটি গঠন করা হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল আমাকে দফতর সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে ছহীহ তরীকায় দ্বীনের কাজ করার আহ্বান জানালেন।

২০১৬ সালের মার্চ মাস। যোহরের ছালাত শেষে সালাফিয়া মসজিদে বসে আছি। আমাকে যিনি দু'লাখ টাকা দিয়েছিলেন তিনিসহ আরও দু'জন আলেম আমাকে প্রস্তাব দিলেন তাদের সংগঠনে মুবাল্লিগ পদে যোগদান করতে। কিন্তু জমঈতে আহলেহাদীসের অনেক নেতা-কর্মী বিজাতীয় সংগঠনের সাথে জড়িত, তাদের অনেকে হারাম-হালাল বেছে চলে না, নানা বিদ'আতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার কারণে তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলাম। পরদিন ঐ বিত্তশালী ব্যক্তির ম্যানেজার আমাকে দোকান থেকে তুলে নিয়ে গেলেন ওনার বাসায়। ড্রইং রুমে ঢুকতেই আমাকে দেখে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ সব টাকা ফেরত দিতে চাপ সৃষ্টি করলেন। সেই সাথে গালি-গালাজও শুনতে হ'ল। সাতদিনের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে হবে, এই শর্তে বাসায় ফিরে এলাম। সব কথা শুনে আমার স্ত্রী তার মোহরানার ১ লাখ টাকা এবং এক দ্বীনি ভাই ৫০ হাযার টাকা আমার হাতে তুলে দিলেন। পরদিনই ঐ বিত্তশালী লোকের টাকা ফেরত দিতে পেরে মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলাম। পরবর্তীতে জানতে পেরেছি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এ সম্পৃক্ত হওয়াটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিন-আমীন!

রংপুর শহরের সিটি বাযারের এক মুদি দোকানদার, যিনি আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। তার দোকানেই নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্যাদি কেনাকাটা করি। ঐ দোকানদার আমার পরিচিতজনদের সাবধান করতে লাগলেন আমার সম্পর্কে। তার বক্তব্য হ'ল, মুছতফা আহলেহাদীছ হয়ে গেছে। কাজেই সে ইসলাম থেকে খারিজ, ওর থেকে সতর্ক থাকবেন। পরবর্তীতে ঐ দোকানদার সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি জনৈক পীরের মুরীদ। ভারতের দেওবন্দে লেখাপড়া করা জনৈক মুফতী একদিন আমার সেন্ট্রাল রোডস্থ মসজিদ মার্কেটের ঔষধের দোকানে এলেন। পাশেই আহলেহাদীছ মসজিদ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এদের থেকে সাবধান থাকবেন। কারণ ওরা মুসলমান নয়!

শুধু তাই নয়, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এ শামিল হওয়ায় শহরের বেশ কিছু আহলেহাদীছ দাবীদার ব্যক্তি আমাকে বাঁকা নযরে দেখেন। অবাক হয়ে ভাবি, হকপন্থীদের যারা পসন্দ করে না- এরা আহলেহাদীছ হয় কি করে?

প্রিয় পাঠক! শিরক ও বিদ'আত পন্থী, বিভিন্ন ফের্কার জালে আবদ্ধ মানুষ, যারা সঠিক আক্বীদা কি, তা-ই বুঝে না, এরা যখন আহলেহাদীছদের নিয়ে তীর্যক মন্তব্য করে, গালি-গালাজ করে তাদের ত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা না করা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু ছহীহ আক্বীদার ধ্বজাধারীরা যখন হক পন্থীদের ভর্ৎসনা করে, তখন কী বলবেন? অতএব সাবধান! অহী-র বিধান কায়েম করার আন্দোলনের ঝাণ্ডা আঁকড়ে ধরা ছাড়া ঈমান রক্ষার আর কোন বিকল্প পথ নেই। এই পথেই রয়েছে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও নিশ্চিত বিজয়। নাছরুম মিনাল্লা-হে ওয়া ফাৎহুন ক্বারীব। আল্লাহ আমাদের সকলকে হকের উপরে টিকে থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!

-মুছতফা, গুপ্তপাড়া, রংপুর।

ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর জীবনী থেকে কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) খোরাসান তথা বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের মার্ভ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই শহরেই তিনি বেড়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, আলেম, মুজতাহিদ, কবি, সাহিত্যিক, দানশীল এবং একজন সাহসী বীর মুজাহিদ। তিনি 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ' উপাধিতে ভূষিত হন। আবূ উসামা (রহঃ) বলেন, ما رأيت رجلًا أطلب للعلم من ابن المبارك، وهو في المحدِّثين مثلُ أمير المؤمنين في الناس، 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের চেয়ে অধিক ইলম অন্বেষী ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। মানুষের মাঝে আমীরুল মুমিনীনের মর্যাদা যেমন, মুহাদ্দিছগণের মাঝে তিনি তেমন'।[১] ইবনু হিব্বান বলেন, كَانَ بن الْمُبَارك رَحمَه الله فِيهِ خِصَال مجتمعة لم يجْتَمع فِي أحد من أهل الْعلم فِي زَمَانه فِي الدُّنْيَا كله، 'ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর মাঝে এমন সব কল্যাণকর বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল, তৎকালীন যুগে সারা দুনিয়ার কোন আলেমের মাঝে যার সমাবেশ ঘটেনি'।[২]

নু'আইম ইবনু হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ أَعقَلَ مِنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَلاَ أَكْثَرَ اجْتِهَاداً فِي العِبَادَةِ، 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মত অধিক জ্ঞানী এবং তার মত ইবাদতে অধিক পরিশ্রমী আমি আর কাউকে দেখিনি'।[৩]

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ আল-জাহযমী (রহঃ) বলেন, একবার ইমাম আওযাঈ আমাকে বললেন, তুমি কি ইবনুল মুবারককে দেখেছ? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, لَوْ رَأَيْتَهُ لَقَرَّتْ عَيْنُكَ 'যদি তুমি তাকে দেখতে, তাহ'লে তোমার চোখ শীতল হয়ে যেত'।[৪]

বিশ্ব নন্দিত এই পরহেযগার মনীষীর জীবনের পরতে পরতে আমাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের খোরাক রয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা তার জীবনী থেকে কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

(১) ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর পিতা মুবারক ইবনু ওয়াযেহ পরহেযগার ও যাহেদ ব্যক্তি ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ একটি বাগানের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন। একদিন বাগানের মালিক এসে তাকে বললেন, আমাকে কয়েকটা মিষ্টি আনার এনে দাও। তিনি বাগানে গিয়ে বেছে বেছে কয়েকটি গাছ থেকে আনার পেড়ে আনলেন। কিন্তু আনারগুলো ভেঙ্গে দেখা গেল সেগুলো টক। মালিক রেগে গিয়ে বললেন, আমি তোমার কাছে মিষ্টি আনার চেয়েছি, আর তুমি আমাকে টক আনার নিয়ে এসে দিলে? যাও! মিষ্টিগুলো পেড়ে নিয়ে আস। এবার মুবারক আরো অন্যান্য গাছ থেকে ডালিম আনলেন, কিন্তু সেগুলোও টক ছিল। এবার মালিক আরো ক্রুদ্ধ হ'লেন। এভাবে তিন বার ফল পেড়ে আনার পরে দেখা গেল সেগুলোও টক। মালিক ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, কোন ফল টক আর কোন ফল মিষ্টি এটা কি তুমি জান না। তিনি না সূচক উত্তর দিলেন। মালিক বললেন, তুমি বাগান দেখা-শোন কর, অথচ ফল দেখে চিনতে পার না, এটা কেমন কথা। তিনি বললেন, আমি তো বাগনের ফল খেয়ে দেখিনি যে, টক-মিষ্টি বুঝতে পারব। মালিক বললেন, খাওনি কেন? মবারক বললেন, আপনি তো আমাকে খাওয়ার অনুমতি দেননি। মালিক যেন তখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন এবং মনে মনে ভাবলেন আসলেই তো। মালির সততা যারপর নাই তাকে মুগ্ধ করল। অতঃপর তিনি মুবারক বিন ওয়াযেহের সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইবনু খাল্লিকান বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, এই দম্পতির ঔরসে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) জন্ম গ্রহণ করেন।[৫]

(২) ইবনুল মুবারক (রহঃ) ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তার সহপাঠী ও বন্ধু ছাখর (রহঃ) বলেন, আমি আর ইবনুল মুবারক ছোটবেলায় একই মক্তবে পড়তাম। একদিন আমরা এক মজলিসে অংশগ্রহণ করলাম। সেখানে এক ব্যক্তি বেশ লম্বা আলোচনা করলেন। লোকটি যখন আলোচনা শেষ করলেন, তখন ইবনুল মুবারক আমাকে বললেন, আমি এই আলোচনা মুখস্থ করে ফেলেছি। এলাকার এক লোক পাশ থেকে এই কথাটি শুনে ইবনুল মুবারককে বললেন, 'দেখি! আলোচনাটা আমাদেরকে শুনাও!'। অতঃপর ইবনুল মুবারক তাদের সবাইকে পুরো আলোচনাটা শুনিয়ে দিলেন'।[৬]

(৩) আবদাহ বিন সুলায়মান বলেন, আমরা একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে রোমানদের বিরুদ্ধে এক জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হ'লাম। রোমানদের বাহিনী থেকে এক লোক বেরিয়ে এসে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল। আমাদের পক্ষ থেকে এক মুজাহিদ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধ শেষে আমাদের মুজাহিদ রোমান যোদ্ধাকে হত্যা করল। রোমানদের থেকে আরেকজন বেরিয়ে আসল, এবার সে তাকেও হত্যা করল। এবার সে নিজেই মল্লযুদ্ধের আহ্বান

---

* *এম.এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, তাহক্বীক: আমর আল-আমরী (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৪১৫হি./১৯৯৫খৃ.) ৩২/৪০৭, ৪২৫।*

২. *ইবনু হিব্বান, আছ-ছিক্বাত (হায়দারাবাদ: দারুল মা'আরেফ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খৃ.) ৭/৮।*

৩. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরূত: মুআস্সাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.) ৮/৪০৫।*

৪. *খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, তাহক্বীক: মুছতাফা আব্দুল ক্বাদের আত্বা (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি.) ১০/১৫৬; হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৬২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৩৮৪।*

৫. *ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফিইয়াতুল আ'ইয়ান, তাহক্বীক্ব: ইহসান আব্বাস (বৈরূত: দারু ছাদের, প্রথম প্রকাশ, ১৯০০ খৃ.) ৩/৩২।*

৬. *তারীখু বাগদাদ ১০/১৬৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৩৯৩।*

জানাল। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে একজন সৈনিক বেরিয়ে এল, ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধ শেষে তাকেও সে হত্যা করল। আমাদের মুঁজাহিদ ভাইটির বীরত্ব দেখে সবাই তার চারপাশে জড়ো হ'তে থাকল, আমিও সেখানে ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, মুজাহিদ ভাইটি জামার আস্তিনে নিজের চেহারা ঢেকে রেখেছে। আমি তার আস্তিনের এক প্রান্ত ধরে টান দিতেই অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম এ আর কেউ নয়, তিনি আমাদের আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক।[৭] ইমাম যাহাবীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনুল মুবারক আবদাহ বিন সুলায়মানকে কসম খাইয়েছিলেন যেন তার পরিচয় গোপন রাখা হয়।..

(৪) মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে শাক্বীক্ব (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'হজ্জের সময় ঘনিয়ে এলে মার্ভের অধিবাসীরা ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর নিকটে এসে বলতেন, আমরা আপনার সাথে হজ্জে যাব। তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা আমার নিকট খরচের টাকা জমা দাও। তারা তাদের টাকা-পয়সা তার কাছে জমা রাখত। এরপর তিনি সেগুলো নিয়ে একটি বাক্সে রেখে তালাবদ্ধ করে রাখতেন। আর তাদের জিনিসপত্র বহন করার জন্য লোকও ভাড়া করতেন। অতঃপর তারা মার্ভ থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতেন। পথিমধ্যে তাদের যত কিছুর প্রয়োজন হ'ত, তিনি তা মিটাতেন এবং তাদের জন্য সর্বোত্তম খাদ্য ও মিষ্টান্নসহ সবকিছু কিনতেন। তারপর উৎকৃষ্ট পোষাক ও পরিপূর্ণ মানবিক গুণাবলী নিয়ে তারা মদীনার দিকে রওনা করতেন। রাসূলের শহর মদীনায় পৌঁছে তিনি প্রত্যেক সাথীকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমাদের পরিবার-পরিজন তাদের জন্য মদীনা থেকে কি জিনিস নিতে বলেছে? তারা বলত, অমুক অমুক জিনিস নিতে বলেছে। এরপর তিনি তাদের জন্য উল্লেখিত বস্তুসমূহ কিনে নিতেন। তারপর তাদেরকে নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা করতেন। হজ্জ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি প্রত্যেক সঙ্গীকে আবার বলতেন, তোমাদের পরিবার তাদের জন্য মক্কা থেকে কি কি বস্তু কিনতে বলেছে? তারা বলত, অমুক অমুক জিনিস কিনতে বলেছে। তিনি তাদের জন্য উল্লেখিত জিনিসপত্র কিনে নিতেন। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে মক্কা থেকে বের হ'তেন এবং মার্ভ শহরে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাদের জন্য অনবরত খরচ করতেই থাকতেন। তারপর এলাকায় এসে সঙ্গী-সাথীদের ঘর-বাড়ী ও দরজাগুলো মোজাইক করে দিতেন। আর তিন দিন পর তাদের জন্য খানাপিনার আয়োজন করতেন এবং তাদের সবাইকে জামা-কাপড় উপহার দিতেন। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা খুশী হ'লে তাদের টাকা-পয়সা যে বাক্সে রাখা ছিল, সেই বাক্সটা নিয়ে আসতেন এবং সেটা খুলতেন। তারপর প্রত্যেককে তাদের টাকার থলে ফিরিয়ে দিতেন। আর প্রত্যেকের থলের উপর মালিকের নাম লেখা থাকত'।[৮]

(৫) হাসান বিন আরাফাহ বলেন, একদিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আমাকে বললেন, 'আমি সিরিয়ায় এক লোকের কাছ থেকে একটা কলম ধার নিয়েছিলাম। কলমটা ফিরিয়ে দেওয়ার নিয়তও আমার ছিল। কিন্তু মার্ভ (তুর্কমেনিস্তান) পৌঁছে আমার খেয়াল হ'ল কলমটা ফেরত দেওয়া হয়নি। কলমটা মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য আমি আবার সিরিয়ার পথ ধরলাম'।[৯]

(৬) সালামাহ ইবনু সুলাইমান (রহঃ) বলেন, একবার এক ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর কাছে তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য আরয করল। তিনি লোকটির কাছে একটি চিঠি লিখে দিয়ে তার কোষাধ্যক্ষের নিকটে পাঠালেন। কোষাধ্যক্ষ চিঠি হাতে পেয়ে লোকটিকে বলল, আপনার কী পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা প্রয়োজন? লোকটি বলল, সাত শত দিরহাম। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক চিঠিতে লোকটাকে সাত হাযার দিরহাম দিয়ে দিতে বলেছেন। তাই বিষয়টি যাচাই করার জন্য কোষাধ্যক্ষ ইবনুল মুবারাকের কাছে পত্র দিয়ে বললেন, লোকটিকে এত টাকা দিয়ে দিলে আপনার ফাণ্ড শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যুত্তরে ইবনুল মুবারক বললেন, যদি ফাণ্ড শেষ হয়ে যায়, তা'হলে মনে রেখ! বয়সও একদিন শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং আমি তাকে যত টাকা দিতে বলেছি, তাকে ততটুকুই দিয়ে দাও।[১০]

(৭) শাক্বীফ ইবনে ইবরাহী বলখী (রহঃ) বলেন, আমরা একদিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-কে বললাম, 'আপনি তো আমাদের সাথেই ছালাত আদায় করেন, কিন্তু আমাদের সাথে বসেন না কেন?' তখন তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ছাহাবী ও তাবেঈদের সাথে বসে কথা বলি'। আমরা বললাম, 'ছাহাবী-তাবেঈদের আপনি কোথায় পেলেন'। তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করি। তখন তাদের কথা ও কর্মের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তোমাদের সাথে বসে আমি কী করবো? তোমরা তো বসেই মানুষের দোষ চর্চা করা শুরু করো'।[১১] নাঈম ইবনে হাম্মাদ বলেন, ইবনুল মুবারক (রহঃ) অধিকাংশ সময় নিজ বাড়িতে অবস্থান করতেন। তাকে বলা হ'ল, আপনি সবসময় বাড়িতে বসে থাকেন, এতে কি একাকীত্ব অনুভব করেন না? জবাবে তিনি বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থাকি, এককীত্ব অনুভব করব কীভাবে?[১২]

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) খুব বিনয়ের সাথে মানুষকে আদব শিক্ষা দিতেন এবং ভুল সংশোধন করে দিতেন। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ (রহঃ) বলেন, একবার এক লোক ইবনুল মুবারাকের সামনে হাঁচি দিল। কিন্তু 'আলহামদুল্লিাহ' বলল না। তখন ইবনুল মুবারাক লোকটিকে বলল, বলুন তো! হাঁচি দিলে কী বলতে হয়? লোকটি বলল,

---

৭. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ, তাহক্বীক: আহমাদ ইবনে আলী (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০০খ্রিঃ/১৪২১হিঃ) ২/৩২৯; খত্বীব বাগদাদ, তারীখু বাগদাদ, ১০/১৬৫।*

৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৬৮-৩৬৯; তারীখু বাগদাদ ১০/১৫৭-১৫৮।*

৯. *তারীখু দিমাশ্ক ৩২/৪৩৪; তারীখু বাগদাদ ১০/১৬৫।*

১০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৩৮৬।*

১১. *খত্বীব বাগদাদী, তাকয়ীদুল ইলম (বৈরূত: ইহয়াউস সুন্নাহ আন-নববিয়্যাহ, তাবি) পৃ. ১২৬; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৩/৩২৪।*

১২. *ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৩/৩২৪।*

'আলহামদুলিল্লাহ'। তখন তিনি বললেন, ইয়ারহামুকাল্লাহ। ইবনু হুমাইদ বলেন, তার এই আদব শিক্ষা দেওয়ার সুন্দর পদ্ধতি দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।[১৩] মূলত তিনি লোকটিকে নিম্নের হাদীছটি শিক্ষা দিয়েছেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ 'যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, সে যেন আলহামদুলিল্লাহ বলে। আর তার মুসলিম ভাই অথবা বন্ধু হাঁচিদাতার জবাবে বলবে, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। যখন শ্রোতা ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে, তখন হাঁচি দাতা বলবে, ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইয়ুছলিহ বা-লাকুম (আল্লাহ আপনাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আপনাদের মনের অবস্থা সংশোধন করুন)'।[১৪]

(৯) আবূ খুযাইমাহ আল-আবেদ (রহঃ) বলেন, একবার আমি ইবনুল মুবারাক (রহঃ)-কে দেখতে গেলাম। তখন তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন এবং অস্থির হয়ে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিলেন। আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান! এমন অস্থির হচ্ছেন কেন? ধৈর্য ধারণ করুন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র গ্রেপ্তারে ধৈর্য ধারণ করার সাধ্য কার আছে? অথচ তিনি বলেছেন, إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 'নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, বড়ই কঠিন' *(হূদ ১১/১০২)*।[১৫]

(১০) পারিবারিকভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নানা নূহ ছিলেন মার্ভের সেরা ধনীদের একজন। সেই সূত্রে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ইবনুল মুবারক। তাঁর স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা ছিল। তবে অন্য পাঁচজন ব্যবসায়ী থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)-কে একবার বললেন, 'আচ্ছা! আপনি তো আমাদেরকে দুনিয়াবিমুখতা, অল্পতুষ্টি এবং বেশী পরিমাণে ইবাদত করার নির্দেশ দেন। অথচ আমরা দেখি, আপনি খোরাসান থেকে হারামে (মক্কা-মদীনা) পণ্য আমদানী করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। এটা কেন করেন? তখন ইবনুল মুবারাক বললেন, 'হে আবু আলী! আমি এটা করি আমার সামাজিক ভাবমূর্তি রক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। আর এর মাধ্যমে আমি আমার প্রভুর আনুগত্যের সামর্থ্য অর্জন করি। এটা (ব্যবসা) ছাড়া আল্লাহ্র অধিকার দ্রুত আদায় করা সম্ভব নয়'। ফুযাইল বললেন, 'হে ইবনুল মুবারক! আপনার ব্যবসায়িক সাফল্য কতই না উত্তম'![১৬]

(১১) আশ'আছ ইবনু শুবাহ আল-মাছীছী (রহঃ) বলেন, আমীরুল মুমিনীন খলীফা হারূনুর রশীদ একবার বর্তমান সিরিয়ার রাক্কা শহরে আগমন করেন। খলীফা তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এই শহরের একটি শাহী প্রসাদে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় জানা গেল যে, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) রাক্কা শহরে এসেছেন। তখন ইবনুল মুবারকের শুভাগমনে মানুষ দলে দলে তার পিছনে জড়ো হ'তে থাকল। ফলে তাদের জুতার দলনে আকাশে ধূলা-বালু উড়তে লাগল। খলীফার স্ত্রী প্রসাদের উপর থেকে এটা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? তখন লোকেরা বলল, খোরাসান থেকে একজন আলেম রাক্কা শহরে এসেছেন, তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক' নামে পরিচিত। তখন খলীফার স্ত্রী বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম! হারূণুর রশীদ যে রাজত্ব করেন, সেটা প্রকৃত বাদশাহী নয়; ইবনুল মুবারাকের বাদশাহীই প্রকৃত রাজত্ব। কেননা হারূণুর রশীদের নিকটে লোক জড় করতে সৈন্যসামন্ত লাগে। পক্ষান্তরে মানুষ কোন সাহয্য-সহযোগিতার স্বার্থ ছাড়াই এমনিতেই তার নিকটে সমবেত হয়েছে।[১৭] কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, খলীফার স্ত্রী তার স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন, হে হারূণ! আপনি মনে করছেন যে, আপনি বড় বাদশাহ হয়েছেন। অর্ধজাহান আপনার শাসনে চলছে, কিন্তু সত্যকথা হ'ল এই যে, বাদশাহী তো তাদের হক। বাস্তবে তারাই তো বাদশাহ, যারা মানুষের মনের ওপর রাজত্ব করছে। কোন পুলিশ তাদের হাঁকিয়ে আনেনি; বরং এটি শুধু ইবনুল মুবারকের প্রতি তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। যেটি সবাইকে এখানে সমবেত করে দিয়েছে। এ অবস্থান আল্লাহ তা'আলাই তাকে দান করেছেন। তাই তো আরবী প্রবাদে বলা হয়, إن الملوك يحكمون على الورى، وعلى الملوك لتحكم العلماء 'রাজাগণ সৃষ্টিজগতের উপর শাসন করেন, আর রাজাগণের উপর শাসন করেন আলেমগণ'।

(১২) মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রায়ই তারাসূস[১৮] শহরে যাতায়াত করতেন। তিনি যাত্রাকালে রাক্কা শহরের এক সরাইখানাতে উঠতেন। সেই সরাইখানার এক যুবক তার খেদতম করত এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম করে দিত। একবার যাওয়ার পথে তিনি এই সরাইখানাতে উঠে সেই যুবককে দেখতে পেলেন না। অতঃপর তিনি সেখানে বেশীক্ষণ অবস্থান না করে জিহাদে চলে গেলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তিনি লোকদের কাছে সেই যুবকের খোঁজ-খবর নিয়ে জনতে পরলেন যে, সে দশ হাযার দিরহাম ঋণের কারণে বন্দী হয়ে আছে। তখন তিনি ঋণদাতার খোঁজ করতে থাকেন। অবশেষে তার সন্ধান পান। অতঃপর তিনি ঋণদাতাকে রাতের বেলা সাক্ষাৎ করতে বলেন এবং যুবকের পক্ষ থেকে দশ হাযার দিরহাম পরিশোধ করেন। তিনি ঋণদাতার কাছ থেকে এই মর্মে শপথ নেন যে,

---

১৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৩৮৩; তারীখু বাগদাদ ১০/১৫৪।*
১৪. *বুখারী হা/৬২২৪; মিশকাত হা/৯৭৩।*
১৫. *তারীখু দিমাশক্ব ৩২/৪৩৭।*
১৬. *তারীখু বাগদাদ ১০/১৫৮; তারীখু দিমাশক্ব ৩২/৪৫৬*
১৭. *তারীখু বাগদাদ ১০/১৫৫।*
১৮. *'তারাসূস' বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর (উইকিপিডিয়া)।*

তার জীবদ্দশাতে যেন এই দেনা পরিশোধের কথা কাউকে না জানানো হয়। তারপর কারও সাথে দেখা না করেই রাতের আঁধারে রাক্কা শহর ছেড়ে চলে যান। আর পরের দিন সকালে যুবককে মুক্ত করে দেওয়া হয়। লোকজন যুবককে বলল, এখানে ইবনুল মুবারক এসেছিলেন, তোমাকে অনেক খোঁজা-খুঁজি করেছেন, এখন হয়ত তিনি চলে গেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি দুই-তিন বার সেই সরাইখানাতে এসেছিলেন। প্রথম বার তিনি ঐ যুবকের সাক্ষাৎ পেয়ে বললেন, হে যুবক! তুমি কোথায় ছিলে? গতবার এসে তো তোমাকে দেখতে পেলাম না? তখন যুবক বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি ঋণের কারণে বন্দী ছিলাম। তিনি বললেন, তাহ'লে মুক্তি পেলে কীভাবে? যুবক বলল, এক অচেনা লোক এসে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে গেছেন। সেই লোককে আমি চিনি না এবং তার সম্পর্কে কিছু জানতেও পারিনি। তিনি বললেন, হে যুবক! তুমি আল্লাহ্র প্রশংসা কর, এজন্য যে, তিনি তোমাকে ঋণ পরিশোধ করার তাওফীক্ব দিয়েছেন। ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর সেই যুবকটি জানতে পেরেছিল, তার ঋণ পরিশোধকারী সেই অচেনা লোকটা ছিল স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ)।[১৯]

(১৩) একবার আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রহঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হ'লেন। বিভিন্ন শহর-বন্দর অতিক্রম করে তিনি কা'বার পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাদের কাফেলার একটি পাখি মারা গেল। তিনি পাখিটাকে একটি ভাগাড়ে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তার সাথীরা পাখিটা একটি ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে সামনে এগোতে থাকল, আর তিনি সবার পিছনে পিছনে চলতে থাকলেন। তিনি যখন ভাগাড়ের একদম কাছে চলে আসলেন, তখন পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ি থেকে এক মহিলা বের হয়ে সেই মরা পাখিটা কুড়িয়ে নিল। বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হ'লে তিনি কিছুটা বিস্মিত হ'লেন এবং মহিলাটিকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বলল, আমি ও আমার বোন এই বাড়িতে থাকি। এই পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই। আমাদের বাবার অনেক সম্পদ ছিল। কিন্তু দুর্বৃত্তরা আমাদের উপর হামলা করেছে এবং বাবাকে হত্যা করে তার সব সম্পদ ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। এই অবস্থাতে আমাদেন জন্য তো এই মরা পাখি খাওয়া হালাল, তাই এটা কুড়িয়ে নিলাম। মেয়েটির কথা শুনে ইবনুল মুবারক স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি কাফেলাকে থামিয়ে দিলেন এবং তার কোষাধ্যক্ষকে বললেন, খরচের জন্য তোমার কাছে কত টাকা আছে? সে বলল, এক হাযার দীনার আছে। বললেন, এখান থেকে গণে গণে বিষ দীনার আলাদা কর। মার্ভ পর্যন্ত পৌঁছাতে এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আর বাকী দীনারগুলো এই মেয়েকে দিয়ে দাও। এই বছর হজ্জ করার চেয়ে এই মেয়েকে সাহায্য করাই আমাদের জন্য অধিকতর উত্তম হবে। অতঃপর তিনি কাফেলাকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা করলেন।[২০]

(১৪) কাসিম বিন মুহাম্মদ বলেন, একবার আমরা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে সিরিয়া সফরে ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, লোকটার মাঝে কি এমন গুণ আছে যে, তিনি এতটা জনপ্রিয়? তিনি যদি ইবাদতগুযার হন, তাহ'লে আমরাও তো ইবাদত করি। তিনি যদি ছিয়াম রাখেন, জিহাদে অংশগ্রহণ করেন, হজ্জ করেন, এর সবই তো আমরা করি। তাহ'লে আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? পথিমধ্যে আমরা এক বাড়ীতে রাত কাটালাম। হঠাৎ ঘরের বাতিটা নিভে গেল, এতে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জেগে উঠল। এরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক নিভে যাওয়া বাতিটা বাইরে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ঘরে ফিরে আসলেন। প্রদীপের আলোয় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল তাঁর চেহারার দিকে। দেখলাম চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেছে। মনে মনে বললাম, 'এই সেই আল্লাহভীতি, যা আমাদের সবার থেকে তাঁর মর্যাদাকে পৃথক করে দিয়েছে'। কারণ যখন ঘরে আলো নিভে গিয়ে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, ইবনুল মুবারক তখন আখেরাতের অন্ধকারের কথা ভেবে অঝোর নয়নে কাঁদছিলেন'।[২১]

(১৫) মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াযীর বলেন, একবার আমি পালকি বা ডুলিতে চড়ে ইবনুল মুবারকের সাথে এক সফরে বের হয়েছিলাম। রাতের বেলা আমরা এক শ্বাপদসংকুল জায়গায় উপনীত হ'লাম। ইবনুল মুবারক বাহন থেকে নেমে খচ্চরের উপর আরোহণ করলেন। আমিও তার সাথে আরোহন করলাম। আমরা সেই জায়গাটা অতিক্রম করে একটা নদীর কাছে এসে পৌঁছলাম। তিনি খচ্চর থেকে নামলেন। তখনও রাতের কিছু অংশ বাকী ছিল। তাই আমি একটু গা এলিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। আর তিনি ওযূ করে ছালাত আদায় করা শুরু করলেন। আমি মনোযোগ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি ফজর পর্যন্ত ছালাত আদায় করলেন। যখন ফজর উদিত হ'ল, তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, 'ওঠ! ওযূ করে নাও'। বললাম, 'আমি ওযূ করে নিয়েছি'। এরপর আমরা রওনা দিলাম। ইবাদতে তার এই কষ্ট স্বীকারের দৃশ্য দেখে আমার ভিতরে দুশ্চিন্তা চেপে বসল। নিজেকে উৎকণ্ঠার মাঝে হারিয়ে ফেললাম। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখি তার সাথেই অবস্থান করছি। তিনি দুপুর পর্যন্ত আমার সাথে কোন কথা বলেননি। অতঃপর তার সাথেই বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম'।[২২]

(১৬) অনেক সময় মহান আল্লাহ্র কারামত বা অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করে তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে সম্মানিত করেন। ইতিহাসের পাতায় ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর কিছু কারামতের নমুনা খুঁজে পাওয়া যায়। তার অন্যতম একটি

---

১৯. *তারীখু দিমাশক্ব ৩২/৪৫৫; তারীখু বাগদাদ ১০/১৫৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৩৮৭।*

২০. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তাহ্কীক্ব: আলী শাইরী (বৈরূত: দারু ইহ্য়াউত তুরাছ আল-আরবী, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.) ১০/১৯১।*

২১. *ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৪/১৪৫-১৪৬।*

২২. *তারীখু দিমাশক্ব ৩২/৪৩৫।*

হ'ল- একবার এক অন্ধ লোক ইবনুল মুবারকের কাছে এসে আরয করে বলেন, 'হে ইবনুল মুবারক! আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন, তিনি যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন'। ইবনুল মুবারক সেই অন্ধের জন্য দো'আ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্র অনুগ্রহে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।[২৩]

(১৭) ইলমের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। হিব্বান ইবনু মূসা (রহঃ) বলেন, ইবনুল মুবারক (রহঃ) নিজ শহর ছাড়া অন্যান্য শহর-বন্দরের অধিবাসীদের জন্যও তার সম্পদ বরাদ্দ রাখতেন। এতে তার কওমের লোকেরা একটু উষ্মা প্রকাশ করলে তিনি বলেন, 'আমি এমন অনেক জনপদের লোকদেরকে চিনি, যাদের মর্যাদা ও সততা রয়েছে। সঠিকভাবে হাদীছের জ্ঞানার্জনে তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। জনগনের ইলমী চাহিদার জোগান দিতে গিয়ে তার নিজেরা অভাবী হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় আমরা যদি তাদেরকে ত্যাগ করি, তাহ'লে তাদের ইলম ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। আর আমরা যদি তাদেরকে সহযোগিতা করি, তাহ'লে তারা উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে দ্বীনী জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটাবে। অতঃপর তিনি বলেন, لا أعلم بعد النبوة درجة افضل من بث العلم 'মর্যাদার দিক দিয়ে নবুওয়াতের পরে ইলমের প্রসার ঘটানোর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন কাজ আছে বলে আমার জানা নেই'।[২৪]

পরিশেষে বলা যায়, নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত পথেই আমাদের মুক্তির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। তাই নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য তাঁদের জীবনী বেশী বেশী অধ্যয়ন করা যরূরী। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জান্নাতুল ফেরদাউসের সরল পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

২৩. তারীখু বাগদাদ ১০/১৬৫; তারীখু দিমাশক্ব ৩২/৪৩৫; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৩৯৫।

২৪. তারীখু দিমাশক্ব ৩২/৪৫৬।

মহিলা মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত সুধী! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর বালিকা শাখায় তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত বৃহদায়তন ক্যাম্পাস নির্মাণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার অংশ হিসাবে ৮ তলা আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। পর্যায়ক্রমে এখানে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক, ১টি প্রশাসনিক ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার এবং মসজিদ নির্মাণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত কাজের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে উক্ত ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণের তাওফীক্ব দান করুন। -আমীন!!

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ নং : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ডাচ বাংলা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২।

সার্বিক যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তার সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, يا بني! إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنما مال لا يَنْفَدُ؛ وإياك والطمَع فإنه فقر حاضر؛ وعليك باليأس، فإنك لم تيأس من شيء قطُّ إلا أغناك الله عنه، 'হে বৎস! যদি তুমি প্রাচুর্য তালাশ কর, তাহ'লে অল্পেতুষ্টির মাধ্যমে তা অন্বেষণ কর। কেননা অল্পেতুষ্টি এমন সম্পদ, যা কখনো নিঃশেষ হয় না। আর তুমি লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা লোভ চাক্ষুষ নিঃস্বতা। পাশাপাশি তুমি অপরের থেকে বিমুখ থাক। কেননা যখনই তুমি কোন কিছু (পার্থিব জৌলুস) থেকে নিবৃত্ত থাকবে, মহান আল্লাহ তোমাকে এর থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিবেন'।[১]

২. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, الدنيا سجن المؤمن، وأعظم أعماله في السجن الصبر وكظم الغيظ، وليس للمؤمن في الدنيا دولة، وإنما دولته في الآخرة، 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা স্বরূপ। আর এই জেলখানাতে তার সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্রোধ দমন করা। দুনিয়াতে মুমিনের কোন রাজত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে তার রাজত্ব কায়েম হবে আখেরাতে'।[২]

৩. খলীফা হারূনুর রশীদ বলেন, طَلَبْتُ الْحَقَّ فَوَجَدْتُهُ مَعَ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ، 'আমি হক অন্বেষণ করেছি, আর সেটা আহলেহাদীছদের কাছেই খুঁজে পেয়েছি'।[৩]

৪. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, اَلْمَلاَئِكَةُ حُرَّاسُ السَّمَاءِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيْثِ حُرَّاسُ الْأَرْضِ، 'ফেরেশতাগণ আসমানের পাহারাদার আর আহলেহাদীছগণ যমীনের পাহারাদার'।[৪]

৫. সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না (রহঃ) বলেন, تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْعَابِدِ الْجَاهِلِ، وَفِتْنَةِ الْعَالِمِ الْفَاجِرِ، فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُوْنٍ، 'তোমরা আল্লাহ্র নিকটে মূর্খ আবেদের এবং পাপিষ্ঠ আলেমের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা ফিতনায় নিপতিত ব্যক্তির জন্য এই দুই শ্রেণীর ফিতনাই সবচেয়ে বড় ফিতনা'।[৫]

৬. সাহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতুরী (রহঃ) বলেন, ترك الْأَمر عِنْد الله أعظم من ارْتِكَاب النَّهْي لِأَن آدم نهي عَن أكل الشَّجَرَة فَأكل مِنْهَا فَتَابَ عَلَيْهِ وإبليس أمر أَن يسْجد لآدَم فَلم يسْجد فَلم يتب عَلَيْهِ، 'নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে শরী'আতের নির্দেশ অমান্য করা আল্লাহ্র নিকট গুরুতর অপরাধ। কেননা আদম (আঃ)-কে গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই গাছের ফল খেয়েছিলেন। অতঃপর (তিনি তওবা করলে) আল্লাহ তার তওবা কবুল করেছিলেন। অপরদিকে আদমকে সিজদা করার জন্য ইবলীসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে সিজদা করেনি। ফলে আল্লাহ্ তার তওবাও কবুল করেননি'।[৬]

৭. ইয়ায বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, الدَّين راية الله في أرضه، فإذا أراد أن يذلّ عبدا جعلها طوقا في عنقه، 'যমীনের বুকে ঋণ আল্লাহ্র পতাকাসদৃশ। যখন তিনি কোন বান্দাকে লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা করেন, তখন তার গলায় ঋণের দড়ি পেচিয়ে দেন'।[৭]

৮. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لا تتم له سلامة القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص 'পাঁচটি বিষয় থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তরের পরিশুদ্ধিতা সুনিশ্চিত হয় না। (১) শিরক থেকে, যা তাওহীদের বিপরীত (২) বিদ'আত থেকে, যা সুন্নাতের বিপরীত (৩) খেয়াল-খুশী থেকে, যা শারঈ নির্দেশের বিরোধিতা করে (৪) উদাসীনতা থেকে, যা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ রাখে এবং (৫) প্রবৃত্তি থেকে, যা পাপমুক্তি ও ইখলাছের বিপরীতে চলে'।[৮]

৯. ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, مسكين ابن آدم لو خاف من الفقر لنجا منهما جميعاً ولو رغب في النار كما يخاف من الفقر لنجا منهما جميعاً ولو رغب في الجنة كما يرغب في الغنى لفاز بهما جميعاً ولو خاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعاً 'আদম সন্তান কত অসহায়! সে অভাব-অনটনকে যেভাবে ভয় করে, সেভাবে যদি জাহান্নামকে ভয় করত, তাহ'লে এই দু'টি থেকেই সে মুক্তি পেত। সে যেভাবে ধন-সম্পদ কামনা করে, সেভাবে যদি জান্নাত কামনা করত, তাহ'লে (দুনিয়ার প্রাচুর্য ও জান্নাত) উভয়টিই সে লাভ করতে পারত। সে প্রকাশ্যে যেভাবে তাঁর সৃষ্টিকে ভয় করে, সেভাবে যদি গোপনে আল্লাহকে ভয় করত, তবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়জগতেই সে সৌভাগ্যবান হ'তে পারত'।[৯]

---

১. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, ২/৩৬৩।*
২. *আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃ. ১০৯।*
৩. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৫৫।*
৪. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৭৪।*
৫. *বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ ১/৩১৮; ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম, ১/১১৯; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ১/১০৬; আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ১০২।*
৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ১৯৯।*
৭. *ইবনু কুতায়বা, 'উয়ূনুল আখবার ১/৩৬৩।*
৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১২২।*
৯. *গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/১৯৮।*

শীতে শরীরের ব্যথা থেকে মুক্তির উপায়

শীতকালে শরীরের বিভিন্ন ব্যথা বৃদ্ধি পায়। শরীরের পিঠ, কাঁধ, হাঁটু, মাথাসহ গাঁটের ব্যথা সহ নানা ব্যথা দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাপমাত্রা কমলে জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধির রক্তনালীগুলো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে রক্তের তাপমাত্রাও কমে যায়। ফলে জয়েন্টগুলো শক্ত হয়ে ফুলে ওঠে। তখনই ব্যথা বাড়ে। উপরন্তু এবছর যেহেতু প্রায় সকলেই ঘরে বসে কাজ করছেন, টানা ৯ ঘন্টা বসে থাকছেন সে কারণে ব্যথার প্রকোপও বেশী হবে।

এখনকার অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা ও পরিবেশ দূষণের ফলে অল্প বয়সেই শরীরে দেখা দিচ্ছে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি। ঘাটতি হচ্ছে ভিটামিন ডি-এর। যে কারণে প্রথমেই ওষুধ না খেয়ে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে এবং ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে সুস্থ থাকা যায় সেদিকেই নযর দিতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নের খাবারগুলো নিয়মিত খাওয়া যায়।

মেথি ভেজানো পানি : শরীরের যে কোন ব্যথার উপশম হয় মেথিতে। আগের রাতে এক গ্লাস পানিতে মেথি ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে ভাল করে ছেঁকে নিয়ে সেই পানি পান করলে শরীরও ভাল থাকবে, ব্যথাও কমবে।

লবণ পানি দিয়ে সেঁক : এককাপ পানিতে সামান্য পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট মিশিয়ে ভাল করে গরম করে ঐ পানিতে কাপড় ডুবিয়ে সেঁক দিতে হবে। সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন সেঁকে দিলে ভাল উপকার হবে।

হলুদ ও আদার মিশ্রণ : এক গ্লাস পানিতে হলুদ ও আদা ফুটিয়ে নিয়ে আধা কাপ হ'লে নামিয়ে নিতে হবে। এবার ছেঁকে নিয়ে মধু মিশিয়ে দিনে দু'বার পান করলে কমবে ব্যথা। সারা শীতকাল খেতে পারলে সুস্থ থাকা যাবে ইনশাআল্লাহ।

রসুন : রসুনের মধ্যে রয়েছে ব্যথানাশক উপাদান সালফার। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং পেশী ও গাঁটের ব্যথা ও ফোলা ভাব কমাতে বেশ উপকারী। এজন্য প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক কোয়া কাঁচা রসুন চিবিয়ে খাওয়া ভাল। এছাড়া আক্রান্ত স্থানে রসুন-তেল গরম করে নিয়মিত মালিশ করা যেতে পারে।

ঠাণ্ডা-গরম সেঁক : হট ওয়াটার ব্যাগ থাকলে ভাল। নইলে একবার ঠাণ্ডা পানিতে, একবার গরম পানিতে পা ডোবাতে হবে। এরকম ১৫ মিনিট করতে হবে। হট ওয়াটার ব্যাগ থাকলে ৩০ মিনিট সেঁক দিলে গাঁটের ব্যথার সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে।

কফি পান : কফি পানে ব্যায়ামজনিত ব্যথা দূর হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত ২০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন পান করলে মাথাব্যথা, মাইগ্রেইনের ব্যথা অনেক কমে, তবে সেটা দীর্ঘ সময়ের জন্যে নয়।

গাজরের জুস : গাজরের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তাই গাজরের জুস বানিয়ে তার মধ্যে পাতি লেবুর রস দিয়ে খালি পেটে প্রতিদিন সকালে খেলে উপকার হবে।

তিলের বীজ : তিল বীজও ব্যথা সারাতে ভাল কাজ করে। এতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে, যা মাথা ব্যথা ও পেশীর ব্যথা অনায়াসে দূর করতে সাহায্য করে।

অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ও আদা : অ্যাপেল সিডার ভিনেগারের সঙ্গে আদার রস মিশিয়ে খাওয়া যায়। প্রয়োজনে সামান্য মধু যোগ করা যেতে পারে। অ্যাপেল সিডার ভিনিগার হালকা গরম পানিসহ খেতে হয়।

মরিচের গুঁড়া ও নারিকেল তেলের মিশ্রণ : গাঁটের ব্যথা কমাতে ক্যাপসাইসিন খুবই কার্যকরী একটি উপাদান। লাল মরিচে মিলবে এই ক্যাপসাইসিন। আধা কাপ নারকেল তেলে দু'চামচ মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে ব্যথার জায়গায় ২০ মিনিট ধরে মালিশ করতে হবে। এর পর হালকা গরম পানি দিয়ে জায়গাটা ভাল করে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। দিনে অন্তত ৩-৪ বার এভাবে মালিশ করলে গাঁটের ব্যথা অনেকটাই কমে যাবে।

পুদিনা পাতার রস : পুদিনা পাতায় মেনথল নামে একটি উপাদান আছে, যা ধনুষ্টংকার রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এর তেল পায়ের কব্জি ও গোড়ালীতে মালিশে ব্যথা উপশম হয়। এমনকি মাথা ব্যথায় পুদিনা পাতা কপালে ঘষলেও ব্যথা উপশম হয়।

॥ সংকলিত ॥

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

পানির উপর সবজি চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশের বহু এলাকা পানিবদ্ধপ্রবণ। যেখানে সাধারণত কোন ধরনের ফসল ফলানো যায় না। ৭ থেকে ৮ মাস পর্যন্ত নিমজ্জিত থাকে এসব জমি। তাই এ সময় এখানকার মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এমন এলাকার জন্য সবচেয়ে ভাল হ'ল ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ।

আষাঢ় মাসে কচুরিপানা সংগ্রহ করে স্তূপ করা হয়। জলাভূমিতে প্রথমে কচুরিপানা এবং পর্যায়ক্রমে শ্যাওলা, দুলালীলতা, টোপাপানা ইত্যাদি জলজ লতা স্তরে স্তরে সাজিয়ে ধাপ বা বেড তথা ভাসমান বীজতলা তৈরি করা হয়।

বেডের আকার : একেকটি ভাসমান ধাপ বেড কান্দি ১৫০ থেকে ১৮০ ফুট লম্বা ও ৫ থেকে ৬ ফুট প্রশস্ত এবং ২ থেকে ৩ ফুট পুরু বা উঁচু বীজতলা ধাপ তৈরি করে তার উপর কচুরিপানা এবং পর্যায়ক্রমে শ্যাওলা, দুলালীলতা, টেপাপানা, কুটিপানা, কলমিলতা, জলজলতা স্তরে স্তরে সাজিয়ে নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়া ও ক্ষুদ্রাকৃতির বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ পচিয়ে বীজতলার উপর ছড়িয়ে দেয়া হয়।

কৌশল ও যত্ন : ধাপ তৈরির পর ধাপে জৈব উপকরণ দ্রুত পচাতে ব্যবহার করা হয় সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া সার। এ ধাপ চাষের উপযোগী করতে সাত থেকে ১০ দিন প্রক্রিয়াধীন রাখতে হয়। একটি ধাপের মেয়াদকাল কম বেশী সাধারণত ৩ মাস। ধাপে অঙ্কুরিত চারা পরিপক্ব চারায় পরিণত হয় মাত্র ২০ থেকে ২২ দিনে। যে কারণে পুনরায় ব্যবহার করার জন্য ধাপগুলোর সামান্য পরিবর্তন করতে হয়। এরপর ৫ থেকে ৬ দিন পরপর ভাসমান ধাপের নীচ থেকে টেনে এনে নরম কচুরিপানার মূল বা শ্যাওলা টেনে এনে দৌলার গোড়ায় বিছিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। একটি অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় রোপণ করার ২০ থেকে ২২ দিনের মাথায় পূর্ণবয়স্ক চারায় রূপান্তরিত হয়। ১ সপ্তাহের মধ্যে কৃষক বা চারার পাইকারি ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে যান এসব চারা। জৈবসারে উৎপাদিত এসব চারার উৎপাদন খরচ পড়ে ১ থেকে দেড় টাকা। ১ হাযার চারা আড়াই থেকে ৩ হাযার টাকায় বিক্রি হয়।

যেভাবে চাষ হয় : নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাটির পরিবর্তে পানিতে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে সবজি উৎপাদনের এটি একটি বিশেষ কৌশল। পানিতে ভাসমান এ পদ্ধতিতে সারা বছরই সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। এতে রোগবালাই কম হয়। ফলে কিটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এ পদ্ধতির চাষাবাদে তেমন কোন ক্ষতি হয় না।

আয়-ব্যয় : সাধারণভাবে ৫০ থেকে ৬০ মিটারের একটি ধাপ তৈরি করতে খরচ হয় সবমিলিয়ে ৩ থেকে ৫ হাযার টাকা। একজন কৃষক একটি বেড থেকে প্রথম ২০ থেকে ২২ দিনের মধ্যে আয় করেন ২ থেকে ৩ হাযার টাকা। পুনরায় ধাপ প্রস্তুত না করে প্রথমবার ব্যবহৃত ধাপ আবার অন্য কৃষকের কাছে বিক্রিও করে দেয়া যায় বা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায়। প্রথমবার ব্যবহৃত ধাপ বিক্রি হয় ২ থেকে ৩ হাযার টাকায়। সবমিলিয়ে ধাপ পদ্ধতি হ'তে বছরে প্রতি একর জমি থেকে ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা লাভ করা যায়। ১০০ ফুট লম্বা একটি ধাপ তৈরি এবং চারা উৎপাদনে ৫ মাসে ব্যয় হয় ১৫ হাযার টাকা। ধাপ থেকে চারা বিক্রি করা হয় ২৫ হাযার টাকা।

ভূতিয়ার বিলে পানির ওপরে কৃষকদের মৌসুমী সবজি চাষ

খুলনার তেরখাদা উপযেলার সর্ববৃহৎ পতিত পানিবদ্ধভূমি ভূতিয়ার বিল উপযেলাবাসীর জন্য এক নীরব কান্না। পানিবদ্ধতায় দীর্ঘ দিন পতিত থাকায় হতাশ ভূমি মালিকরা। বিশাল জমির মালিকানা থাকলেও তারা কোন কাজে লাগাতে পারেন না। কিন্তু বিগত তিন বছর যাবৎ বিশাল ভূতিয়ার বিলের জমিতে পানির ওপরে কৃষকরা চাষাবাদ করছেন মৌসুমী সবজি। ভাসমান এ সবজি চাষে সাফল্যের হাসি হাসছেন কৃষকরা।

দীর্ঘ দিন পতিত বিশাল এ পনিবদ্ধভূমিতে এখন সবজির সমারোহ। সম্পূর্ণ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মুক্ত পরিবেশে ভাসমান বেডে লতা বিহীন সবজি উৎপাদিত হচ্ছে। স্বল্প পুঁজিতে অধিক লাভ হওয়ায় দিনের পর দিন এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হচ্ছে।

ভাসমান বেডে চাষাবাদ হচ্ছে-লালশাক, ওলকপি, উচ্চে, শসা, ধুনিয়া, ঢেঁড়শ, রসুন, পেঁয়াজ, আলুসহ অন্যান্য শাক-সবজি। গত দু'বছরের চেয়ে এবার বাযারমূল্য বেশী হওয়ায় লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা।

এমনই একজন ভাসমান সবজি চাষীর বক্তব্য, 'বসত বাড়ি ছাড়া আমার কোন জায়গা-জমি নেই। তাই ভূতিয়ার বিলের মাঝখানে ভাসমান সবজি চাষ করে আমি এখন ভালো আছি। ছেলে-মেয়ের পড়া-লেখা, নতুন করে ঘর নির্মাণ ও দৈনন্দিন সকল খরচ নির্বাহের একমাত্র উৎস আমার ভাসমান সবজি ক্ষেত।

তিনি আরও বলেন, 'বাযারে এখানকার সবজি নিয়ে গেলে মানুষ আগেই এইটা কিনে নেয়। সবাই জানে এখানকার সবজি বিষমুক্ত। আমাদের দেখা-দেখি অন্যরাও এখন ভূতিয়ার বিলে ভাসমান সবজি চাষাবাদ শুরু করেছে। সকলেই লাভবান হচ্ছি। অথচ একটা সময় তো এ বিলে কিচ্ছু হ'ত না। বিলের অন্য কৃষকদেরও একই বক্তব্য। বর্তমান বাযারমূল্য ভালো থাকায় ভাসমান সবজি চাষে বেশ লাভবান হচ্ছেন তারা।

উপযেলা কৃষি কর্মকর্তা শফীকুল ইসলাম জানান, সবজি চাষাবাদে উৎসাহিত করতে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজসহ প্রশিক্ষণ দিয়েছি। হাতে-কলমে কৃষকদের বেডে গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২ হাযার টাকা আয় হচ্ছে কৃষকদের। তাদের দেখে অন্যরাও এগিয়ে আসছেন ভাসমান সবজি চাষে।

প্রসঙ্গত, সাড়ে তিন হাযার হেক্টর আয়তনের ভূতিয়ার বিলে শরৎকালে পদ্মফুল দেখতে ভিড় করেন সৌন্দর্য্য পিপাসুরা। ফলে এ বিলটি এখন 'পদ্মবিল' নামেও পরিচিতি পেয়েছে।

[সংকলিত]

কবিতা

দ্বীনের হেফাযত

মাকছূদ আলী মুহাম্মাদী
সাতক্ষীরা।

হে দ্বীনী মুজাহিদ! এ দ্বীনের হেফাযতে
জামা'আত বাঁধ এক সাথে
দাওয়াত এসেছে কুরআন-হাদীছের
জীবন গড় অহী-র পথে।
বহু দল ভুলি এক দলে মিলি
কুরআন-সুন্নাহ্র বন্ধনে
ভ্রাতৃসম গড়িতে মম
বিশ্ব আদম সন্তানে।
বিদ'আতীর চাল কর বানচাল
ধোঁকাবাজের ফৎওয়া
আল্লাহ্র বিধান আল-কুরআন
আর ছহীহ হাদীছ বুঝিয়া।
বাঁধ শিরস্ত্রাণ হও আগুয়ান
হবে শহীদ না হয় গাযী
ইহ-পরকাল যাবে না বিফল
এসো মুজাহিদ রণবীর সাজি।
রণ হুংকার আল্লাহু আকবার
হায়দারী হাঁক গগন ভেদী
বিদ'আতীর প্রাণ হবে অবসান
রণ হুংকার শুনে যদি।
মিথ্যা যবান শূন্য ঈমান
ওরা আল্লাহ ও রাসূলের চির দুশমন
হোক সহোদর কিংবা সহচর
দিওনাকো ঠাঁই ভাবিয়া আপন।
তাই মিথ্যাকে আমি করি পদাঘাত
মিথ্যা বলে যারা বিশ্বে
তাদেরই সাথে সম্পর্কহীনতায়
আমি যেন থাকি সকলের শীর্ষে।
বিদ'আতীর ছালাত মনগড়া মত
ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী
ধারে না ধার কুতুবে সিত্তার
পাঞ্জেগানা ঈদায়নেও ভিন্ন নীতি।

কে বলে নিরাকার?

মুছতফা কামাল
বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

কে বলে মহান আল্লাহ নিরাকার
কোথায় আছে তা লেখা?
কুরআন-হাদীছ পড়ে দেখি
মেলে না তার দেখা।
সমাজের লোক বলছে সবে
আল্লাহ নিরাকার (?)
মহান আল্লাহ সম্পর্কে একথা
বড়ই মিথ্যাচার।
এই মহাবিশ্বের মালিক যিনি
সারা জাহান যাঁর ইশারায় চলে
যাঁর দু'হাতে সকল ক্ষমতা
তাঁকে নিরাকার অজ্ঞরাই বলে।
যাঁর হৃদয় ভরা ভালোবাসা
তাঁর ক্ষমতার নেই শেষ
হাশরে ন্যায় বিচার করবেন যিনি
না করে কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ।
হাশরের মাঠে শেষ বিচারে
এসে বসবেন স্ব-শরীরে যিনি
জান্নাতীরা আল্লাহকে দেখবেন স্বচক্ষে
তবে কিভাবে নিরাকার হন তিনি?
পূর্ব-পশ্চিমে যাঁর চেহারা
মোরা যেদিকেই তাকাই,
আরশের উপর হ'তে দেখেন সদা
যাঁর কাছে গোপন কিছুই নাই।
বিশ্ব জুড়ে যাঁর ভালোবাসা
শুনেন সবার ডাক
তবু কেন নিরাকার বলি তাঁকে
এ ভুল সবার ঘুচে যাক।

মুক্তির পথ

যাকারিয়া, ফুলবাড়িয়া, কুষ্টিয়া।

আজ বড় মূল্যহীন মানব জীবন
নির্মমভাবে করছে মৃত্যুকে বরণ।
সাগর-নদীতে ভাসে খণ্ডিত লাশ
মানুষ খুঁজে পায় না স্বস্তির আবাস।
ত্রাসের রাজ্য এনেছে দানবের দল
আতঙ্ক অনলে পড়ে ধরণীর তল।
চারিদিকে সয়লাব নারী আর মদ
মানুষ সব ভুলেছে ঈমানের স্বাদ।
সূদের সাথে জড়িত লক্ষ-কোটি প্রাণ
মধুর সম্পর্ক আজ ভেঙ্গে খান খান।
আজ সমাজে অশান্তি স্বার্থের টানে
অন্যের ক্ষতির চিন্তা আঁকে মনে মনে।
চুরি আর ডাকাতিতে জাতি গতিহীন
দরিদ্র, দারিদ্র্য লয়ে থাকে চিরদিন।
গোলমালে ভরপুর বিশ্ব রাজনীতি
রাজা-রাণী সব আছে নেই শুধু নীতি।
অশান্তি আর অশান্তি শান্তি কোথাও নাই
অশান্তির দাবানলে বিশ্ব পুড়ে ছাই।
সবাই চায় যে শান্তি খুঁজে তা না পায়
ব্যর্থতার গ্লানি লয়ে ঊর্ধ্বপানে চায়।
নৈতিক শিক্ষার কথা বলেন জ্ঞানীজনে
সকল তত্ত্বই ব্যর্থ অশান্তি দমনে।
ইসলামেই নিহীত সব সমাধান
ওমরের (রাঃ) শাসনে তা বাস্তব প্রমাণ।
তাই জ্ঞানী বিশ্ববাসী! ছাড় সব মত
ইসলামই কেবল মুক্তির অভ্রান্ত পথ।

স্বদেশ

নতুন ঘরে ১৬৪২ জন, পর্যায়ক্রমে সবাইকে স্থানান্তরের আশা

ভাসানচরে নতুন ঠিকানায় রোহিঙ্গারা

ভাসানচরে নতুন জীবন শুরু করেছে রোহিঙ্গারা। কক্সবাজার ক্যাম্প থেকে ১ হাযার ৬৪২ জনকে স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গারা পেয়েছে এক নতুন ঠিকানা। গত ৪ঠা ডিসেম্বর ছয়টি জাহাযে করে চট্টগ্রাম থেকে তাদের নিয়ে আসা হয় নোয়াখালীর ভাসানচরে। থাকার পরিবেশ ও নতুন ঘর পেয়ে আনন্দিত স্বেচ্ছায় ভাসানচরে আসা রোহিঙ্গারা। এদের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জেনে খুব শিগগির আরও রোহিঙ্গারা আসবে ভাসানচরে।

কক্সবাজার বালুখালি থেকে আসা হাবীবুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশ সরকার ভাসানচরে আমাদের যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তা দেখে আমরা খুবই আনন্দিত। নিজ দেশে মিয়ানমারে সরকার আমাদের চরম নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে আমাদের ঘরছাড়া করেছে। আর বাংলাদেশের সরকার ভাসানচরে আমাদের নতুন ঘর দিয়েছে। কুতুপালং ক্যাম্প থেকে আসা রামাযান আলী বলেন, 'আমি, আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে মোট ছয়জন ভাসানচরের নতুন শহরে এসেছি। এখানে আমাদের এমন ঘর দিয়েছে যা কক্সবাজারে চিন্তাও করা যায় না। এমনকি এমন ঘর মিয়ানমারেও ছিল না।

কক্সবাজার থেকে আসা পারভীনের অভিব্যক্তি, কক্সবাজারের ক্যাম্পের তুলনায় ভাসানচরের সুযোগ-সুবিধা আকাশ-পাতাল ফারাক। এখানে আমাদের জন্য যে এত কিছু করে রাখা হয়েছে, তা আগে ভাবতেও পারিনি। যারা এখনও কক্সবাজারে রয়েছে, তারা দ্রুতই ভাসানচরে চলে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মুহাম্মাদ শামসুদ্দোজা বলেন, আপাতত ২২টি এনজিওর মাধ্যমে তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো হবে। প্রতি পরিবারকে গ্যাস সিলিন্ডার ও প্রয়োজনীয় রান্নার উপকরণ দেওয়া হবে। তারা রান্না করে খাবে। পাশাপাশি তাদের ননফুড আইটেমও দেওয়া হবে।

সরেযমীনে পরিদর্শন করে দেখা গেছে, মূলত ক্লাস্টার হাউস, শেল্টার স্টেশন বা গুচ্ছগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ নগর। প্রকল্পে রয়েছে মোট ১২০টি ক্লাস্টার হাউস। প্রতিটি হাউসে ১২টি ঘর ও প্রতি ঘরে ১৬টি রুম। প্রতিটি রুমে পরিবারের চারজন করে থাকতে পারবে। নারী-পুরুষের জন্য রয়েছে আলাদা টয়লেট ও গোসলখানা। এছাড়া দুর্যোগ থেকে রক্ষায় প্রতিটি ক্লাস্টার হাউসের সঙ্গে রয়েছে একটি করে ৪ তলা বিশিষ্ট সাইক্লোন শেল্টার। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় রোহিঙ্গারা সেখানে আশ্রয় নিতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রতিটিতে ১ হাযার করে ১২০টি সেন্টারে ১ লাখ ২০ হাযার মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে। এছাড়া প্রতিটি সাইক্লোন শেল্টারের নিচতলায় আশ্রয় নিতে পারবে ২০০ করে গবাদি পশু।

আবাসন এলাকা পরিবেশসম্মত করা এবং বাতাস ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রতিটি ক্লাস্টার হাউসের সামনে তৈরী করা রয়েছে একটি করে পুকুর। ২৪ ঘণ্টাই রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। সাথে সাথে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থাও রয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে করা হয়েছে বায়োগ্যাস প্লান্ট। খাদ্য মওজুদের জন্য এখানে সুবিশাল গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে। রয়েছে চারটি সুরক্ষিত খাদ্য গুদাম। এসব গুদামে ১ লাখ মানুষের তিন মাসের খাবার মওজুদ রাখা যাবে। তৈরি করা হয়েছে তিনটি মসজিদ। স্বাস্থ্যসেবায় রয়েছে দু'টি ২০ শয্যার হাসপাতাল ও চারটি কমিউনিটি ক্লিনিক।

পুরো ভাসানচরে মোট ৪৩ কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। রাতে নিরাপত্তার জন্য রয়েছে এলইডি লাইট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জনপদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে আছে মোট ১২০টি ডাস্টবিন। রয়েছে চার তলা বিশিষ্ট ৩টি মসজিদ, দু'টি স্কুল, চারটি কমিউনিটি ক্লিনিক, ২০ শয্যা বিশিষ্ট দু'টি হাসপাতাল ও তিনটি বাজার। তৈরি হয়েছে দু'টি ইয়াতীমখানাও। অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার থেকে শুরু করে সব ধরনের চিকিৎসাসেবা সম্বলিত এসব হাসপাতাল থেকে রোগীদের ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা ও ফ্রী ওষুধ সেবা দেওয়া হবে। সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য আর্মড পুলিশের ৭০০ সদস্যের সমন্বয়ে একটি ব্যাটালিয়ন করতে যাচ্ছে সরকার।

এছাড়া সরকারী কমিশন, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা-এর কর্মকর্তা সহ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আছে দু'টি স্বয়ংসম্পূর্ণ হেলিপ্যাডও।

ভাসানচরে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে রোহিঙ্গারা ত্রাণ সহায়তার আওতায় খাবার ও রেশন পাওয়ায় তাদের কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেই। কিন্তু ভাসানচরে পরীক্ষামূলক জীবিকা নির্বাহ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে আছে মৎস্য চাষ, মুরগী পালন, গবাদিপশু পালন, কবুতর এবং হাঁস পালন, দুগ্ধ খামার, ধান ও সবজি চাষ, হস্তশিল্প, মহিলাদের জন্য সেলাই কাজ, বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ। দ্বীপে এখন প্রায় ছয় হাযার মহিষ আছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত এসব মহিষের পাশাপাশি সরকারীভাবে প্রকল্প নিয়ে মহিষের দুধ থেকে দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করা হবে। বর্তমানে ছাগল ও ভেড়া পালনের যে পরীক্ষামূলক উদ্যোগ চলছে সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির হার যথেষ্ট ভালো দেখা গেছে। প্রকল্পের দু'টি বিশাল লেকে পরীক্ষামূলকভাবে মৎস্য চাষ করেও সফলতা পাওয়া গেছে। এছাড়া খালি থাকা বিশাল জমিতে যে কোন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব বলে মনে করছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা।

ভাসানচর প্রকল্প পরিচালক কমডোর আব্দুল্লাহ আল-মামুন চৌধুরী বলেন, 'অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পতেঙ্গা পয়েন্ট থেকে ৫১.৮, হাতিয়া থেকে ২৪.৫ ও সন্দ্বীপ থেকে ৮.৩ কি.মি. দূরের ভাসানচরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এজন্য বঙ্গোপসাগরে গত ১৭২ বছরে হওয়া সব ধরনের ঝড়ের ডাটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৯ ফুট উচ্চতার ১২.১ কিমি বাঁধের নির্মাণ শেষ হয়েছে। এছাড়া ৯ থেকে ১৯ ফুট বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর কাজ গত জানুয়ারীতে শুরু হয়েছে। ভাসানচর মোট ১৩ হাযার একরের হ'লেও মাত্র ১৭০০ একর জমির চারদিকে বাঁধ দিয়ে ৪৩২ একরের ওপর আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনা করা হয়েছে। বাকী ৩৫২ একর জমি নৌবাহিনী জন্য এবং আরও ৯৩২ একর ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য ফাঁকা রাখা হয়েছে। ফলে এখন ১ লাখ রোহিঙ্গাকে এখানে স্থানান্তরের পর, চাইলে পুরো ১০ লাখকেই ভাসানচরে ধীরে ধীরে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

তিনি আরো বলেন, ভাসানচরের দক্ষিণে বাঁধ দেওয়ায় দ্বীপটি ক্রমেই উত্তর দিকে বড় হচ্ছে। এর সবচেয়ে কাছের ভূখণ্ড সন্দ্বীপ। বর্ষা মৌসুমে দুই দ্বীপের দূরত্ব সাড়ে আট কিলোমিটার হ'লেও শুষ্ক মৌসুমে তা দাঁড়ায় তিন থেকে চার কিলোমিটারে। সেখানে পলির পরিমাণ বেড়েই চলছে। ১০ বছর পর এটি হয়তো সন্দ্বীপের সঙ্গে যুক্তও হ'তে পারে। এতে ভবিষ্যতে ভাসানচরের যোগাযোগ ব্যবস্থা আমূল পাল্টে যাবে।

হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর মৃত্যু

'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ'-এর মহাসচিব আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী (৭৬) ফুসফুসজনিত জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে গত ১৩ই ডিসেম্বর রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন। পরদিন সকাল ৯-টায় বায়তুল মোকাররম মসজিদে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণকারী কুমিল্লা যেলার এই কৃতি সন্তান ১৯৮৮ সালে রাজধানী ঢাকার বারিধারায় জামে'আ মাদানিয়া মাদ্রাসা এবং ১৯৯৮ সালে তুরাগ থানায় জামে'আ সুবহানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই দুই প্রতিষ্ঠানে প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীছের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

বর্ষীয়ান এই আলেম জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও আল হাইআতুল উলইয়ার কো-চেয়ারম্যান এবং বেফাকুল মাদারিস-এর সিনিয়র সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই তিনি কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীরের দায়িত্বে ছিলেন। হেফাজতের প্রতিটি আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া খতমে নবুঅত আন্দোলন, তাসলিমা নাসরীন বিরোধী আন্দোলন, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখার আন্দোলন, বাবরী মসজিদ রক্ষা আন্দোলন, হাইকোর্টের সামনে থেকে থেমিস দেবী মূর্তি সরানো আন্দোলন, ২০১৩ সালের ৫ই মে শাপলা চত্বর আন্দোলন সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ই-কমার্সের নামে ডিজিটাল প্রতারণা

হাতিয়ে নিয়েছে ২২ লাখ গ্রাহকের ২৬৮ কোটি টাকা

অনলাইনভিত্তিক এমএলএম ব্যবসা করে বছর না ঘুরতেই ২২ লাখ গ্রাহকের ২৬৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে এবার আলোচনায় 'এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস' নামে কোম্পানীটি। চলতি বছরের শুরুতে আল-আমীন প্রধান নামে সাবেক ডেসটিনি চাকুরে এই যুবক বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে অনলাইন ভিত্তিক প্রতারণার সিন্ডিকেট গড়ে তোলে। তার লক্ষ্যই ছিল বিশ্বের সেরা ধনী হওয়া। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ই-কমার্স ব্যবসার লাইসেন্স নিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে অনলাইনে অ্যাপসের মাধ্যমে শুরু করেন অবৈধ এমএলএম ব্যবসা। মাত্র ১০ মাসের ব্যবধানে সেই সিন্ডিকেটটি এ ব্যবসা ছড়িয়ে দেয় বাংলাদেশসহ ৭০টি দেশে। উচ্চ কমিশনের প্রলোভন দেখিয়ে তারা ২২ লাখ ২৪ হাযার ৬৬৮ জন সদস্য তৈরীতে সক্ষম হয় এবং তাদের কাছ থেকে এ পর্যন্ত ২৬৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। অনলাইন অ্যাপভিত্তিক হওয়ায় বাংলাদেশের বাইরেও ১৭টি দেশে থাকা বাংলাদেশী প্রবাসীর পাশাপাশি প্রায় ৫ লাখ বিদেশী সদস্য রয়েছে। এ টাকা বৈধ করার জন্য নারায়ণগঞ্জ ও সাভারের বিভিন্ন জায়গায় কেনা হয়েছে জমি। ইতিমধ্যে এ চক্রের মূল হোতা আল-আমীনসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। ডিবিসূত্রে জানা গেছে, সে আগে ডেসটিনিতে চাকরী করত এবং সেখান থেকেই প্রতারণার খুঁটিনাটি শিখে নেয়।

এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস ঠিকানার ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ ও ইউটিউবে শত শত পোস্টের মাধ্যমে ই-কমার্সের কথা বলে উচ্চমাত্রার কমিশনের লোভ দেখিয়ে মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। আগ্রহীরা একটি মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করেন। রেজিস্ট্রেশনের সময় বাধ্যতামূলকভাবে আপলিঙ্ক আইডির রেফারেন্সে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট (বিকাশ, নগদ, রকেট) নম্বরে প্রতি আইডির জন্য ১ হাযার ২০০ টাকা করে দিতে হ'ত। গ্রাহকদের দেখানো হ'ত রেফার, জেনারেশন ও রয়্যাল কমিশনের প্রলোভন। এ ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হ'ত ডেসটিনির পদ্ধতি। রেফার করা ব্যক্তি তার নিচের তিনটি আইডি থেকে ৪০০ টাকা করে কমিশন লাভ করবেন। এরপর ঐ তিনটি আইডি থেকে যখন ৯ আইডি হবে তখন আপলিঙ্কের আইডি ২০ শতাংশ কমিশন পাবে। এরপর ডাউনলিঙ্কের যত আইডি হবে তার আইডি ১০ শতাংশ হারে কমিশন পাবে। এ ধরনের ব্যবসা দেশের আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। চক্রটি এমএলএম ব্যবসা আড়াল করার জন্য নামমাত্র কয়েকটি পণ্য- যেমন অ্যালোভেরা শ্যাম্পু, ফেসওয়াশ, চাল, ডাল, মরিচের গুঁড়া তাদের রেজিস্টার্ড সদস্যদের কাছে বিক্রি করত। এর লভ্যাংশ থেকে প্রতি আইডি হোল্ডারকে কোম্পানীর বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখার বিনিময়ে ১০ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস কোম্পানিতে শুরুর দিকে বিনিয়োগ করে লাভের মুখ দেখেন অনেকে। তাদের আয়ে প্রলুব্ধ হয়ে শত শত মানুষ শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে বিনিয়োগ করতে থাকেন, যা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন তারা। তেমনই একজন মিরপুরের বাসিন্দা আবু নাসীম। বন্ধুদের মাধ্যমে প্রলুব্ধ হয়ে পৈতৃক ভিটা বন্ধক রেখে প্রায় ৮৩ হাযার টাকায় মোট ৬৯টি আইডি কেনে। লাভ দূরের কথা, সব টাকা হারিয়ে এখন নিঃস্ব আবু নাসীম। শুধু নাসীম নয়, সর্বস্ব বিক্রি করে এ ব্যবসায় আসা হাযারো ব্যক্তি রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে পথে বসার উপক্রম হয়েছে।

শতবর্ষী বৃদ্ধাকে বস্তায় ভরে রাস্তায় ফেলে গেল পরিবার

গভীর রাতে কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে শতবর্ষী এক বৃদ্ধাকে ছালার বস্তার মধ্যে ভরে রাস্তায় ফেলে গিয়েছে পরিবারের লোকজন। গত ৮ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে এ ঘটনা ঘটে। সারা রাত তিনি ওভাবেই পড়ে থাকেন। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। পুলিশ বৃদ্ধার সৎ ছেলে ও নাতি জামাইকে আটক করেছে। শতবর্ষী বৃদ্ধার নাম হাসিনা বেগম (১০৫)।

বিধবার নিজের ছেলে, দুই সৎ ছেলে ও তাদের তাদের ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ সংসারে ভালোই আছে। কিন্তু তাদের কারও সংসারে শতবর্ষী বৃদ্ধার ঠাঁই হয়নি। বৃদ্ধাকে খেতে-পরতে দিতে চায় না তার জীবিত কোন সন্তান কিংবা সন্তানদের ছেলে-মেয়েরা। ৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে গফরগাঁও-ভালুকা সড়কের ষোলহাসিয়া এলাকায় তিতাস গ্যাস অফিস সংলগ্ন একটি দোকানের সামনে হাসিনা বেগমকে ফেলে রেখে যায়।

হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, বৃদ্ধাকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। কি যেন বলতে চাইছেন। ক্ষীণ কণ্ঠে তা বোঝা যাচ্ছে না। বাড়ি হাসপাতাল আধা কিলোমিটারের মধ্যে হ'লেও হাসপাতালে নেওয়ার ৫ ঘণ্টার মধ্যে তার পরিবারের কোন সদস্য কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজন দেখতে হাসপাতালে যায়নি।

স্থানীয়রা জানায়, ৩০ বছর আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর অনেক কষ্ট করে সংসারের হাল ধরে রেখেছিলেন হাসিনা বেগম। এখন চলতে পারেন না। বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। তাই হয়ত ছেলে ও পরিবারের কাছে বোঝা হয়ে গেছেন তিনি।

বিদেশ

এভারেস্ট থেকে বেরিয়ে আসছে একের পর এক মৃতদেহ

মাউন্ট এভারেস্ট, নেপালে অবস্থিত বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রী এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং-এর প্রথম পদক্ষেপের আগে থেকে আজ পর্যন্ত হাযার হাযার মানুষ এই শৃঙ্গকে জয় করার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেও অনেকেই ফিরে আসতে পারেননি। চিরনিদ্রায় ডুবে গিয়েছেন এপর্যন্ত অন্তত ৩০০ মানুষ। বেশ কিছু লাশ নামানো সম্ভব হ'লেও অতখানি উচ্চতা থেকে নামানো সম্ভব হয়নি অনেকেরই দেহ। সীমাহীন বরফের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে সেসব। এবার হঠাৎ করেই হিমালয়ের বরফ গলতে শুরু করে সেইসব লাশ বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে।

তুষারের তলায় শায়িত থাকার কারণে লাশগুলির কোনো ক্ষতি হয় নি। ফলে বরফ গলে বেরিয়ে আসলেও তাদের দেহ প্রায় অক্ষত। ২০০৮ সালের পর থেকে এত লাশ কখনো একসাথে বেরিয়ে এসেছে বলে জানা যায় না। এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের পথে সব থেকে মারাত্মক জায়গা হ'ল খুম্বু আইসফল। এই অঞ্চলেই প্রাণ হারিয়েছেন সবচেয়ে বেশি অভিযাত্রী। এই খুম্বু থেকেই একের পর এক লাশ বেরিয়ে আসছে। জানা গেছে, দুর্গম স্থান থেকে এই সব লাশ নামানো যেমন কষ্টসাধ্য তেমনই ব্যয়বহুল।

কিন্তু কেন বেরিয়ে পড়ছে একের পর এক লাশ। বিজ্ঞানীরা এর জন্য দায়ী করছেন বিশ্ব উষ্ণায়নকেই। তাদের মতে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে শুধু মেরু অঞ্চলের বরফই গলছে না। প্রবল গতিতে গলছে হিমালয়ও। যার ফলে পৃথিবীর পানি স্তর আরো বেড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

মুসলিম জাহান

ঘুষ গ্রহণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার মন্ত্রীর

করোনা সামগ্রী বিক্রি করা দু'টি কোম্পানী থেকে দেড় মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘুষ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে ইন্দোনেশিয়ার সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জুলিয়ারি বাটুবাড়ার বিরুদ্ধে। এই নিয়ে গেল দুই সপ্তাহের কম ব্যবধানে দ্বিতীয় মন্ত্রী হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ সামনে আসল। এর আগে দেশটির মৎস্য মন্ত্রী ইদি প্রাবুউ চিংড়ি রফতানিকে কেন্দ্র করে ঘুষ নেয়ার অপরাধে বহিষ্কৃত হন। পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তার করে দেশটির পুলিশ।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান ফিরলি বাহুরি বলেন, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তাহ'লে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ক্ষমতাসীন দলের দুই মন্ত্রী অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকায় দেশটির রাষ্ট্রপতি জোকও উইদোদোর দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করবেন বলে শপথ করেছিলেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশিত পরিসংখ্যানে ২০১৯ সালে ১৮০টি দেশের মধ্যে দুর্নীতিতে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান ছিল ৮০তম।

ইস্রাঈলের কড়া সমালোচনায় সঊদী আরব

সঊদী আরব-ইস্রাঈল গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্ক নিয়ে চলমান নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই ইস্রাঈলকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছে সঊদী আরব। গত ৪ঠা ডিসেম্বর 'মানামা ডায়লগ' শিরোনামে বাহরাইন সিকিউরিটি সামিটে দেওয়া বক্তব্যে ইস্রাঈলের সমালোচনায় মুখরিত হন সঊদী যুবরাজ তুর্কী বিন ফয়ছাল আলে-সঊদ। তিনি বলেন, 'যতক্ষণ স্বাধীন ফিলিস্তীন না হচ্ছে, ততক্ষণ ইস্রাঈলের সাথে যেন আরব দুনিয়ার আর কোন দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন না করে'। তিনি যখন এসব কথা বলছিলেন, তখন ইস্রাঈলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ইস্রাঈল বাহরাইন ও আমিরাতের প্রতিনিধিদের তাদের দেশে ধুমধাম করে স্বাগত জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সঊদীর এই আক্রমণের মুখে পড়ে কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েন ইস্রাঈলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

যুবরাজ বলেন, ইস্রাঈল নিজেকে শান্তির দূত হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু ফিলিস্তীনের বাস্তব চিত্র হ'ল, তারা একটি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে আছে। ইস্রাঈল তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ দেখিয়ে ফিলিস্তীনীদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে অত্যাচার করছে। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ কেউই ন্যায়বিচার পাচ্ছেন না। তারা ইচ্ছেমতো ফিলিস্তীনীদের বাড়ি ধ্বংস করছে, যাকে খুশি মেরে ফেলছে'।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'ইস্রাঈলের হাতে পরমাণু অস্ত্র আছে। আর তারা ও তাদের পেটোয়া মিডিয়া সমানে সঊদী আরবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরেও ইস্রাঈল প্রচার করে যে, তারা সঊদীর বন্ধু হ'তে চায়'। তিনি বলেন, সমস্যার সমাধান তখনই হ'তে পারে, যখন ইস্রাঈল ১৯৬৭ সালে অধিকৃত ভূখণ্ড ফিলিস্তীনকে ফিরিয়ে দিবে এবং স্বাধীন ফিলিস্তীনকে মেনে নিবে।

এরপরেই বক্তব্য দিতে উঠে ইস্রাঈলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সঊদী প্রতিনিধির মন্তব্যে তিনি ক্ষুব্ধ। মধ্যপ্রাচ্যে যে পরিবর্তন আসছে, সঊদীর প্রতিনিধির কথায় তার কোন ছাপ নেই। যখন এই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে, তখন বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও মঞ্চে ছিলেন।

উল্লেখ্য, উক্ত প্রিন্স সঊদী আরবের সাবেক গোয়েন্দা প্রধান ও রাজপরিবারে প্রভাবশালী সদস্য। এছাড়া তিনি বাদশাহ সালমানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বাজারে আসছে পরীক্ষাগারে তৈরি মুরগীর গোশত

কয়েকবছর পূর্ব থেকে পরীক্ষাগারে মুরগীর গোশত তৈরি শুরু হ'লেও এবার গবেষণাগারে তৈরি মুরগীর গোশত বিক্রির জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছে সিঙ্গাপুর। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানী 'ইট জাস্ট' বলছে, বিশ্বে প্রথমবারের মত এই পণ্য বিপণনের অনুমতি পেল তারা।

স্বাস্থ্য, প্রাণী কল্যাণ এবং পরিবেশ সম্পর্কে ভোক্তাদের উদ্বেগের কারণে সরাসরি প্রাণীর গোশতের বদলে প্রাণীর কোষ থেকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি গোশতের বিকল্পের চাহিদা বাড়ছে। উদ্ভিদভিত্তিক গোশতের বিকল্পগুলো ইতিমধ্যে সুপারমার্কেটের এবং রেস্তোরাঁর মেনুতে চলে আসতে শুরু করেছে। বিয়ন্ড মিট ইনকরপোরেশন ও ইমপসিবল ফুডসের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের গোশত জনপ্রিয় করে তুলছে।

ইট জাস্ট বলেছে, এই গোশত কোন প্রাণীকে হত্যা করে প্রস্তুত করা হয় না। বরং সরাসরি প্রাণীর কোষ থেকে তৈরি করা হয়। উচ্চ মানের এই গোশত অনুমোদনের ফলে সিংগাপুরের বাজারে প্রথমবারের মত বিপণনের পথ খুলে গেল। ইট জাস্ট বলছে, তাদের গোশত নাগেট হিসাবে বিক্রি করা হবে এবং আগে প্রতিটির দাম ছিল ৫০ ডলার। তবে এখন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী জস টেটরিক বলেন, বাজারে আসার সময় প্রিমিয়াম মুরগির সমান দামে পাওয়া যাবে। বর্তমানে বিশ্বে দুই ডজনের বেশী প্রতিষ্ঠান পরীক্ষাগারে মাছ, গরু ও মুরগীর গোশত নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। বিকল্প গোশত বাজারে সাড়া ফেলবে বলে তারা আশা করছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ২০২৯ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে বিকল্প গোশতের বাজারে ১৪,০০০ কোটি মার্কিন ডলারের ব্যবসা হবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

ফরিদপুর, ২৮শে নভেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় ফরিদপুর শহরে প্রেসক্লাবের সামনে যেলার সালথা থানাধীন কামদিয়া গ্রামে অবস্থিত আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসা ভাংচুর ও লুটপাটের প্রতিবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গেরদা সঊদী জামে মসজিদের সভাপতি মাওলানা সৈয়দ গিয়াছুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল হালীম ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলওয়ার হোসাইন, সহ-সভাপতি আব্দুছ ছামাদ, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াকূব আলী, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসাইন, ফরিদপুর 'সত্যের অন্বেষণ'-এর সহ-সভাপতি জামালুদ্দীন, আব্দুল মালেক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ফরিদপুর 'সত্যের অন্বেষণ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাকী বিল্লাহ খান। উল্লেখ্য যে, গত ১৮ই নভেম্বর বুধবার সকাল সাড়ে ৯-টায় 'উলামা পরিষদ ও তৌহিদী জনতা'র নামে একদল উগ্রপন্থী হানাফী যেলার সালথা থানাধীন কামদিয়া গ্রামে অবস্থিত আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসা ভাংচুর করে এবং সেখান থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মালামাল ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। সাথে সাথে সেখানে ফেস্টুন টাঙিয়ে দেয় যে, 'আহলেহাদীছের আস্তানা, সালথা থানায় থাকবে না'।

এলাকা সম্মেলন

জামদই, মান্দা, নওগাঁ ২৯শে নভেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর থেকে যেলার মান্দা থানাধীন জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামদই এলাকার উদ্যোগে এলাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জামদই এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল জলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রহমান প্রমুখ।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ১৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন কেশরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমা কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

বিশ্বনাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৬শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ঈসা মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমা কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন।

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা ২৭ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার জীবননগর এলাকার উদ্যোগে জীবননগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আনছারুদ্দীন খাঁনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর পৌর মেয়র মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান।

গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩রা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন ওমরপুর আত-তাক্বওয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আলীনগর ও বাঙ্গাবাড়ী এলাকার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আলীনগর স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ রবীউল আউয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তালীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম।

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ৪ঠা ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন পূর্বাচল আমেরিকান সিটির পার্শ্ববর্তী কালাদী বায়তুল মামূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পূর্বাচল এলাকার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ফিরোয মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও বাহরাইনের আল-ফোরক্বান ইসলামিক সেন্টারের দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছফিউল্লাহ খান, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, যেলা আল-আওনের সভাপতি ড. আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ জালালুল কবীর, চরপাড়া জামে মসজিদের খত্বীব হাফেয মিনহায প্রমুখ।

কর্মী প্রশিক্ষণ

স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর ১৮ই অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার স্বরূপকাঠী থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাষ্টার শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহবূব আলম। দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছ পেশ করেন 'যুবসংঘ'র কর্মী আব্দুর রহমান ও তাওহীদুল ইসলাম।

বাগমারা, রাজশাহী ১৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার বাগমারা উপযেলাধীন কোন্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগমারা উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বুলবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

রূপসা, খুলনা ১০ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপসা থানাধীন চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রূপসা উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুলাহ আল-আমীন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আল-আমীন প্রমুখ।

চিতলমারী, বাগেরহাট ১২ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার চিতলমারী থানাধীন ডরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চিতলমারী উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান।

গৌরনদী, বরিশাল ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গৌরনদী থানাধীন উত্তর বিজয়পুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

রোহিঙ্গা আলেম-ওলামার সমন্বয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক সেমিনার

উখিয়া, কক্সবাযার ২৮শে নভেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে যেলার উখিয়া উপযেলার বালুখালি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থিত মা'হাদুল লুগাহ আস-সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় রোহিঙ্গা আলেম-ওলামার সমন্বয়ে ২য় বারের মত ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে আশপাশের কয়েকটি ক্যাম্পে অবস্থিত বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসার মোট ৮৬ জন রোহিঙ্গা আলেম-ওলামা অংশগ্রহণ করেন। অত্র সেমিনারে আক্বীদাহ, শিরক-বিদ'আত, চার ইমামের আক্বীদা সহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়। সেমিনার শেষে অংশগ্রহণকারীদেরকে সংগঠনের পক্ষ থেকে উর্দূতে অনূদিত শায়খ জামীল যাইনু রচিত ইসলামী আক্বীদা ও ছালাতে মুহাম্মাদী বই প্রদান করা হয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদেরকে দুপুরের খাবার ও হাদিয়া দেওয়া হয়।

উলেখ্য, গত ৮ই আগস্ট একই স্থানে একই বিষয়ে ১ম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিভিন্ন মাদ্রাসার ৮০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপরোক্ত বই সমূহ ৫ কপি করে হাদিয়া প্রদান করা হয়।

প্রবাসী সংবাদ

ছানাইয়া, আল-খাফজী, সঊদী আরব ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য রাত ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আল-খাফজী, ছানাইয়া শাখার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার যুববিষয়ক সম্পাদক ও আল-খাফজী ইসলামিক দাওয়া সেন্টারের দাঈ মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-ফারূক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-খাফজী শাখার সভাপতি তোফায্যল হোসাইন ও ছানাইয়া শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয সাইফুল্লাহ। ইজতেমার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শাখার অর্থ সম্পাদক হাফেয হারূণুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইন।

যুবসংঘ

কমিটি পুনর্গঠন

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ২০২০-২২ সেশনের জন্য যেলা সমূহের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন যেলা সফর করেন। পুনর্গঠিত যেলাগুলোর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

গঠনের তারিখ	সাংগঠনিক যেলার নাম	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
১৭ই সেপ্টেম্বর	রাজশাহী-পূর্ব	বুলবুল ইসলাম	খুরশেদ আলম
১৭ই সেপ্টেম্বর	কুষ্টিয়া-পূর্ব	এনামুল হক	মুহাম্মাদ এরশাদ
১৮ই সেপ্টেম্বর	চট্টগ্রাম	মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন	মুহাম্মাদ শাহাদত
১৯শে সেপ্টেম্বর	কুষ্টিয়া-পশ্চিম	আশিকুর রহমান	মামূন বিন হাশমত
১৯শে সেপ্টেম্বর	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	আব্দুর রঊফ	হোযায়ফা রহমান
২২শে সেপ্টেম্বর	দিনাজপুর-পূর্ব	রায়হানুল ইসলাম	আব্দুল কাদের
২৩শে সেপ্টেম্বর	খুলনা	শো'আইব হোসাইন	মিনহাজুল ইসলাম
২৩শে সেপ্টেম্বর	বাগেরহাট	আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম	মহিদুল গণী
২৪ই সেপ্টেম্বর	সাতক্ষীরা	নাজমুল আহসান	ছফিউল্লাহ
২৫শে সেপ্টেম্বর	চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর	আনোয়ার হোসাইন	ওয়াসিম আকরাম
২৫শে সেপ্টেম্বর	জামালপুর-উত্তর	এস.এম এরশাদ আলম	ইসমাঈল বিন আব্দুল গণী
২৬শে সেপ্টেম্বর	নরসিংদী	দেলওয়ার হোসাইন	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক
২৬ই সেপ্টেম্বর	বগুড়া	আল-আমীন	আব্দুর রঊফ
২৭শে সেপ্টেম্বর	রাজশাহী-সদর	ফায়ছাল মাহমূদ	আমীনুল ইসলাম
২৭শে সেপ্টেম্বর	রাজশাহী কলেজ	আব্দুল মুহাইমিন	আব্দুল্লাহ ছাকিব
২৮শে সেপ্টেম্বর	পটুয়াখালী	ডা. মুহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ	মূসা হাওলাদার
২৯ই সেপ্টেম্বর	পিরোজপুর	আবু নাঈম	আযীযুল হক
১লা অক্টোবর	গাইবান্ধা-পূর্ব	মুশফিকুর রহমান	মুহাম্মাদ ইউনুস আলী
২রা অক্টোবর	টাঙ্গাইল	সা'দ উল্লাহ (আহ্বায়ক)	নাজমুল ইসলাম (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
২রা অক্টোবর	লালমণিরহাট	মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন	ক্বাইয়ুমুর রহমান
২রা অক্টোবর	বরিশাল	কায়েদ মাহমূদ ইমরান	আমীনুর রহমান
২রা অক্টোবর	কক্সবাজার	কফীলুদ্দীন (আহ্বায়ক)	আব্দুল আযীয (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
২রা অক্টোবর	চুয়াডাঙ্গা	হাবীবুর রহমান	ছানোয়ার হোসাইন
২রা অক্টোবর	ঝিনাইদহ	হোসাইন আহমাদ	মুহাম্মাদ বিলাল হোসাইন
২রা অক্টোবর	গাইবান্ধা-পশ্চিম	আব্দুল্লাহ আল-মামূন	আশিকুর রহমান
২রা অক্টোবর	পাবনা	হাসান আলী	সাদ্দাম হোসাইন
৩রা অক্টোবর	কুড়িগ্রাম-উত্তর	হামিদুল ইসলাম	হারূণুর রশীদ
৩রা অক্টোবর	কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ	নূর ইসলাম	রফীকুল ইসলাম
৩রা অক্টোবর	সিরাজগঞ্জ	রাসেল আহমাদ	নাঈমুর রহমান
৩রা অক্টোবর	দিনাজপুর-পশ্চিম	মুছাদ্দিক বিল্লাহ	আলমগীর হোসাইন
৪ঠা অক্টোবর	নীলফামারী-পূর্ব	মুহাম্মাদ আশরাফ আলী	মুনীরুয্যামান
৫ই অক্টোবর	নীলফামারী-পশ্চিম	রাশেদুল ইসলাম	মুস্তাফীযুর রহমান
৬ই অক্টোবর	পঞ্চগড়	মুযাহার আলী	রাশেদুল ইসলাম
৭ই অক্টোবর	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	ছালেহ সুলতান	ইমদাদুল হক
৮ই অক্টোবর	রাজশাহী-পশ্চিম	রেযাউল করীম	আবুল কাসেম
১১ই অক্টোবর	ঠাকুরগাঁও	মুয্যাম্মেল হক	আব্দুল করীম
১৬ই অক্টোবর	মেহেরপুর	ইয়াকূব হোসাইন	নাজমুল হোসাইন
২৩শে অক্টোবর	গোপালগঞ্জ	খন্দকার অহীদুল ইসলাম	রিফাত শিকদার
২৪শে অক্টোবর	নাটোর	হাফেয মুহাম্মাদ আলী	আতাউর রহমান
২৬শে অক্টোবর	ময়মনসিংহ-দক্ষিণ	ইদরীস আলী (আহ্বায়ক)	হাফেয ওমর ফারূক (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
২৭শে অক্টোবর	ময়মনসিংহ-উত্তর	মুহাম্মদ আলী	ডা. শরীফুল্লাহ
৬ই নভেম্বর	যশোর	হাফেয তরীকুল ইসলাম	আব্দুর রহীম
৭ই নভেম্বর	রাজবাড়ী	রেযাউল করীম	আরীফুল ইসলাম
১১ই নভেম্বর	রাজশাহী	মুনতাছির আহমাদ	ফায়ছাল মাহমূদ

যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ২০২০-২১

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০-১১ই ডিসেম্বর'২০ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের মিলনায়তনে ২দিন ব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের ২১টি যেলা থেকে ১১০ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। প্রশিক্ষক হিসাবে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারুন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ ও লিখিত পরীক্ষায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সোনামণি

গোবিন্দপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৬শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন গোবিন্দপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি মাদ্রাসা

উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নওগাঁ যেলা ‘আন্দোলন’-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা ‘সোনামণি’র সহ-পরিচালক শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদ শাখা ‘সোনামণি’র পরিচালক মুহাম্মাদ মাসঊদ। উল্লেখ্য, এর পূর্বে বাদ যোহর একই গ্রামে জনাব হাবীবুর রহমানের বাড়ীতে মহিলা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মেহমান সেখানে বক্তব্য পেশ করেন।

মারকায সংবাদ

মহিলা মাদরাসার নির্মাণ কাজ শুরু

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ৫ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অবস্থিত ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বালিকা শাখায় পরিকল্পিত পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ৮ তলা বিশিষ্ট প্রথম আবাসিক ভবনের ফাউণ্ডেশন ঢালাই শুরুর মাধ্যমে উক্ত নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বিশালায়তন এই নির্মাণকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবার আন্তরিক দো‘আ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ৯ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত উক্ত মাদ্রাসায় ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি একাডেমিক ভবন, ৫টি আবাসিক ভবন, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, স্টাফ কোয়ার্টার ও মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাসের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হ’লে প্রায় তিন হাযার শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। বিভাগীয় শহর ও শিক্ষানগরী রাজশাহীর নিরিবিলি পরিবেশে অনিন্দ্য সুন্দর এই ক্যাম্পাসটি আগামী দিনে মেয়েদের দ্বীনী শিক্ষার একটি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠবে ইনশাআল্লাহ।

ইয়াতীম ভবনের নির্মাণকাজ শুরু

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৮শে নভেম্বর, শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ইয়াতীমদের জন্য পৃথক ৬ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ইয়াতীম ভবনের নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি উক্ত প্রকল্পে সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, দফতর সম্পাদক ও পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্পের পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ফাউণ্ডেশনের সেক্রেটারী ও ইয়াতীম ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আহ্বায়ক শামসুল আলম, ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, ইয়াতীম বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নাজীদুল্লাহ, আবাসিক শিক্ষক আব্দুল্লাহিল কাফী এবং রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ১৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্জ শাহাদত আলী শাহু প্রমুখ।

আল-‘আওন

কমিটি পুনর্গঠন

‘আল-আওন’ ২০২০-২১ সেশন-এর জন্য যেলা সমূহের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন যেলা সফর করেন। পুনর্গঠিত যেলাগুলোর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

গঠনের তারিখ	সাংগঠনিক যেলার নাম	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
২৬শে সেপ্টেম্বর	নরসিংদী	মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার	মনযূর হোসাইন
২৬শে সেপ্টেম্বর	বগুড়া	ডা. ফরহাদ আল-কবীর	মীযানুর রহমান
২রা অক্টোবর	ঝিনাইদহ	রফীকুল ইসলাম	ডা. মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন
২রা অক্টোবর	গাইবান্ধা-পশ্চিম	দেলওয়ার হোসাইন	মুস্তাফীযুর রহমান
২রা অক্টোবর	পাবনা	ডা. ইকবাল বিন জিন্নাহ	ওমর ফারূক
৩রা অক্টোবর	সিরাজগঞ্জ	ডা. জাহিদ	সজীব
৩রা অক্টোবর	দিনাজপুর-পশ্চিম	আতীকুর রহমান	আব্দুন নূর
৩রা অক্টোবর	দিনাজপুর-পূর্ব	শো‘আইব বিন আসাদ	সাঈদ আনওয়ার
৫ই অক্টোবর	নীলফামারী-পশ্চিম	আনীসুর রহমান	আব্দুল মুমিন
৬ই অক্টোবর	পঞ্চগড়	মাযহারুল ইসলাম প্রধান	মুরাদ হোসাইন
৭ই অক্টোবর	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	মিছবাহুল হক	রূহুল আমীন
১১ই অক্টোবর	ঠাকুরগাঁও	আফতাবুদ্দীন	মুয্যাম্মেল হক
১৬ই অক্টোবর	মেহেরপুর	মুহাম্মাদ বনু ইসরাঈল	শাকিল আহমাদ

উক্ত কমিটি গঠন উপলক্ষে যেলা সমূহে সফরকারী কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে ছিলেন ‘আল-‘আওন’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

(১) ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ জয়পুরহাট যেলার সুধী আলহাজ্জ মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম তালুকদার (৭২) গত ৬ই ডিসেম্বর রবিবার বাদ মাগরিব ঢাকার পপুলার ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘ঊন*। পর দিন বেলা ২-টায় কালাই ময়েনুদ্দীন উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন এলাকার প্রবীণ আলেম মাওলানা

মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র নেতা-কর্মী ও উপদেষ্টাবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদসহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে যান। তিনি এলাকার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজ সেবক ছিলেন।

১৭ই জানুয়ারী'২০ শুক্রবার আমীরে জামা'আত যেলা সম্মেলন উপলক্ষে জয়পুরহাট আগমন করলে মরহূমের বাসায় দুপুরের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এদিন তিনি কালাই কমপ্লেক্স জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং বাদ জুম'আ কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

অতঃপর বাদ মাগরিব তিনি যেলা সম্মেলনের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত কালাই থেকে জয়পুরহাট শহরে গমন করেন এবং শহরের রামদেব বাজলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন। জনাব শহীদুল ইসলাম তালুকদার আমীরে জামা'আতের ভাষণ শোনার জন্যই রাতে জয়পুরহাটে সম্মেলন স্থলে পৌঁছেন ও তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন। পরে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নির্দেশে যেলার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মোশতাক আহমাদ সারোয়ার জনাব শহীদুল ইসলাম তালুকদারকে হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত ১ সেট বই, দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ ক্যালেণ্ডার ও ছালাতের স্থায়ী সময়সূচী হাদিয়া প্রদান করেন।

স্মৃতি : কালাই জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে সম্মেলন করার পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত কালাই উপযেলা শহরে আহলেহাদীছের একটি মারকায করার জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন করেন। উক্ত আবেদনক্রমে তারা আমীরে জামা'আত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সমাজকল্যাণ সংস্থা তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) বরাবর ৩০শে জুন ১৯৯৩ সালে ৩০৭৬/৯৩ দলীল মূলে ২০ শতক জমি দানপত্র রেজিষ্ট্রি করে দেন। ঐ সময় ঢাকা-জয়পুরহাট মহাসড়কে কালাই বাসস্ট্যাণ্ড ব্যতীত আশপাশে তেমন কোন বাজার-ঘাট ছিল না। ১৯৯৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার ৪২টি দোকান ও তার উপরে জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা সহ কালাই কমপ্লেক্স উদ্বোধন করা হয় *(আত-তাহরীক ২/১সংখ্যা, অক্টোবর'৯৮)*। পরে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে আরেকটি মার্কেট প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে কালাই পুরোদস্তর একটি শহরে পরিণত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কালাই কমপ্লেক্স উদ্বোধনের দিন কমপ্লেক্সের সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান (মৃ. ২২শে নভেম্বর ২০০৫), যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহমান (বর্তমানে শয্যাশায়ী), যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাহফূযুর রহমান (বর্তমানে যেলা প্রধান উপদেষ্টা), আল-হেরা শিল্পগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (মৃ. ১৪.১২.১৫; পূর্বনাম শফীউল আলম)-এর নেতৃত্বে ৪১টি হোণ্ডা নিয়ে কর্মীদের বিরাট একটি বহর কালাই থেকে আক্কেলপুর সড়কে ১৬ কি.মি. দূরে আমীরে জামা'আত প্রতিষ্ঠিত সড়ক সংলগ্ন খেজুরতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ থেকে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের অভ্যর্থনা দিয়ে কালাই কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। সেদিন জনাব শহীদুল ইসলাম তালুকদারের বাসায় আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়েখ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, তাওহীদ ট্রাষ্টের সাতক্ষীরা যেলা প্রকল্প পরিচালক জনাব এমদাদুল হক (মৃ. ৮ই নভেম্বর ২০০৬) ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মেহমান। জানা আবশ্যক যে, কালাই কমপ্লেক্সকে পূর্ণতা দানের জন্য তার সহযোগী হিসাবে আমীরে জামা'আত ঢাকা-জয়পুরহাট হাইওয়ে সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী তালতলীতে ২০০১ ও ২০০২ সালে ৬ একর ২৩ শতক জমি এবং জয়পুরহাট শহরের অনতিদূরে মহাসড়ক সংলগ্ন কোমরগ্রামে ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সালে ১৯৪৬/৯৪ দলীল মূলে ২৪ শতক জমি ট্রাষ্টের নামে খরীদ করেন। এতদ্ব্যতীত ১৮ই মে ১৯৯৪ সালে জয়পুরহাট শহরের আরামনগরে তিনি কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল জয়পুরহাট শহরের প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বাগ-১৮/৯৪)।

(২) জয়পুরহাট যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক অর্থ সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক এবং বর্তমানে কালাই কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব মুছতফা (গোলাম মুছতফা) গত ২০শে ডিসেম্বর'২০ রবিবার ৬৫ বছর বয়সে নিজ গ্রাম কালাই জুম্মাপাড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। একইদিন বেলা ২-টায় অনুষ্ঠিত তাঁর জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন কমপ্লেক্স জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সলীমুল্লাহ। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব মাহফূযুর রহমান এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা-কর্মী সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্র রেখে যান।

(৩) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার তালা উপযেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ও নগরঘাটা এলাকার সভাপতি 'আন্দোলন'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য ডাঃ আব্দুর রঊফ (৬৫) গত ২রা নভেম্বর'২০ সোমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাতক্ষীরা সদর সরকারী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি ১ স্ত্রী, ১ পুত্র ও ২ কন্যা, নাতি-নাতনী সহ বহু গুনগ্রাহী রেখে যান। পরদিন ৩রা নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০-টায় নগরঘাটা বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অছিয়ত অনুযায়ী জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার ভাতিজা তালা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও শার্শা দাখিল মাদরাসার সহ-সুপার মাওলানা মশিউর রহমান। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুজাহিদুর রহমান সহ যেলা ও উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার পিতা-মাতার পাশে তাকে দাফন করা হয়।

(৪) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাকের স্ত্রী মুসাম্মাৎ সালমা আখতার গত ১০ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুর ২-টায় নারায়ণগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও সাড়ে চার বছরের ১ ছেলেসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন রাত সাড়ে ৮-টায় যেলার সদর থানাধীন খালপাড় শাহী ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি তার ছোট ভাই নরসিংদী সরকারী কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মাহবূবুর রহমান। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীন, সহ-সভাপতি মাহফূযুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইন সহ যেলা 'আন্দোলন, 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে খালপাড় সামাজিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : ওয়ালীমায় ছেলেকে মেয়ে পক্ষ বা বিবাহের দিন বরযাত্রীদের জন্য খাবার ব্যবস্থাপনায় ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষকে সহযোগিতা করতে পারবে কি?

-আহমাদুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যা পক্ষের কোন দায়িত্ব নেই মেহমানদারী ব্যতীত। আর ছেলে পক্ষের উপর অলীমা করা ওয়াজিব। এক্ষণে প্রশ্নমতে নেকীর কাজে যে কেউ যে কাউকে সাহায্য করতে পারে *(মায়েদাহ ৫/২)*। বরং এরূপ ভালো কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা উত্তম। ৫ম হিজরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে যয়নবের বিয়ের পর তার ওয়ালীমার জন্য উম্মে সুলায়েম (রাঃ) তাঁর ছেলে আনাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে খেজুর, ঘি ও পনির দিয়ে তৈরী খাদ্য 'হাইস' প্রেরণ করেন *(বুখারী হা/৫১৬৩; মুসলিম হা/১৪২৮; মিশকাত হা/৫৯১৩)*। ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধের পর ছাফিয়া (রাঃ)-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ হ'লে রাত্রিতে উম্মে সুলায়েম (রাঃ) তার জন্য বাসর সজ্জার ব্যবস্থা করেন এবং রান্না খাবার সহ উপঢৌকন প্রেরণ করেন। অতঃপর সকালে ওয়ালীমার জন্য রাসূল (ছাঃ) দস্তরখান বিছিয়ে দিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, যার কাছে যা আছে নিয়ে এস। তখন কেউ খেজুর, কেউ ঘি, কেউ ছাতু নিয়ে আসল। অন্য বর্ণনায় এসেছে 'পনির'। অতঃপর তা দিয়ে উন্নতমানের 'হাইস' খাদ্য বানানো হ'ল ও তা দিয়ে ওয়ালীমা করা হ'ল *(বুখারী হা/৩৭১, ৫০৮৫; মুসলিম হা/১৩৬৫)*। ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পর আলী (রাঃ)-এর সাথে ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহের ওয়ালীমায় আনছার ছাহাবীগণ সহযোগিতা করেন *(আহমাদ হা/২৩০৮৫; আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১৭৩ পৃ.)*। রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম খাদেম রাবী'আ আসলামীর বিবাহের ওয়ালীমায় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে আনছার ছাহাবীগণ সহযোগিতা করেন *(আহমাদ হা/১৬৬২৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৭৩৩৪; ছহীহাহ হা/৩২৫৮)*। সুতরাং বিবাহের দিন খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বা পরদিন অলীমায় উভয়পক্ষ পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে। তবে এ ব্যাপারে কোন অবস্থাতেই কোন পক্ষকে বাধ্য করা যাবেনা।

প্রশ্ন (২/১২২) : পিতা-মাতার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। ছেলে পিতা-মাতার জীবদ্দশায় এক পুত্র সন্তান রেখে মারা যায়। এরপর সেই পুত্র সন্তানও দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা যায়। বর্তমানে জীবিত আছে ব্যক্তির দুই মেয়ে ও নাতির স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে। এক্ষণে পিতা-মাতার সম্পত্তিতে দুই মেয়ে ও নাতির ছেলে ও মেয়েরা কতটুকু সম্পদ পাবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : যেহেতু ব্যক্তির অন্য কোন পুরুষ ওয়ারিছ নেই। সেজন্য নাতির মেয়ে ও ছেলেরা ওয়ারিছ হবে। তবে নাতির স্ত্রী এই সম্পত্তির কোন ওয়ারিছ হবে না। কারণ তার স্বামী উক্ত সম্পত্তির মালিক হওয়ার পূর্বে মারা গেছে। এক্ষণে নাতির দুই ছেলেকে ছেলে ও দুই মেয়ে ও নাতির এক মেয়েকে মেয়ে তথা দুই ছেলে ও তিন কন্যা ধরে সমুদয় সম্পত্তি ভাগ হবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, যায়েদ (রাঃ) বলেন, পুত্রের সন্তানাদি পুত্রের মতই, যখন তাকে ছাড়া আর কোন পুরুষ সন্তান না থাকে। নাতিগণ পুত্রদের মত আর নাতনীগণ কন্যাদের মত। পুত্রদের মত নাতনীগণও উত্তরাধিকারী হয়, আবার পুত্রগণ যেরূপ অন্যদেরকে বঞ্চিত করে নাতিগণও সেরূপ অন্যদেরকে বঞ্চিত করে। আর নাতিগণ পুত্রদের বর্তমানে উত্তরাধিকারী হয় না *(বুখারী তা'লীক্ব 'ফারায়েয' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭, ২২/২১৭ পৃ.)*। তবে যদি ব্যক্তির পিতা-মাতা থাকত তাহ'লে দুই মেয়ে সমুদয় সম্পত্তির ২/৩ অংশ ও পিতা-মাতা ১/৬ অংশ করে পেয়ে পিতা আছাবা হিসাবে অবশিষ্ট সম্পত্তি পেয়ে যেতেন। যেহেতু মেয়েরা ব্যতীত অন্য কোন ওয়ারিছ নেই, সেকারণ নাতির ছেলে-মেয়েরা অংশ পেয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত অংশসমূহ হকদারগণকে পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বেঁচে যাবে, সেগুলি (আছাবা সূত্রে) নিকটতম পুরুষ উত্তরাধিকারীদের দাও' *(বুখারী হা/৬৭৩২; মুসলিম হা/১৬১৫; মিশকাত হা/৩০৪২, 'ফারায়েয ও অছিয়তসমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : হাশরের ময়দানে প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তি তার সাথে ৭০ জন লোককে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-হৃদয় খান শান্ত, সিরাজগঞ্জ।*
[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স. স.)]*

উত্তর : উক্ত সংখ্যাটি বলা হয়েছে শহীদদের মর্যাদায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) শহীদদের ৬টি মর্যাদার অন্যতম হিসাবে বলেন, ... তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য সুফারিশ কবুল করা হবে *(তিরমিযী হা/১৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৯; মিশকাত হা/৩৮৩৪)*। আর শহীদ সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয় এবং আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যু বরণ করে *(মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/৩৮১১)*। উল্লেখ্য যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তি তার সাথে অসংখ্য জাহান্নামীকে সুফারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, ঐ দিন মুমিনগণ তাদের জাহান্নামী ভাইদের স্বার্থে আল্লাহ্র সাথে লিপ্ত হয়ে বলবে, হে আমাদের রব! এরা তো আমাদের সাথেই ছালাত-ছিয়াম ও হজ্জ আদায় করত। তখন তাদেরকে বলা হবে, যাও, তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আনো। উল্লেখ্য, এরা জাহান্নামে পতিত হ'লেও ওযূর কারণে মুখমণ্ডল আযাব থেকে মুক্ত থাকবে (তাই

তাদেরকে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না)। মুমিনগণ জাহান্নাম হ'তে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, কারোর তো পায়ের নলা পর্যন্ত, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত দেহ আগুন ছাই করে দিবে। উদ্ধার শেষ করে মুমিনগণ বলবে, হে রব! যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ বলবেন, পুনরায় যাও, যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকেও উদ্ধার করে আনো। তখন তারা আরো একদলকে উদ্ধার করে এনে বলবে, হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসিনি। আল্লাহ বলবেন, আবার যাও, যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকেও বের করে আনো। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি। আল্লাহ বলবেন, আবার যাও, যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান, তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের কথা বলেছিলেন তাদের কাউকেও রেখে আসিনি। অবশেষে আল্লাহ বলবেন, শাফা'আত করেছে ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও মুমিনগণ। এখন বাকী রয়েছেন দয়ালুদের সেরা দয়ালু। অতঃপর তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে এক মুষ্ঠি গ্রহণ করবেন এবং অবশিষ্ট দলকে বের করে 'নাহরুল হায়াত' বা জীবন নদীতে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে তারা নতুন জীবন প্রাপ্ত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/১৮৩)*। সেখানে তারা 'আল-জাহান্নামিইয়ূন' বলে অভিহিত হবে *(বুখারী হা/৭৪৫০; মিশকাত হা/৫৫৮৪)*। উক্ত সৌভাগ্য লাভ করবে কেবল তারাই, যারা খালেছ অন্তরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করেছে *(বুখারী হা/৯৯; মিশকাত হা/৫৫৭৪)*।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সংগৃহীত হাদীছের সংখ্যা নাকি চল্লিশ হাযার? এর সত্যতা আছে কি?

-হেলালুদ্দীন, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। কারণ কোন সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয় যে, তিনি কোন হাদীছের কিতাব সংকলন করেছেন। মূলতঃ তিনি মুহাদ্দিছ ছিলেন না বরং ফক্বীহ ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) ফিক্বহের ক্ষেত্রে আবু হানীফা (রহঃ)-এর দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করলেও হাদীছ শাস্ত্রে তিনি 'মিসকীন' ছিলেন বলে অভিহিত করেছেন *(ইবনু আবী হাতেম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/৪৫০; তাহযীবুত-তাহযীব ১০/৪৫০)*। ইবনু হিব্বান বলেন, لم يكن الحديث صناعته حدث بمائة وثلاثين حديثا مسانيد، ماله حديث في الدنيا غيرها، 'হাদীছ শাস্ত্র নিয়ে তার কাজ ছিল না। তিনি কেবল ১৩০টি মুসনাদ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এর বাইরে দুনিয়াতে তাঁর কোন হাদীছ নেই। তন্মধ্যে ১২০টি হাদীছের বর্ণনাতে তিনি হয় সনদে কিংবা মতনে ভুল করেছেন *(আল-মাজরূহীন ৩/৬৩)*। ইমাম নাসাঈ বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হাদীছের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ছিলেন না। হাদীছের স্বল্প বর্ণনার মধ্যেও তিনি অনেক ভুল-ভ্রান্তি করেছেন *(রাসায়েল ফী উলূমিল হাদীছ ৭১ পৃ.)*। বিশেষত বাগদাদে হাদীছ জালকরণের ফিৎনা ব্যাপক আকার ধারণ করায় ইরাক পরিণত হয়েছিল হাদীছ জালকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে। এমনকি ইরাককে বলা হ'ত دار ضرب الحديث বা 'হাদীছ রচনার কেন্দ্র'। ইবনু খালদূন বলেন, لم أن أبا حنيفة لتشدده في شروط الصحة يصح عنده إلاّ سبعة عشر حديثاً– 'হাদীছের বিশুদ্ধতার শর্তসমূহ নির্ধারণে কঠোরতার কারণে আবু হানীফার নিকট মাত্র ১৭টি হাদীছ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে *(মুক্বাদ্দামাহ ইবনু খালদূন ১/৪৪৪ পৃ.)*। সম্ভবত এই সতর্কতা অবলম্বনের কারণেই তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা কম *(মোল্লা আলী ক্বারী, শরহ মুসনাদ আবী হানীফা ১/৯১; আবু যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, ২৪০ পৃ.; আস-সিবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ৪০৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য পঙ্গপালের ঢিবির ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ বাসসাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(ইবনু মাজাহ হা/৭৩৮; ইবনু হিব্বান হা/১৬১৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৭১)*। কোন বর্ণনায় এসেছে যে, 'যে ব্যক্তি পাখির ডিম দেওয়ার বাসার ন্যায় একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন' *(আহমাদ হা/২১৫৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৭২)*। সুতরাং যে ব্যক্তি ছওয়াবের আশায় একটি ছোট মসজিদও নির্মাণ করবে, এমনকি নির্মাণকাজে স্বল্প অর্থ বা ক্ষুদ্র শ্রম দিয়েও সহযোগিতা করবে, সেও উক্ত মর্যাদা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৩৭)*।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : আমি ইটভাটায় কাঁচা ইট সাজানোর কাজ করি। এক এক ভাগে ইট ধরে ১৮৮০০। কিন্তু আমাদের যারা হেড তারা ম্যানেজার ও কোম্পানীকে ধোঁকা দিয়ে ২০ হাযার ইটের টাকা নেয়। এই টাকার ভাগ আমিও পাই। বিগত বছরেও এরকম টাকা আমি নিয়েছি। এখন আমি অনুতপ্ত। কিভাবে এই অপরাধ থেকে মুক্ত হ'তে পারি?

-আফযাল হোসাইন, নওগাঁ।

উত্তর : এটি সুস্পষ্ট প্রতারণা ও মিথ্যার শামিল, যা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০)*। এক্ষণে করণীয় হ'ল, যে কয় বছরে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে হিসাব করে মালিককে ফেরত দিতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট খালেছ নিয়তে তওবা করবে *(নববী, রওযাতুত তালেবীন ১১/২৪৫-৪৬; ফাৎহুল বারী ১১/১০৪; মুগনী ১৪/১৯৩)*। আর সেটাও সম্ভব না হ'লে ভবিষ্যতে এমন কাজ থেকে তওবা করবে এবং গৃহীত অর্থের সমপরিমাণ ছাদাক্বা করবে।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : এক পিতা-মাতা তাদের মেয়েকে কোন এক ছেলের সাথে বিবাহ দিতে ওয়াদাবদ্ধ হয়। এর মধ্যে ডিভি

লটারীর মাধ্যমে মেয়ের মা আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং সাথে সাথে মত পরিবর্তন করে উক্ত ছেলের সাথে তার মেয়ের বিবাহ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু মেয়ে এটা না মেনে নিজে নিজেই উক্ত ছেলের সাথে কোর্টের মাধ্যমে বিয়ে করে ফেলে। কিছুদিন সংসারও করে। মেয়ের বাবা-মা এই বিয়ে মেনে নেয়নি। পরবর্তীতে মেয়ের উপর চাপ প্রয়োগ করে প্রথম স্বামীকে জোরপূর্বক তালাক দিয়ে অন্য এক ছেলের সাথে বিবাহ দেয়। বর্তমানে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে ঘর সংসার করছে। তাদের দুইটি সন্তানও আছে। এক্ষণে তাদের বিয়ে সঠিক হয়েছে কি?

-মাহমূদ হাসান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : তাদের প্রথম বিবাহটি শরী'আতসম্মত হয়নি। কারণ তাতে পিতা বা অভিভাবকের সম্মতি ছিল না। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে নারী তার অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯)*। অতএব পূর্ববর্তী বিবাহ ও সংসারের কারণে পরবর্তী বিবাহ বাতিল হবে না। কিন্তু পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডের জন্য উক্ত নারী ও তার মাকে অনুতপ্ত হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩)*।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : বিবাহ করার পর স্ত্রীকে পসন্দ হচ্ছে না। তার কোন দোষ নেই। আচার-ব্যবহার ভালো। কিন্তু কোনভাবেই মেনে নিতে পারছি না। এক্ষণে আমি তালাক দিলে গোনাহগার হব কি?

-শরীফ আলী, ওমান।

উত্তর : কেবল অপসন্দের দোহাই দিয়ে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ঘৃণিত কাজ। বরং স্ত্রীর কোন কিছু অপসন্দ হ'লে মনে করতে হবে আল্লাহ হয়ত এর মধ্যে কল্যাণ রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন *(নিসা ৪/১৯)*। আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন, স্ত্রীর কোন ব্যবহার তোমাদের অপসন্দ হ'লেও তার সাথে সদাচরণ কর। কেননা তাকে বাদ দিলে অন্য স্ত্রী এর চাইতে অধিক মন্দ হ'তে পারে। অথবা এই স্ত্রীর গর্ভে সুসন্তান আসতে পারে। যার মধ্যে তোমাদের প্রভূত কল্যাণ রয়েছে *(কুরতুবী)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুমিন যেন মুমিনাকে ঘৃণা না করে বা তার প্রতি শত্রুতা পোষণ না করে; যদি তার কোনো আচরণে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে অন্য আর এক আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্টি লাভ করবে' *(মুসলিম হা/১৪৬৯; মিশকাত হা/৩২৪০)*। সেজন্য বিদ্বানগণ বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া মাকরূহ, এমনকি হারাম বলেছেন *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৮/২৩৫)*। সুতরাং বিনা কারণে তালাক দেওয়া সমীচীন হবে না। তবে স্ত্রীর দ্বীনদারিতে কোন সমস্যা থাকলে স্ত্রী তালাক দেওয়া জায়েয *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/২৩৫)*।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : কুকুরে কামড়ানো প্রাণী বেঁচে থাকলে যবেহ করে খাওয়া যাবে কি?

-শহীদুল ইসলাম, আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কুকুরে কামড়ানো প্রাণী বেঁচে থাকলে যবেহ করে খাওয়া যাবে *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৯/৩২২; তাফসীরে ইবনু কাছীর, মায়েদাহ ৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। আল্লাহ হালাল প্রাণীর বর্ণনা দিয়ে বলেন, হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা যবেহ দ্বারা হালাল করেছ, তা ব্যতীত *(মায়েদাহ ৫/৩)*। কা'ব ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, তার কতকগুলো ছাগল-ভেড়া ছিল, যা সালা' নামক স্থানে চরে বেড়াতো। একদিন আমাদের এক দাসী দেখল যে, আমাদের ছাগল ভেড়ার মধ্যে একটি ছাগল মারা যাচ্ছে। তখন সে একটা পাথর ভেঙ্গে তা দিয়ে ছাগলটাকে যবেহ্ করে দিল। কা'ব তাদেরকে বলেন, তোমরা এটা খেয়ো না, যে পর্যন্ত না আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে আসি অথবা কাউকে নবীর নিকট জিজ্ঞাসা করতে পাঠাই। নবী করীম (ছাঃ) তা খাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৪০৭২)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : মসজিদের আন্ডার গ্রাউন্ডে মহিলাদের জন্য কাতারের ব্যবস্থা করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদের আন্ডারগ্রাউন্ড মসজিদেরই অংশ হওয়ায় মহিলারা সেখানে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারবে। তবে ইমামের অনুসরণের জন্য তাকবীর শুনতে হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২১৩; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/৮)*।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : ইয়াতীম বিভাগের দায়িত্বশীলগণ ইয়াতীমদের জন্য আদায়কৃত অর্থ থেকে বেতন গ্রহণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার থেকে খেতে পারবে কি?

-নাজমুল হক, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ইয়াতীমের জন্য আদায়কৃত সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট দায়িত্বশীলগণ প্রাপ্য বেতন গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্যগ্রহণ করতে পারবেন। যদিও সে সম্পদ যাকাতের হয়। কেননা যাকাতের একটি খাত রয়েছে, যা আমেল তথা দায়িত্বশীলগণের জন্য নির্দিষ্ট *(তওবা ৯/৬০)*। তবে কর্তৃপক্ষ ন্যায়সঙ্গতভাবে যতটুকু অনুমোদন দিবেন, ততটুকু গ্রহণ করবে, তার বেশী নয় *(বাক্বারাহ ১৮৮)*। আর যদি আদায়কৃত সম্পদ সাধারণ দান হয়, তাহ'লে সেখান থেকে সবাই উপকার গ্রহণ করতে পারবে, কেননা তা হাদিয়ার স্থলাভিষিক্ত *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/২৩৬; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৭৬; বাজী, আল-মুনতাক্বা ৭/৩২০; যুরক্বানী, শারহুয যুরক্বানী ২/১৮৪; আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ ৫/৩১)*। উল্লেখ্য যে, ফরয যাকাত থেকে প্রাপ্য অংশ কেবল দায়িত্বশীলদের জন্য, অন্যদের জন্য নয় *(আবুদাঊদ হা/১৬৩৭; মিশকাত হা/১৮৩০; ছহীহুল জামে' হা/৭২৫১)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : পাঞ্জাবী ও পায়জামা পরা কি সুন্নাত? এগুলো পরা যাবে কি?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় দীর্ঘ জামা তথা প্রচলিত জুব্বার মত পোষাক পরিধান করতেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৩০৫)*। তবে ক্বামীছ ও পায়জামাও রাসূল (ছাঃ) মাঝে-মধ্যে পরিধান করেছেন *(সাফারেনী, গেযাউল আলবাব ২/২৪১)*। বরং ক্বামীছ রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম প্রিয় পোষাক ছিল

(তিরমিযী হা/১৭৬২; ছহীহুত তারগীব হা/২০২৮)। সুতরাং প্রচলিত জুব্বা বা পাঞ্জাবী সুন্নাতী পোষাকের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলো তাক্বওয়ার পোষাক হিসাবে গণ্য। কেননা এতে অধিকতর পর্দা রয়েছে। আর আল্লাহ তাক্বওয়ার পোষাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন *(আ'রাফ ৭/২৬)*। তবে সর্বাবস্থায় সতর ও লেবাস সম্পর্কে নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলি মনে রাখতে হবে- (১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'কিছাছ' অধ্যায়)*। (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ'তে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'আদাব' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫০ লিবাস' অধ্যায়; আহমাদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। (৩) পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্যপূর্ণ না হয় *(আহমাদ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৪) পোষাক যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নিচে কাপড় না রাখে *(আবুদাঊদ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৩৪৬; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : আমার নিছাব পরিমাণ সম্পদ আছে এবং ব্যবসাতেও বিনিয়োগ করা আছে। কিন্তু সমুদয় সম্পদের চেয়ে ঋণ আরো বেশী আছে। এক্ষণে আমার উপর যাকাত ফরয হবে কি? হ'লে কি জমানো, বিনিয়োগকৃত, ঋণকৃত সব টাকার উপর যাকাত দিতে হবে?

-মাহফূযুর রহমান, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

উত্তর : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত আদায়ের পূর্বে তার ঋণ পরিশোধ করবে। যেমন ওছমান (রাঃ) বলেন, এটি (রামাযান) যাকাতের মাস। অতএব যদি কারো উপর ঋণ থাকে তাহ'লে সে যেন প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে সে তার যাকাত আদায় করবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৮৭৩; ইরওয়া ৩/৩৪১, সনদ ছহীহ)*। যদি ঋণ পরিশোধ না করে, তাহ'লে নিছাব পরিমাণ সমস্ত সম্পদের উপরে যাকাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি তাদের সম্পদ হ'তে ছাদাক্বা (যাকাত) গ্রহণ কর। যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*। এখানে ঐ ধনী ব্যক্তিরা ঋণগ্রস্ত কি-না, সেটা শর্ত করা হয়নি। অতএব ঋণগ্রস্ত মুমিনদের সর্বাগ্রে ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। কারণ ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তার ক্ষমা নেই। অনেক ব্যবসায়ী ঋণকৃত টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করেন না। উল্টা নিজেকে ঋণগ্রস্ত দেখিয়ে যাকাত দেন না। এরূপ কপট আচরণ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম কি ৯৯টি নাকি আরও বেশী?

-রাজীবুল ইসলাম, বদরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : না, নির্ধারিত ৯৯টি নাম নয়; বরং বিদ্বানগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সমূহ থেকে আল্লাহ্র দুই শতাধিক গুণবাচক বা 'ছিফাতী' নাম সাব্যস্ত করেছেন *(তাফসীর কুরতুবী)*। এগুলিকে 'আসমাউল হুসনা' বলা হয়। তন্মধ্যে যেকোন ৯৯টি নাম যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে এবং আল্লাহ্র উপর অটুট নির্ভরতার সাথে অনুধাবন সহ মুখস্থ করবে ও গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(বুখারী হা/৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/২২৮৭; ফাৎহুল বারী)*। রাসূল (ছাঃ) নিজ দো'আয় বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনার প্রতিটি নামের অসীলায় আপনার কাছে দো'আ করছি। যে নামের মাধ্যমে আপনি নিজের নামকরণ করেছেন বা আপনার কোন সৃষ্টিকে (বান্দাকে) শিক্ষা দিয়েছেন অথবা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন অথবা যে নামগুলোকে আপনি নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারে সংরক্ষিত করে রেখেছেন' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৯৭২; মিশকাত হা/২৪৫২; ছহীহাহ হা/১৯৯)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : সমাজে ইউসুফ-যুলায়খার বিবাহ নিয়ে যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে সেসবের সত্যতা আছে কি?

-মারূফ হোসাইন, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : অন্যূন সাত বছর জেল খাটার পর বাদশাহ্র এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের পুরস্কার স্বরূপ তাঁর মুক্তি হয়। পরে তিনি বাদশাহ্র অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং বাদশাহর আনুকূল্যে তিনিই হন সমগ্র মিসরের একচ্ছত্র শাসক। ইতিমধ্যে 'আযীযে মিছর' ক্বিৎফীরের মৃত্যু হ'লে তার বিধবা স্ত্রীর সাথে বাদশাহ্র উদ্যোগে তাঁর বিবাহ হয়' *(তাফসীরে ত্বাবারী হা/১৯৪৫৯)*। জ্ঞান ও যুক্তি একথা মেনে নিলেও কুরআন বা ছহীহ হাদীছে এ বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় না। এগুলি সবই ইস্রাঈলী বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। এমনকি যুলায়খা নামটিও প্রমাণিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার তাদের বর্ণনাকে সত্য মনে করোনা, মিথ্যাও বলোনা *(বুখারী হা/৪৪৮৫; মিশকাত হা/১৫৫; দ্র. নবীদের কাহিনী-১ 'ইউসুফ (আঃ)' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : মসজিদে প্রবেশের সময় সালাম প্রদান ও প্রবেশের দো'আ পাঠ নীরবে না সরবে করতে হবে?

-আব্দুল ওয়াহহাব, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মসজিদে প্রবেশের দো'আ নিম্নস্বরে পড়বে। তবে মসজিদে প্রবেশকালে মুছল্লী থাকলে সালাম দেওয়া সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। জমহূর বিদ্বানগণ ছালাতরত মুছল্লীদের উপর সালাম দেওয়াকে মাকরূহ বলেছেন। তবে হাম্বলীরা জায়েয বলেছেন। কেননা ইবনু ওমর (রাঃ) এটা করতেন। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ করবে, তখন পরস্পরে সালাম করবে' *(নূর ২৪/৬১)*। ছুহায়েব রূমী (রাঃ) বলেন, আমি ছালাতরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিয়েছি, তখন তিনি হাতের ইশারায় সালামের জবাব দিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/৯২৫)*। ইমাম শাওকানী বলেন, উপরোক্ত হাদীছের আলোকে মুছল্লীদের সালাম দেওয়ায় দোষ নেই *(নায়লুল আওত্বার ২/৩৮৩)*। তবে এমন উচ্চস্বরে সালাম দেওয়া যাবে না, যাতে মুছল্লীদের ছালাতে বিঘ্ন ঘটে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছালাতে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না এবং সালাম দেওয়া যাবে না' *(ছহীহাহ হা/৩১৮)*। অর্থাৎ সশব্দে সালাম, যা ছালাতে বিঘ্ন ঘটায়।

আর মুছল্লী না থাকলে সরবে সালাম দেওয়া যাবে। তখন সেটি নিজের উপরে ও ফেরেশতাদের উপরে পতিত হবে। যেমন তাশাহহুদে বলা হয়, সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেককার বান্দাদের উপর *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৯০৯)*। জিব্রীল (আঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে সালাম দিয়েছিলেন এবং আয়েশা তার জবাব দিয়েছিলেন। অথচ তিনি তাকে দেখেননি *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬১৭৮)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : মিশকাত হা/৫৭৩৭-এ বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ৩১৫ জন রাসূলসহ এক লক্ষ ২৪ হাযার নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। অথচ অত্র হাদীছটিকে অধিকাংশ বিদ্বান ও বহু সংখ্যক আলেম যঈফ বলছেন। উক্ত হাদীছের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-আল-মামূন, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর সনদকে ছহীহ লিগায়রিহী বা হাসান পর্যায়ের হাদীছ বলেছেন *(ছহীহাহ হা/২৬৬৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। অনুরূপভাবে ইবনু কাছীর ও হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) হাদীছটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন *(আল-বিদায়াহ ১/৯৭; ফাৎহুল বারী ৬/২৫৭)*। যেহেতু বিষয়টি শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু নয়, অতএব সনদের ব্যাপারে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য। তবে নবী ও রাসূলের সংখ্যা অসংখ্য ধরে নিলেও কোন দোষ নেই *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৬৬-৬৭)*।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : বিবাহের পর বাসর রাতের পূর্বে স্বামী মারা গেলে উক্ত স্ত্রী স্বামীর সম্পদে অংশ পাবে কি?

-রবীউল ইসলাম, রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : এক্ষেত্রে স্ত্রী মোহরানাসহ স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। কারণ সে শরী'আত সম্মতভাবে স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছে *(তিরমিযী হা/১১৪৫; আবুদাউদ হা/২১১৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩২০৭)*। একদিন জনৈক ব্যক্তি ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এক ব্যক্তি মোহর নির্ধারণ না করে বিয়ে করেছে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে; শরী'আতে এর বিধান কি? উত্তরে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, তার পরিবারের অপর নারীদের মোহরের সমপরিমাণ মোহর তাকে দিতে হবে। তা থেকে কমও নয়, বেশীও নয় এবং স্ত্রীকে ইদ্দত (৪ মাস ১০ দিন) পালন করতে হবে। আর স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকারী হবে। এটা শুনে আশজাঈ গোত্রের এক ছাহাবী মা'ক্বিল ইবনু সিনান দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদের আশজাঈ গোত্রের এক স্ত্রীলোক বিরওয়া বিনতে ওয়াশেক্ব সম্পর্কেও রাসূল (ছাঃ) অনুরূপ বিধান দিয়েছিলেন। এতে ইবনু মাসঊদ অত্যন্ত খুশী হ'লেন *(তিরমিযী হা/১১৪৫; আবুদাউদ হা/২১১৬; মিশকাত হা/৩২০৭)*। উল্লেখ্য যে, যদি সহবাসের পূর্বে তালাক হয়, তাহ'লে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে না *(আহযাব ৩৩/৪৯; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৩৯৭)*। অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে মৃত্যু হ'লে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং তালাক হ'লে ইদ্দত নেই।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : মোবাইলে বিবাহের পর অলীমা করতে হবে কি? অলীমা কি বিবাহের আবশ্যিক অংশ?

-আবুল কালাম আযাদ, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মোবাইলে বিবাহের পর অলীমা করা যায়, যদিও বাসর না হয়। কেননা বিবাহ সংঘটিত হয়েছে *(ফাৎহুল বারী হা/৫১৬৬-এর পূর্বের আলোচনা 'অলীমা' অনুচ্ছেদ, ৯/২৩১ পৃ.)*। তবে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অলীমা বাসরের পরে ছিল *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩২১২; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৭৮)*। অলীমা করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ এবং বিবাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ *(নববী, শরহ মুসলিম ৯/২১৭)*। রাসূল (রাঃ) আব্দুর রহমান বিন আওফকে বলেছিলেন, আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন। তুমি অলীমা কর, যদি একটি বকরী দিয়েও হয় *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩২১০ 'অলীমা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : কুরআনের বঙ্গানুবাদ পড়ার সময় সিজদার আয়াত আসলে সিজদা করতে হবে কি? ছালাতের নিষিদ্ধ সময়ে সিজদায়ে তেলাওয়াত দিতে হবে কি?

-শরীফুল ইসলাম, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর পাঠকালেও সিজদা করা উত্তম। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানরা যখন সিজদার আয়াত পড়ে ও সিজদা করে, শয়তান তখন কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় ও বলে হায় আমার কপাল মন্দ। আদম সন্তান সিজদার আদেশ পেয়ে সিজদা করল, তাই তার জন্য জান্নাত। আর আমাকে সিজদার আদেশ দেয়া হয়েছিল, আমি তা অমান্য করলাম। তাই আমার জন্য জাহান্নাম *(মুসলিম হা/৮১; মিশকাত হা/৮৯৫)*। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সিজদার আয়াত পড়তেন এবং আমরা তাঁর নিকটে থাকতাম তখন তিনিও সিজদা করতেন, আমরাও সিজদা করতাম' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১০২৫, 'তেলাওয়াতে সাজদাহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে এটি অপরিহার্য নয়। কেননা যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করেননি। রাসূল (ছাঃ)ও সিজদা দেননি *(আবুদাউদ হা/১৪০৪; তিরমিযী হা/৫৭৬)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব গ্রহণ করা কি নারী-পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ? তার জানাযা পড়া যাবে কি?

-মাহবূবুর রহমান, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : নারী বা পুরুষের জন্য অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব গ্রহণ করা হারাম *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/৩১১; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/২০০; ওয়াহবাতুয যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৪/১৯৮)*। কেবল যদি নারীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তাহ'লে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। কারণ আল্লাহ বিশেষ অবস্থায় হারাম জিনিসকে কখনো কখনো হালাল করেছেন। যেমন নিরুপায় অবস্থায় মৃত প্রাণীর গোশত হালাল *(বাক্বারাহ ২/১৭৩, নাহল ১৬/১১৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৯/৩১৮)*। আর বড় পাপী বা কাবীরা গুনাহগার মুসলমানের জানাযা পড়াতে কোন বাধা নেই *(ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ৩/২৯; নববী, শারহু মুসলিম ৭/৪৭)*। তবে কোন বড় আলেম তার জানাযা পড়বেন না। কেননা রাসূল (ছাঃ) এরূপ লোকদের জানাযা নিজে না পড়ে অন্যকে পড়তে বলেছিলেন *(আহমাদ হা/১৭০৭২ প্রভৃতি; মিশকাত*

হা/৪০১১; আলবানী, আহকামুল জানায়েয হা/৫৭)।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : মসজিদ নির্মাণ কাজে হিন্দু মিস্ত্রির সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে কি?

-ইকবাল আখতার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : মসজিদ নির্মাণে অমুসলিম মিস্ত্রির সহযোগিতা নেওয়া যাবে। এমনকি তাদের আর্থিক সহায়তাও নেওয়া যাবে। এতে কোন বাধা নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৭/৪৯৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৫৬)।*

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : আলী (রাঃ) খায়বারের যুদ্ধে দুর্গের দরজা নিজের হাতে তুলে নেন এবং সেটাকেই ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে করতে এগিয়ে যান। দরজাটি এত ভারী ছিল যে, পরবর্তীতে সাতজন ছাহাবী মিলেও তা তুলতে পারেননি। ঘটনাটির সত্যতা জানতে চাই।

-মামূনুল হক, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : কাহিনীটি প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিশুদ্ধ নয় *(দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৯১ পৃ. টীকা-৬৭৮)।*

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : সমাজে প্রচলিত আছে যে, মৃত মানুষের কবর সংরক্ষণের জন্য দেওয়া প্রাচীর ভেঙ্গে যাওয়ার পর কেউ তা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করলে তার প্যারালাইসিস হবে। একথার সত্যতা আছে কি? এটা ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

-শাকিল আহমাদ, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। তবে কবর সংরক্ষণের জন্য দেওয়া প্রাচীর যতদিন কবর হেফাযতের জন্য স্থায়ী থাকবে ততদিন সেগুলি ব্যবহার করা সমীচীন নয়। আর তা ভেঙ্গে গেলে পরিত্যক্ত বস্তু ব্যবহারে কোন বাধা নেই *(আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৬৭; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১১৩৭-৩৮ পৃ.)।*

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : উপার্জনক্ষম হওয়ার পূর্বে ছেলেদের বিবাহ করা জায়েয হবে কি?

-ফাহীম হাসান, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : অবশ্যই হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও। যদি তারা নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ'। 'আর যাদের বিবাহের সঙ্গতি নেই, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন' *(নূর ২৪/৩২-৩৩)*। অত্র আয়াতদ্বয়ে বিবাহহীন মুসলিম নারী-পুরুষকে দ্রুত বিবাহ দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভাবের অজুহাতে কেউ যেন বিবাহ থেকে বিরত না হয়, সেজন্য তাদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। যাতে আল্লাহ তাদের অভাবমুক্ত করে দেন। অবশ্য ফিৎনার আশঙ্কা না থাকলে উপার্জনক্ষম হওয়ার আগে বিবাহ না করাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা এটি চক্ষু অবনতকারী ও লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন ছিয়াম রাখে। কেননা ছিয়াম তার প্রবৃত্তিকে দলনকারী' *(বুখারী হা/১৯০৫; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০)*। এখানে 'সামর্থ্য' বলতে ভরণ-পোষণের সামর্থ্য এবং যৌন সামর্থ্য দু'টিকেই বুঝায়। দ্বিতীয়টি না থাকলে বা ত্রুটিপূর্ণ থাকলে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে অবশ্যই বিবাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, উপার্জনক্ষম হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরী পেতেই হবে। বরং অল্প হ'লেও সৎভাবে জীবন যাপনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : বর্তমানে কোন জমির দলীল করতে গেলে সরকারী খরচ বাদে মুহুরীদের সমিতিতে চাঁদা দিতে হয়। চাঁদা না দিলে জমির দলীল হয় না। প্রতি মাসে মুহুরীরা সেই চাঁদার টাকা ভাগাভাগি করে নেয়। উক্ত আয় বৈধ কি?

-আনোয়ার হোসাইন, কাঁকড়া, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : উক্ত আয় বৈধ হবে, যদি দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেই সমিতি অনুমোদিত হয়। আর যদি তা গোপনীয় হয় এবং অন্যায়ভাবে চাঁদা আরোপ করা হয়, তবে তা হারাম হবে। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা, পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত *(নিসা ৪/২৯)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : কোন মহিলা রোগী বেপর্দা বা একাকী চিকিৎসা নিতে আসলে পুরুষ ডাক্তার হিসাবে আমার করণীয় কি? পর্দা ছাড়া কেউ আসতে পারবেন না বা মহিলা রোগী আসবেন না, এমন বলা যাবে কি?

-আসাদুযযামান নূর, রংপুর।

উত্তর : সাধ্যমত পর্দা বজায় রেখে মহিলা রোগীর চিকিৎসা করা জায়েয। তবে মহিলা একাকী আসলে আবদ্ধ কক্ষে কোন সহযোগী রাখতে হবে। আর সহযোগী না থাকলে ঘরের দরজা-জানালা খোলা রেখে চিকিৎসা দিতে হবে, যাতে মনের মধ্যে শয়তানী প্রবৃত্তি জাগ্রত না হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন পর-পুরুষ কোন পর-নারীর সাথে নির্জনে থাকলে সেখানে তৃতীয় জন থাকে শয়তান' *(তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮)*। অতএব সর্বাবস্থায় আল্লাহভীতি বজায় রাখতে হবে এবং তিনি অদৃশ্য থেকে সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। সেই সাথে রোগীনীকে পর্দার ফরয বিধান মেনে চলার জন্য নছীহত করতে হবে। কেননা দ্বীন হ'ল নছীহত *(বুখারী হা/৫৭; মুসলিম হা/৫৫)*। আর নিজের তাক্বওয়া রক্ষার্থে মহিলা রোগীকে পর্দা ছাড়া কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ জানিয়ে দেওয়াটা দোষণীয় নয়।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নফল ছালাত বসে পড়া যাবে কি?

-আবু রায়হান, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। তিনি আরও বলেন, 'আর তুমি আমার স্মরণে ছালাতে দাঁড়িয়ে যাও' *(ত্বোয়া-হা ২০/১৪)*। অতএব ছালাতের মূল বিষয়টি হ'ল আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়ানো। এক্ষণে শক্তি থাকা

সত্ত্বেও নফল ছালাত বসে আদায় করা জায়েয হবে কি-না, এমন একটি বিষয়ে হযরত ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি কেউ সেটি দাঁড়িয়ে আদায় করে তবে সেটাই উত্তম। আর যদি বসে আদায় করে, তবে তার জন্য অর্ধেক ছওয়াব। আর যদি শুয়ে আদায় করে, তবে তার জন্য অর্ধেক ছওয়াব' *(বুখারী হা/১১১৫; মিশকাত হা/১২৪৯)*। উপরের হাদীছটি কেবল সুস্থ নফল ছালাত আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যদি দাঁড়াতে অক্ষম হওয়ার কারণে মুছল্লী বসে ছালাত আদায় করেন, তবে তিনি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর সমপরিমাণ ছওয়াব পাবেন। উল্লেখ্য যে, ইবনু হাজার বলেন, শক্তি থাকা সত্ত্বেও বসে ফরয ছালাত আদায় করা বাতিল হওয়া সম্পর্কে উম্মতের ইজমা রয়েছে *(মিরক্বাত, মির'আত)*।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : অপরিচিত কোন মহিলাকে রাস্তায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে সে কোন ধর্মের তা শনাক্ত করার উপায় কি? অজানা অবস্থায় তার কাফন-দাফন ও জানাযা করা যাবে কি?

-শাহজালাল হানীফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : কোন অপরিচিত নারী রাস্তায় মারা গেলে তার কপালে তিলক বা হাতে শঙ্খ কিংবা পোষাকে আলামত খুঁজতে হবে। যদি তাতে কিছু বুঝা না যায়, তাহ'লে এলাকার ভিত্তিতে তার পরিচয় নির্ণীত হবে। যদি মুসলিম এলাকায় মারা যায় তাহ'লে মুসলিম হিসাবে কাফন-দাফন হবে। আর কাফের এলাকায় মারা গেলে সেই হিসাবে করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী মাসআলাহ ক্রমিক: ১৬৩৮, ৫/২৪; কাসানী, বাদায়েউছ-ছানায়ে' ৭/১০৪)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : পরিবারে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়ার আশংকায় স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের কাছে যদি মিথ্যা কসম করতে বাধ্য হয়, সেটার জন্য গুনাহগার হ'তে হবে কি? এরূপ করা হয়ে গেলে করণীয় কি?

-তানভীর মাহমূদ, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : মিথ্যা বলা বা মিথ্যা কসম করা হারাম। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা বা জীবন রক্ষার মত কঠিন পরিস্থিতি এলে মিথ্যা কসম করা জায়েয *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৫৪)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা যায়। সেগুলি হ'ল : (১) দু'ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসার ক্ষেত্রে, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে এবং (৩) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নিকট *(আবুদাঊদ হা/৪৯২১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৫০৩১, ৫০৩৩)*। তবে এটি যেন কোন কপট উদ্দেশ্যে না হয়। কেননা আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের কথা জানেন *(আলে ইমরান ৩/১১৯)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : প্রত্যেক রাতে সূরা তাকাছুর পড়ে ঘুমালে কুরআনের এক হাযার আয়াত পড়ার নেকী পাওয়া যায়। কথাটির সত্যতা আছে কি?

-খাদেমুল ইসলাম, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : বর্ণনাটি যঈফ *(আলবানী, যঈফুত তারগীব হা/৮৯১)*।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : ভুল চিকিৎসার কারণে অল্প বয়সে কেউ মারা গেলে তাকে অপমৃত্যু বা অকাল মৃত্যু বলে অভিহিত করা যাবে কি?

-নুছরাত জাহান, নাটোর।

উত্তর : অপমৃত্যু বা অকাল মৃত্যু বলে অভিহিত করা যাবে না। কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে অকাল মৃত্যু বলে কিছু নেই। বরং জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ্র পূর্বনির্ধারিত এবং ভাগ্যের অবধারিত লিখন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৮/৫১৭)*। আল্লাহ বলেন, 'তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মানুষকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন সেই মেয়াদকাল এসে যায়, তখন তারা তা মুহূর্তকাল দেরী বা এগিয়ে নিতে পারে না' *(নাহল ১৬/৬১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন আত্মা তার রিযিক ও হায়াত পরিপূর্ণ করার পূর্বে মারা যাবেনা *(ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৯৮)*। অতএব এর উপরেই ঈমান রাখতে হবে। তবে 'অকাল মৃত্যু' বলে যদি কম বয়সে বা অপরিণত বয়সে মৃত্যু বুঝানো হয়, তবে সেটি বলা দোষের হবে না।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : অর্থ থাকলেই কি তা ইচ্ছামত খরচ করা যাবে? যেকোন বিলাসিতার জন্য আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে কি? অপচয় বা বিলাসিতার স্বরূপ কি?

-রাজিবুল ইসলাম, বদরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : অর্থ ইচ্ছামত খরচ করা বা অপচয় করা যাবে না। বরং আয়-ব্যয় দু'টিই হালাল পথে ও ইসলামের নির্দেশিত পথে খরচ করতে হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দেওয়া প্রতিটি নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে *(তাকাছুর ৪; তিরমিযী হা/২৪১৭; মিশকাত হা/৫১৯৭)*।

ইসলামে অপচয় ও বিলাসিতা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেননা ভোগ-বিলাস ব্যক্তিকে আরাম-আয়েশ ও কর্মহীনতায় উৎসাহিত করে। পূর্ববর্তী লোকেরা বিলাসিতার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে *(আন'আম ৬/১৪১; আ'রাফ ৭/৩১; বনু ইস্রাঈল ১৭/১৬, ২৭)*। তবে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের যথাযথ শুকরিয়া আদায়ের স্বার্থে প্রয়োজনীয় খাতে অবশ্যই ব্যয় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার উপরে তাঁর দেওয়া নে'মতের নমুনা দেখতে ভালবাসেন' *(তিরমিযী হা/২৮১৯; আহমাদ হা/১৯৯৪১; মিশকাত হা/৪৩৫০, ৪৩৭৯)*। এজন্য সর্বদা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। যেমন প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করা যাবে না, তেমনি কৃপণতাও করা যাবে না *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : জনৈক ছাহাবীর মাত্র দু'টি দাড়ি ছিল, যা দেখে রাসূল (ছাঃ) মুচকি হাসতেন। পরে তিনি তা কেটে ফেললে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, লোকটির প্রতিটি দাড়িতে রক্ষী ফেরেশতা থাকত, যা দেখে তিনি হাসতেন। এ ঘটনাটির সত্যতা আছে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত ঘটনাটি প্রসিদ্ধ হ'লেও সূত্রবিহীন। অতএব তা অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : একজন মুসলমান জনপ্রতিনিধি বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কি অমুসলিমদের মন্দির বা পূজা উদ্বোধন করতে পারে?

-মুবারক হোসাইন, চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর : সাধারণভাবে অমুসলিমদের মন্দির বা পূজা পরিদর্শন করা বা উদ্বোধন করা কোন মুসলিমের জন্য হারাম। কেননা এতে তাদের শিরকী কর্মকাণ্ডের প্রতি স্বীকৃতি ও ভালোবাসার প্রকাশ পায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা গোনাহ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করোনা' *(মায়েদাহ ৫/২)*। এমনকি মূর্তিওয়ালা কোন ঘরে বা উপাসনালয়ে প্রবেশ করাকেও বিদ্বানগণ মাকরূহ বলেছেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ৫/৩২৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কা'বা ঘরে ছবিগুলো দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হ'ল, সে পর্যন্ত তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন না *(বুখারী হা/৩৩৫২; আহমাদ হা/৩৪৫৫)*।

তবে যদি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল হিসাবে বাধ্য-বাধকতা থাকে, সেক্ষেত্রে যিম্মীদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার্থে সেখানে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থায় যেন তাদের শিরকী আক্বীদা ও আমলের প্রতি সমর্থন সূচক কোন বক্তব্য না দেওয়া হয়। বরং তাদেরকে ঈমানের পথে দাওয়াত প্রদানের সদিচ্ছা থাকতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/১১৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : মূর্তি ও ভাস্কর্যের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? বর্তমানে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে সৌন্দর্য বা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আবক্ষ বা পূর্ণাঙ্গ মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। এটা কি শিরকের পর্যায়ভুক্ত? কেউ কেউ বলেন ইবাদতের উদ্দেশ্যে মূর্তি স্থাপন করা সেটাই কেবল অবৈধ হবে। এটা কি সঠিক?

-মুহাইমিনুল হক, শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : মূর্তি ও ভাস্কর্যের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্য একই। মূর্তি হ'ল অবয়ব বা প্রতিকৃতি। আর প্রস্তরাদি খোদাই করে যে মূর্তি তৈরী হয় তা-ই ভাস্কর্য। ইসলামী শরী'আতে মূর্তি ও ভাস্কর্য দু'টির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। কোনটি পূজনীয়, আর কোনটি পূজনীয় নয়- এমন কোন ভাগও করা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের পর আলী (রাঃ)-কে লোকালয়ে পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন, কোন ভাস্কর্য পেলেই তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। আর কোন কবর উঁচু পেলেই তা ভেঙ্গে মাটি সমান করে দিবে *(মুসলিম হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৬৯৬)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ভাস্কর্য ভেঙ্গে ফেলতে বলেছেন এই কারণে যে, এর মাধ্যমে শিরক হয়ে থাকে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৭/৪৬২ পৃ.)*। মূলতঃ অপূজনীয় ভাস্কর্যের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম মূর্তিপূজার সূচনা হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরা নূহে বর্ণিত ওয়াদ, সুয়া' ইয়াগূছ, ইয়াঊক, নাসর প্রভৃতি মূর্তি সম্পর্কে বলেন, এগুলি হচ্ছে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেককার ব্যক্তির নাম। তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসত সেসব জায়গায় তাদের মূর্তি স্থাপন কর এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মূর্তিগুলির নামকরণ কর। তখন তারা তাই করল। তবে তাদের জীবদ্দশায় ঐ সমস্ত মূর্তির পূজা করা হয়নি, কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যুবরণ করল এবং লোকেরা মূর্তি স্থাপনের ইতিকথা ভুলে গেল তখনই এগুলির ইবাদত বা পূজা শুরু হ'ল *(বুখারী হা/৪৯২০)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সম্মান প্রদর্শনের জন্য মূর্তি বা ভাস্কর্য বানানোকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে বড় শিরক বা ছোট শিরক হ'তে পারে *(ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৩৩৪ পৃ.)*। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) কা'বাগৃহে প্রবেশের আগে ভিতর থেকে সমস্ত মূর্তি ও প্রতিকৃতি বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এসময় তিনি তার মধ্যে ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দু'টি প্রতিকৃতি দেখেন। তখন তিনি বলেন, 'ইব্রাহীম কখনো ইহূদী বা নাছারা ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(আলে ইমরান ৩/৬৭)*। এভাবে তিনি সকল মূর্তি-প্রতিকৃতি মিটিয়ে না ফেলা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করেননি *(বুখারী হা/৩৩৫২; আহমাদ হা/৩৪৫৫)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, মারিয়াম, ঈসা, জারজিস প্রমুখ সৎ ব্যক্তির ভাস্কর্য নির্মাণের মাধ্যমে মানুষ মূর্তিপূজার ন্যায় বড় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে *(ইগাছাতুল লাহফান ২/২৯২ পৃ.)*। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কোন প্রকার প্রাণীর মূর্তি বা মূর্তির অনুরূপ অবয়ব, চাই সেটা ভাস্কর্য হৌক বা ছবি হৌক এবং তা পূজার জন্য হৌক বা না হৌক, তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এগুলিকে কুরআনে অপবিত্র ও অরুচিকর বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মূর্তির অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক' *(হজ্জ ৩০)*। রাসূল (ছাঃ) ছবি বা প্রতিকৃতি নির্মাণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক আযাবপ্রাপ্ত লোক হবে ছবি প্রস্তুতকারীগণ' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৭)*। তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে, তা জীবিত কর' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২)*। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, 'আমার সৃষ্টির মত করে যে ব্যক্তি (প্রাণী) সৃষ্টি করতে যায়, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে? পারলে তারা একটি পিঁপড়া বা শস্যদানা বা একটি যবের দানা সৃষ্টি করুক তো দেখি!' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৪৯৬; ফাৎহুল বারী ১০/৩৯৮ পৃ.; দ্র. 'ছবি ও মূর্তি' বই)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : শ্রীলংকায় আদম্স পিক-এর চূড়ায় যে আদম (আঃ)-এর পায়ের ছাপ আছে এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-মুমিনুল ইসলাম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : আদম (আঃ) জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পরে তাদেরকে পৃথিবীতে কোথায় নামানো হয়েছিল তা প্রমাণিত নয়। তবে বিভিন্ন যঈফ ও জাল বর্ণনার ভিত্তিতে বিদ্বানগণ বিভিন্ন স্থানের কথা বলেছেন যেগুলি তাদের ইজতিহাদ মাত্র। শরী'আতের কোন দলীল নয়। একদল বিদ্বান মনে করেন, তিনি ভারতে অবতরণ করেছিলেন *(ইবনু আসাকির ৭/৪৩৭ পৃ.; যঈফাহ হা/৪০৩)*। আরেকদল বিদ্বান মনে করেন তারা আরাফাহ, জেদ্দা, সাফা-মারওয়া কোন এক পাহাড়ে অবতরণ করেছিলেন *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ১/২৩৭ পৃ.)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এ সকল বর্ণনার কোন প্রমাণ নেই। এক্ষণে শ্রীলংকায় আদম (আঃ)-এর পদচিহ্ন থাকার বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ। ভূগোলবিদ ইয়াকূত হামাভী (৬২৬ হি.), বিশ্ব পরিব্রাজক ইবনে বতুতা (৭৭৯ হি.) প্রমুখ বিদ্বানগণ পাহাড়টিকে 'জাবালে আদম' বা

আদমের পাহাড় বলে অভিহিত করেছেন *(মু'জামুল বুলদান ৩/২১৬; রিহলাহ ইবনু বত্তূতা, ২/৪৬১)*। যেহেতু বিষয়টি কুরআন বা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, অতএব এ ব্যাপারে চুপ থাকাই শ্রেয় *(দ্র. নবীদের কাহিনী ১/২৬)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : জনৈক বক্তা রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তার চেহারায় এত আলো ছিল যে তা দিয়ে সুঁচ খোজা যেত। একথা সত্যতা আছে কি?

-জাবের আহমাদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত মর্মে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ইবনু আসাকির, তবে বর্ণনাটি জাল *(তারীখু দিমাশক্ব ৩/৩১০; যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৪/৯৮)*। অনুরূপভাবে বায়হাক্বীতেও একটি বর্ণনা এসেছে, যাকে শায়খ আলবানী মিথ্যা ও জাল বলেছেন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৪৪)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : ছালাতরত অবস্থায় সিজদার স্থানের ভিতর দিয়ে কুকুর, বিড়াল বা ছাগল জাতীয় কোন প্রাণী হেঁটে গেলে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে কি?

-মাহবূব মোরশেদ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : সুৎরাবিহীন অবস্থায় সিজদার স্থানের ভিতর দিয়ে বিড়াল, ছাগল বা কোন প্রাণী অতিক্রম করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হয় না, কেবল কালো কুকুর ব্যতীত। কেননা হাদীছে এসেছে, কালো কুকুর সামনে দিয়ে গেলে ছালাত হবে না *(মুসলিম হা/৫১১)*। এর অর্থ হ'ল, ছালাতের নেকী কম হয়, তবে ছালাত বাতিল হয় না। কারণ এতে ছালাতের খুশূ-খুযূ ও একাগ্রতা বিনষ্ট হয় *(ফাৎহুল বারী ১/৫৮৯ পৃ.; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/২৫৯; বুলূগুল মারাম হা/২২৮-এর ব্যাখ্যা দ্র.)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : পিতা খুবই কৃপণ হওয়ায় হাত খরচ একেবারেই দেয় না। সেকারণ মাকে জানিয়ে বা কোন কোন সময় কাউকে না জানিয়েই পিতার টাকা নিতে বাধ্য হই। এতে আমার গুনাহ হবে কি? গুনাহ হ'লে ক্ষমা পাওয়ার উপায় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রী-সন্তানের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা স্বামী বা পিতার অবশ্য কর্তব্য। সে হিসাবে কৃপণ পিতার সম্পদ থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু গ্রহণ করা সন্তানের জন্য জায়েয *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৩১২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২১/১৬৬; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/৩৮৩ পৃ.)*। হিন্দা বিনতে উৎবা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন অতি কৃপণ ব্যক্তি। আমি তাকে না জানিয়ে তার সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য খরচ করতে পারি কি? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়, এ পরিমাণ সম্পদ ন্যায় সঙ্গতভাবে নিতে পার *(বুখারী হা/২২১১; মুসলিম হা/১৭১৪; মিশকাত হা/৩৩৪২)*। তবে নিঃসন্দেহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নিলে সেটি চুরি হিসাবে গণ্য হবে, যা থেকে সতর্ক থাকা সন্তানদের জন্য আবশ্যক। সেক্ষেত্রে পিতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দে'র সাবেক আমীর হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া দেহলভী-এর মৃত্যু

'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাবেক আমীর হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া দেহলভী (৯৫) গত ২২শে নভেম্বর'২০ রবিবার সকাল ৯-টায় দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ঐদিন বাদ আছর জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থান শাহীদপুরা, দিল্লীতে দাফন করা হয়।

হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া দেহলভী ১৯২৫ সালে দিল্লীতে এক ঐতিহ্যবাহী আহলেহাদীছ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাফেয হামীদুল্লাহ দেহলভী 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর সহ-সেক্রেটারী এবং দীর্ঘ দিনের অর্থ সম্পাদক ছিলেন। অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্সের বার্ষিক কনফারেন্স সমূহে তিনি হাযার হাযার রূপিয়া খরচ করতেন। ত্রিশের অধিক মাদ্রাসায় নিয়মিত মাসিক অনুদান দিতেন। হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া স্থানীয় মাদ্রাসায় হিফয সমাপ্ত করার পর দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লীতে ভর্তি হয়ে দ্বীনী জ্ঞান হাছিল করেন। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মাওলানা আব্দুল জলীল রহমানী প্রমুখ বিদ্বানগণ তাঁর শিক্ষক ছিলেন।

অতঃপর পৈতৃক ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন। ১৯৪৪ সালে তিনি 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর সদস্য হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় আহলেহাদীছ জামা'আতের অধিকাংশ ব্যক্তি পাকিস্তানে হিজরত করেন। এ সময় দাঙ্গার ফলে ছিন্নভিন্ন আহলেহাদীছ জামা'আতকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালান। ১৯৫১ সালে কনফারেন্স-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভী তাঁকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি এতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। ১৯৫২ সালে তিনি দ্বিতীয়বার জেনারেল সেক্রেটারী হন। ১৯৫২ সালে জমঈয়তের মুখপত্র 'তারজুমান' প্রকাশ করেন এবং যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন।

১৯৫৪ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে ওয়াকফ সম্পর্কিত কাযেমী বিল পেশ করা হয়। এতে আহলেহাদীছ জামা'আতের নাম ছিল না। তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় এতে আহলেহাদীছদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৭৪ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় তিনি দাঙ্গা থামানো ও সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৯ সালে ওখলা, নয়া দিল্লীতে আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ৭৫ হাযার স্কয়ার ফিট জায়গা ক্রয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৯৫ সালে তিনি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর নায়েবে আমীর নির্বাচিত হন। মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী ও মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরীর ইস্তেফা দেওয়ার পর তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালে তিনি জমঈয়তের আমীর নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালে দ্বিতীয়বারের মতো আমীর হন এবং ২০১৭ সাল পর্যন্ত আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই

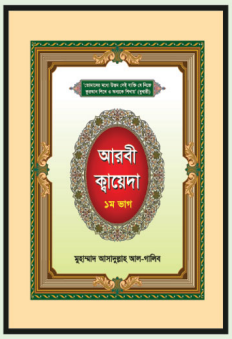

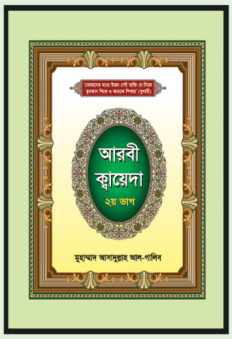

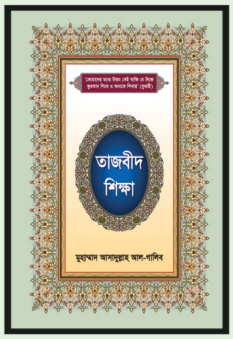

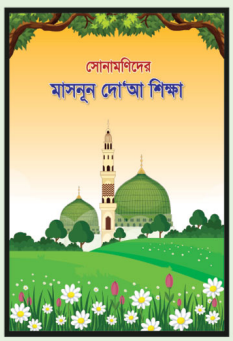

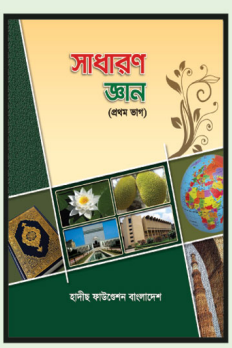

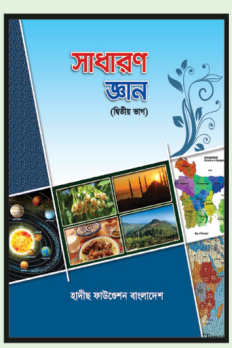

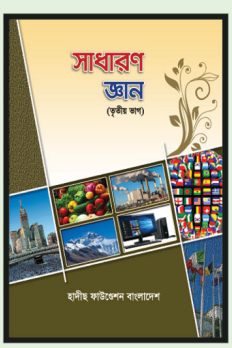

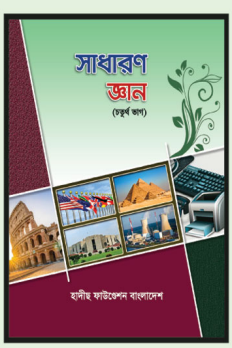

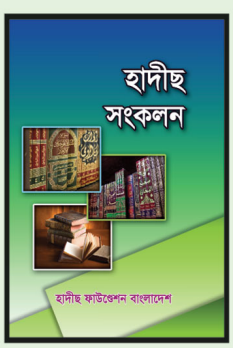

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচত্বর), ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো,) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।
Email : tahreek@ymail.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 24, Issue 4, January 2021

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

৩১তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২১

ভাষণ দিবেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

২৫ ও ২৬ শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জানুয়ারী ২০২১ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জানুয়ারী	১৬ জুমাঃ উলাঃ	১৭ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২১	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২৩	০৬:৪৩
০৩ জানুয়ারী	১৮ জুমাঃ উলাঃ	১৯ পৌষ	রবিবার	০৫:২১	১২:০৩	০৩:০৪	০৫:২৪	০৬:৪৫
০৫ জানুয়ারী	২০ জুমাঃ উলাঃ	২১ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২২	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৫	০৬:৪৬
০৭ জানুয়ারী	২২ জুমাঃ উলাঃ	২৩ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:২২	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৭	০৬:৪৭
০৯ জানুয়ারী	২৪ জুমাঃ উলাঃ	২৫ পৌষ	শনিবার	০৫:২৩	১২:০৬	০৩:০৮	০৫:২৮	০৬:৪৮
১১ জানুয়ারী	২৬ জুমাঃ উলাঃ	২৭ পৌষ	সোমবার	০৫:২৩	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:৩০	০৬:৫০
১৩ জানুয়ারী	২৮ জুমাঃ উলাঃ	২৯ পৌষ	বুধবার	০৫:২৩	১২:০৭	০৩:১১	০৫:৩১	০৬:৫১
১৫ জানুয়ারী	০১ জুমাঃ আখেরাহ	০১ মাঘ	শুক্রবার	০৫:২৪	১২:০৮	০৩:১২	০৫:৩২	০৬:৫২
১৭ জানুয়ারী	০৩ জুমাঃ আখেরাহ	০৩ মাঘ	রবিবার	০৫:২৪	১২:০৯	০৩:১৩	০৫:৩৪	০৬:৫৩
১৯ জানুয়ারী	০৫ জুমাঃ আখেরাহ	০৫ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:২৪	১২:০৯	০৩:১৪	০৫:৩৫	০৬:৫৫
২১ জানুয়ারী	০৭ জুমাঃ আখেরাহ	০৭ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:২৪	১২:১০	০৩:১৬	০৫:৩৭	০৬:৫৬
২৩ জানুয়ারী	০৯ জুমাঃ আখেরাহ	০৯ মাঘ	শনিবার	০৫:২৩	১২:১০	০৩:১৭	০৫:৩৮	০৬:৫৭
২৫ জানুয়ারী	১১ জুমাঃ আখেরাহ	১১ মাঘ	সোমবার	০৫:২৩	১২:১১	০৩:১৮	০৫:৪০	০৬:৫৮
২৭ জানুয়ারী	১৩ জুমাঃ আখেরাহ	১৩ মাঘ	বুধবার	০৫:২৩	১২:১১	০৩:১৯	০৫:৪১	০৭:০০
২৯ জানুয়ারী	১৫ জুমাঃ আখেরাহ	১৫ মাঘ	শুক্রবার	০৫:২২	১২:১১	০৩:২০	০৫:৪৩	০৭:০১
৩১ জানুয়ারী	১৭ জুমাঃ আখেরাহ	১৭ মাঘ	রবিবার	০৫:২২	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৪	০৭:০২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-২	-১	-১	-১	-১
গাযীপুর	০	০	০	০	০
শরীয়তপুর	-১	০	+১	+২	+১
নারায়ণগঞ্জ	-১	-১	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	-১	-২	-৩	-২	-২
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+১	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৫	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+২	+২	+২
গোপালগঞ্জ	+১	+২	+৩	+৪	+৪
ফরিদপুর	+২	+২	+৩	+৩	+৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+১	০	০	০
ময়মনসিংহ	+১	০	-২	-১	-১
জামালপুর	+৩	+২	০	০	+১
নেত্রকোণা	০	-১	-৩	-৩	-২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৬	+৬	+৬
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৭	+৮	+৭
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৮	+৭
নড়াইল	+২	+৩	+৫	+৫	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৭	+৭
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৩	+৪	+৪	+৫	+৫
খুলনা	+২	+৩	+৫	+৬	+৫
বাগেরহাট	+১	+২	+৪	+৫	+৪
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৫	+৬	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	-১	+১	+২	+৩	+২
পটুয়াখালী	-২	০	+২	+৩	+২
পিরোজপুর	০	+২	+৩	+৪	+৩
বরিশাল	-২	০	+২	+২	+২
ভোলা	-৩	-১	+১	+১	+১
বরগুনা	-১	+১	+৩	+৪	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+২	+২
পাবনা	+৪	+৪	+৪	+৫	+৫
বগুড়া	+৫	+৪	+২	+৩	+৩
রাজশাহী	+৭	+৭	+৬	+৭	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৫	+৩	+৪	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৮	+৮	+৮
নওগা	+৭	+৬	+৪	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১০	+৭	+৩	+৪	+৫
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+৫	+৫
লালমণিরহাট	+৬	+৪	০	০	+১
নীলফামারী	+৮	+৬	+৩	+৩	+৪
গাইবান্ধা	+৫	+৩	+১	+১	+২
ঠাকুরগাঁও	+১০	+৮	+৪	+৫	+৫
রংপুর	+৬	+৪	+১	+২	+২
কুড়িগ্রাম	+৫	+৩	০	০	+১

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৪	-৩	-৩	-২	-২
ফেনী	-৫	-৪	-৩	-২	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৯	-৭	-৫	-৪	-৫
নোয়াখালী	-৪	-৩	-১	-১	-১
চাঁদপুর	-২	-১	০	০	০
লক্ষ্মীপুর	-৩	-২	-১	০	০
চট্টগ্রাম	-৮	-৬	-৩	-২	-৪
কক্সবাজার	-১০	-৭	-৩	-১	-৩
খাগড়াছড়ি	-৮	-৬	-৫	-৪	-৫
বান্দরবান	-১০	-৭	-৫	-৪	-৫

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৫	-৬	-৮	-৭	-৭
মৌলভীবাযার	-৫	-৬	-৭	-৬	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৫	-৫	-৫
সুনামগঞ্জ	-৩	-৪	-৬	-৬	-৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.